আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহম্। ১

দ্বিতীয়োভাগঃ। 2

শ্রীগোপালচন্দ্র সেনগুপ্ত কবিরাজেন
সমাহৃতং ভাষান্তরিতঞ্চ

শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়েন
প্রকাশিতম্।

কলিকাতা

কলুটোলা ষ্ট্রীট ৩৮ নম্বর ... [illegible]

[illegible] প্রেসে [illegible] দে দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৭৮ সাল ১লা কার্ত্তিক।

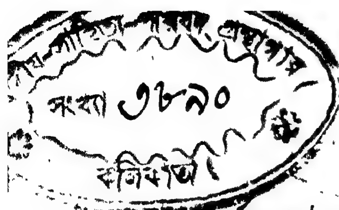
[illegible]

সূচীপত্র।

গ্রাহক দিগের নাম।

রাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, যোড়াসাঁকো		৪
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী, কাশিমবাজার		১
শ্রীমতী রাণী শরৎসুন্দরী দেবী, পুটিয়ারী		ঐ
রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর, সুসঙ্গ দুর্গপুর		ঐ
শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার সরকার, করচমাড়িয়া		৩
" " শশধর লাহিড়ী, মদন মিত্রের লেন		১
" " শ্যামলাল দত্ত কলুটোলা		ঐ
" " নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, পটলডাঙ্গা		ঐ
" " শিশুরাম মুখোপাধ্যায়, মৃজাপুর		ঐ
" " নিত্যানন্দ সরকার ই, আই, রেলওয়ে		ঐ
" " গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
" " শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়লাঘাটা		ঐ
" " রামহৃদয় চক্রবর্ত্তী, বাদুড়বাগান ডিস্প		ঐ
" " গগনচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ
" " কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, চোরবাগান		ঐ
" " কেদারনাথ রায়	ঐ	ঐ
" " রাজকৃষ্ণ দ্বিজ দাস, কবিরাজ পাড়া		ঐ
" " যোগেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলি, বেনেটোলা		ঐ
" " দিননাথ দে নিমুগুস্তাগর লেন		১
" " সুরথনাথ ঘোষ, বাদুড়বাগান		ঐ
" " মনমোথ চাটোপাধ্যায়, আমহারেষ্ট ষ্ট্রীট		ঐ
" " লালবিহারী চক্রবর্ত্তী, সুরথিরবাগান		ঐ
" " মহেন্দ্রনাথ দে, হেয়ার স্কুল		ঐ
" " রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অরিডিনেন্স অফিস		ঐ

শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ অরিডিনেন্স অফিস
" " গোবর্দ্ধন দাস ঐ
" " বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত ঐ
" " দিননাথ চক্রবর্ত্তী ঐ
" " শিবকৃষ্ণ ঘোষ ঐ
" " হিরালাল জানা, ঝামাপুকুর
" " অধরচরণ ঘোষ, হোম আফিস
" " ব্রজনাথ বনিক দত্ত, বহুবাজার
" " শিবচন্দ্র ভঞ্জ, ভ্যানসিটার্ট রোড
" " প্রমথনাথ ঘোষাল, কলিকাতা মিণ্ট
" " রাধিকামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুবাজার
" " সুরেশচন্দ্র ঘোষ, সাঁকারিটোলা
৺ মাধবচন্দ্র দত্ত, যোড়াসাঁকো
" " গোপীনাথ সেন গুপ্ত, রাজারচক
" " কালীকিঙ্কর মিত্র, বাল্মিক যন্ত্র
" " কৈলাসচন্দ্র দাস, পাটনা।
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র কবিরাজ, রাণাঘাট
" " রামদাস সেন, কবিরাজ সিরাজগঞ্জ
" " ভগবতীচরণ দে, মনয়ারি ষ্টেশন
" " দুর্লভচন্দ্র মজুমদার, [illegible]লপুর
" " প্রসন্নকুমার সেন, বরিশাল
" " হরনাথ গাঙ্গুলি, বহড়ু জয়নগর
" " ভুবনমোহন গুপ্ত, সাহেবগঞ্জ
" " কালীপ্রসাদ সান্ন্যাল, আলীগড়
" " গৌরসুন্দর চক্রবর্ত্তী, ময়মনসিংহ
" " হারাণচন্দ্র মিত্র, গুয়াতলী
" " অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উলা
" " শ্রীরমানাথ রায় চৌধুরী, শিবপুর



আয়ুর্ব্বেদ সারসংগ্রহম

দ্বিতীয় ভাগ।

জ্বরের চিকিৎসা।

সচ্ছন্দ ভৈরব রস।

সমভাগঞ্চ সংগৃহ্য পারদামৃতংগন্ধকং। জাতীফলার্দ্ধভাগঞ্চ সর্ব্বদ্রব্যং বিচূর্ণয়েৎ॥ সর্ব্বার্দ্ধং মাগধিচূর্ণং যোজয়িত্বা বিভাবয়েৎ। গুঞ্জদ্বয়ং ত্রয়ংবাপি নাগবল্লি দলেনচ॥ আদ্র্রকস্যানুপানেন দারুণং দাহনাশনং। সদ্যজ্বরে সান্নিপাতে ধাতুস্থে বিষম জ্বরে। মন্দানলে শিরোরোগে দেয়ং সচ্ছন্দ ভৈরবং॥ ৩৮৪

সারকৌমদী।

পারদ, গন্ধক ও অমৃত প্রত্যেক ১ তোলা, জায়ফল অর্দ্ধ তোলা ও পিপ্‌পলী চূর্ণ ৩॥০ তোলা এই সকল চূর্ণ একত্রে পান রসে মাড়িয়া আদ্র্রক রসানুপানে সেবন করিলে অতিশয়

দাহ, নবজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, সান্নিপাত, বিষমজ্বর, শীরোরোগ ও অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ সকল নাশ হয়। ৩৮৪

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং শতধা ভাবিতার্দ্রকৈঃ। গুঞ্জার্দ্ধং যোজয়েৎ বৈদ্যঃ সন্নিপাত নবজ্বরে॥ সচ্ছন্দ ভৈরবং নাম সচ্ছন্দং জায়তে নরঃ॥ ৩৮৫

ভৈষজ্য তন্ত্র।

তাম্র, অমৃত ও স্বর্ণ আর্দ্রক রসে একশত ভাবনা দিয়া অর্দ্ধ রতি মাত্রা সান্নিপাত নবজ্বরে এই সচ্ছন্দ ভৈরব নামক ঔষধি সেবনে সচ্ছন্দ প্রাপ্ত হয়। ৩৮৫

স্বল্প সুচিকাভরণ।

অমৃতং গরলং দারু সর্ব্বতুল্যঞ্চ হিঙ্গুলং। মাহিষেণ চপিত্তেন সংমর্দ্দং বাজীতুল্যকৃৎ॥ বটিকা সূচিকাগ্রেণ সান্নিপাত কুলান্তক। তিলঞ্চ তিলতৈলঞ্চ ভোজনং দধিভুক্তকং॥ সুচিকাভরণং নাম ক্ষণাৎ মুঞ্চতি নিশ্চিতং॥ ৩৮৬

রত্নাকরী

অমৃত বিষ, সর্প বিষ ও দারুমুচ বিষ এই তিন দ্রব্য প্রত্যেক ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৩ভাগ সর্ব্ব দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া মহিষ পিত্তে ভাবনা দিবেক। বটিকা সূচ্যগ্র প্রমাণ সেবনে

সান্নিপাত রোগ নাশ হয় তিল এবং তিল তৈল অঙ্গে মর্দ্দন করাইবেক আর দধ্যন্ন পথ্য দিবেক এই সুচিকাভরণ নাম মহৌষধি সেবনে ক্ষণমাত্রে রোগ নিশ্চয় নিবারণ হয়। ইহা স্বয়ং মহাদেবের উক্তি। ৩৮৬

সদ্যজ্বর বটী।

রসেন্দ্র গন্ধ গোদন্ত শাল্মলিক্ষারমেবচ। আদ্র্কস্য রসে ভাব্যং সর্ষপাকার মানতঃ। শীতোপচারং কর্ত্তব্যং সদ্যজ্বরহরং পরং॥ ৩৮৭

দর্পণ

রস, গন্ধক, গোদন্তা ও শাল্মলি ক্ষার চারি দ্রব্য সমভাগ আদাররসে ভাড়িয়া বটী সরিষা প্রমাণ সদ্যজ্বর নিবারণ হয়. শীতল ক্রিয়া করিবেক। ৩৮৭

জ্বরকেশরী রস।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধ স্ত্রিফলমেবচ। জয়পাল সমং কুর্য্যাৎ ভৃঙ্গ তোয়েন মর্দ্দয়েৎ॥ গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কৃত্বা বৈদ্যঃ প্রযত্নতঃ। প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চ প্রশস্যতে॥ নারিকেলাম্বু পিত্তেচ বাতিকে শর্করাপিবা। মধুনা মরিচং

লেহ্যং সন্নিপাত নিসূদনং । শৃঙ্গ-
বেরাম্বু মধুনা সর্ব্ব জ্বর নিবারণং ।
পথ্যং মুদ্গপটোলঞ্চ দাহতৃষ্ণাং নিবা-
রয়েৎ ॥ ৩৮৮

রত্নাকরী

পারা, বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, ত্রিফলা ও জয়পাল সকলে সমভাগ ভৃঙ্গরাজ রসে মাড়িয়া বটী ১রতি, বৈদ্য যত্ন পূর্ব্বক প্রস্তুত করিবেক, বালককে সরিষা প্রমান মাত্রা দিবেক, অনুপান পিত্তজ্বরে নারিকেল জল, বাতিকে চিনি, মধু ও মরিচ সহ সন্নিপাতে দিবেক, অপর সর্ব্ব জ্বরে আদার রসও মধু দিবেক। পথ্য মুগেরযুষ পটোল। দাহ তৃষ্ণা নিবারণ হইবেক। ৩৮৮

আদাবটী ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং শাল্মলিক্ষার
মেবচ । মর্দ্দয়েৎ সমভাগেন চাদ্রর্ক স্যর
সৈরপি । দিনৈকং ভাবয়েৎ পশ্চাৎ
নিগুণ্ডী স্বরসেনচ । দিনত্রয়ং ভাব-
য়েচ্চ বটিকাং কারয়েৎ ভিষক্ ॥
গুঞ্জমাত্রা প্রদাতব্যা আদ্র্যকশ্চানু পা-
নতঃ । শীতোপচার কর্ত্তব্যং মর্দ্দয়েৎ কটু-
তৈলকং । দধ্যন্নমর্পয়েৎপথ্যং প্রত্যহং

স্নানমাচরেৎ । বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং । নাশয়েৎমাত্র সন্দেহঃ সদ্যজ্বর বিমুক্তয়েৎ ॥ ৩৮৯

রস, গন্ধক, বিষ, তাম্র, ও সিমুলের ক্ষার শোধন পূর্ব্বক সকলে সমভাগ আদার রসে এক দিবস মাড়িয়া নিসিন্ধা পত্র রসে তিন দিবস মাড়িয়া বটী ` রতি। অনুপান আদার রস, শীতোপচার ও দধি অন্ন পথ্য দিবেক তৈল মাখাইয়া স্নান করাইবেক। বাত পিত্ত শ্লেষ্মা সান্নিপাতিক জ্বর সদ্য মুক্ত হইবেক সন্দেহ নাই। ৩৮৯

আদাবটী ।

রসাঞ্জনং রসসিন্দূরং রসেন্দ্রং রসমাণিকং । দারুযুগ্ম বিষং তালঃ করবীর মনঃশীলা । আদ্রর্কে ভাবয়েৎ পশ্চাৎ দেয়ং চার্দ্ধরতি জ্বরে। পৃথক দ্বন্দ্ব সমস্তানি মহাঘোরে নবজ্বরে । যামার্দ্ধে নাশয়েৎ শীঘ্রং সদ্যজ্বর বিনিশ্চিতং । শীতোপচারং কর্ত্তব্যং দধ্যন্নাদি প্রদাপয়েৎ ॥ ৩৯০

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

রসাঞ্জন, রসন্দূসির, পারা, রসামনিক, শেখো, দারুমুজ, বিষ, হরিতাল, শ্বেতকরবী মূল ও মনছাল আদার রসে

মাড়িয়া প্রমাণ ||০ অর্দ্ধ রতি বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক ত্রিদোষ মহা ঘোর নবজ্বর যামার্দ্ধে সদ্য বিনাশ হয়। শীতোপচার করিবেক। দধি অন্ন পথ্য দিবেক। ৩৯০

গদমুরারি।

রসবলি গগণার্কং শুদ্ধতাল্রং বিষঞ্চ
ত্রিফল কটুকমেতট্টঙ্গণং ভৃষ্টমেভিঃ। সম
মিহ জয়পালোদ্ভূত চূর্ণং বিমর্দ্দ্য দ্বিনি শমনি শমেত ভৃঙ্গরাজোত্থবারী। ভবতি
গদমূরারিঃ স্বেচ্ছয়া ভেদ কোয়ং। হরতি
সকল রোগান সন্নিপাতানশেষান্। ইহ
হি ভবতি পথ্যং মৎস্য মাংসাদি সর্ব্বং।
ঘৃত বিলুলিতমস্মিন্ ভোজনং ভূরি
দেয়ং || ৩৯১

পারদ ১, গন্ধক ১, অভ্র ১, তাম্র ১, হরিতাল ১, অমৃত বিষ ১. ত্রিফলা ১, ত্রিকটু ৩, সোহাগা ১ ও জৈপাল বীজ সর্ব্ব দ্রব্য সমভাগে কাঁচা হরিদ্রা ১ ও ভীমরাজ রস ১, ইহা মাড়িয়া বটী ১ রতি, অনুপান শীতল জল এই রেচক ঔষধি নানা প্রকার রোগ ও সন্নিপাত নাশ করে এই ঔষধে পথ্য-ঘৃতাক্ত মৎস্য, মাংস যুষ, অন্ন এবং নবনী। নানা রোগ নাশক। ৩৯১

গুবাবটী।

সুতং গন্ধং ত্রিকটুকং টঙ্গণং নাগরা

হ্বয়া। জৈপাল বীজং সংশুদ্ধং সমং কৃত্য গুবাবটী। চতুর্গুঞ্জামিতাশীত তোয়মাত্রানু পানতঃ। করোতি রেচনং সাধু জ্বর গুল্মা ভিশোথনুৎ। রেচনান্তে চ সর্ব্বেষাং দধ্যন্ন স্তম্ভনে হিতং। আমান্তে চ প্রদাতব্যা মন্যথা মুদ্গাযুষকং॥ ৩৯২

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ১, গন্ধক ১, ত্রিকটু ১,সোহাগা ১, শুঁট১, হরীতকী ১ ও জয়পাল বীজ ১ এই সকল দ্রব্য সমভাগ জলে মর্দ্দন বটী ৪ রতি পরিমিত শীতল জল অনুপানে সাধু বৈদ্য রেচন করাইবে। জ্বর, গুল্ম ও শোথ বিনাশ হয়। রেচনান্তে দধি অন্ন পথ্য দিবেক আমান্তে মুগের যুষ দিবেক। ৩৯২।

হিঙ্গুলেশ্বর বটিকা।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গণং নাগরাহ্বয়া। জয়পাল সমাযুক্তং সদ্য জ্বর নিবারণং॥ ৩৯৩

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

হিঙ্গুল ১, অমৃত ১, ত্রিকটু ৩, সোহাগা ১, শুঁট ১, হরীতকী ১ ও জয়পাল বীজ জলে মর্দ্দন করিয়া এক ১ রতি মাত্রা

বটি অনুপান তুলসী পত্রের রস ইহাতে সদ্য জ্বর আরোগ্য হয়। ৩৭৩

লোকনাথ রস।

বরাটীকাভ্রকং তাম্রং লৌহং সূতঞ্চ গন্ধকং। প্রত্যেকং সূত তুল্যংস্যাৎ চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ। নাগবল্লী দ্রবেণৈব দিনৈকং তদ্বিপাচয়েৎ। পচেদ্গজ পুটৈরেব সাঙ্গং শীতং সমুদ্ধরেৎ। যকৃৎ গুল্মোদরী প্লীহশ্ব য়থু জ্বরনাশনং। অগ্নিমান্দ্যঞ্চ সময়ে লোক নাথ রসোত্তমং॥ ৩৭৪

রস রত্নাকর।

কড়িভস্ম, অভ্র, তাম্র, লৌহ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ করিয়া পান রসে এক দিন ভাবনা দিয়া গজপুট দিবে পরে শীতল হইলে সেবন করাইবে। মাত্রা ১ রতি বা ২ রতি অনুপান পীপুল চূর্ণ, মধু, পুরাতন গুড়, হরিতকী, অথবা কৃষ্ণ জীরা চূর্ণ। যকৃৎ, গুল্ম, উদরী, প্লীহা, শোথ, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য আরোগ্য হয়। ৩৭৪

অর্দ্ধনারীশ্বর রস।

রসং গন্ধং সমং গ্রাহ্যং বিষং যোজ্যঞ্চ তৎসমং। জৈপালং তৎসমং গ্রাহ্যং মরিচঞ্চ চতুর্গুণং। ত্রিবৃন্ম লরসৈমর্দ্দ্যং ভাবনা

পঞ্চকং ভিষক্। জম্বীরাণাং দ্রবৈর্নস্যমে
কস্মিন নাসিকাপুটে। শরীরার্দ্ধগতং
ঘোরং জ্বরংহন্তি নসংশয়ঃ। ঐকাহিকঞ্চা
চার্দ্ধপঞ্চ জ্বরং হন্তিচ সর্ব্বজং। অর্দ্ধ
নারীশ্বরো নাম রসঃ শঙ্করভাষিতঃ।
চমৎকারকরোহ্যেষ ন দেয়ং যস্য
কস্যচিৎ॥ ৩৯৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

পারদ ১, গন্ধক ১, শৃঙ্গী বিষ ২, জয়পাল বীজ ২, মরিচ ৪ ও তেউড়ির রস ১০ তোলা মাড়িয়া এইরূপ পঞ্চ দিবসে পঞ্চ ভাবনা দিয়া শুষ্ক, পরে চূর্ণ করিবে তদনন্তর গোঁড়ালেবুর রসে ১ রতি প্রমাণ মাড়িয়া নস্য দিবে তাহাতে শরীরের অর্দ্ধগত ঘোরতর জ্বর নষ্ট হয় এবং এক দিবসান্তর জ্বর, অর্দ্ধাঙ্গ জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় এই অর্দ্ধ নারীশ্বর যথা তথা দেওয়া অনুচিত শঙ্কর কহিয়াছেন। ৩৯৫

মৃত্যুঞ্জয় রস।

বিষস্যৈকং তথা ভাগং মরিচং পিপ্পলী-
কণা। গন্ধটঙ্গং তথা ভাগং দ্বিভাগং
হিঙ্গুলং ভবেৎ। জলেন বটিকাং কার্য্যা
গুঞ্জমাত্রা প্রমাণতঃ। মধুনা লেহনং
কার্য্যং সর্ব্বজ্বরনিবর্ত্তয়ে। আদ্রকস্য

রসঞ্চানু দারুণে সান্নিপাতিকে। দধ্যন্ন পানং দেয়ঞ্চ বাতজ্বরনিবর্ত্তয়ে। জম্বীর-রসযোগেনাজীর্ণজ্বর বিনাশনঃ। অজা-জীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ। তী-ব্রজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে। পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটী চতুষ্টয়ং। স্ত্রীবাল বৃদ্ধ ক্ষীণেষু অর্দ্ধমাত্রা প্রকী-র্ত্তিতা। অতিবৃদ্ধেচ ক্ষীণেচ শিশৌ চাল্প বয়োন্বিতে। হীনমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থা সারনিশ্চিতে। নবজ্বরে প্রদানেতু যামৈকা-ন্নাশয়ে জ্জ্বরং॥ ৩৯৬

রসরত্নাকর।

বিষ১, মরিচ১, পিপুল১, জীরা১, গন্ধক১, সোহাগা১, হিঙ্গুল ২, মর্দ্দনান্তর ১ রতি ঔষধ মধু সহিত ভক্ষণে সকল রোগ নাশ হয়। বাতজ্বরে সান্নিপাতে আদার রস, অজীর্ণে গোঁড়া লেবু, বিষম জ্বরে কৃষ্ণজিরা ও গুড় তীব্র ঘোরতর জ্বরে পুরুষের ৪ বটী পূর্ণ মাত্রা, স্ত্রী বালক ও ক্ষীণে ২বটী, অতি ক্ষীণ শিশুর ১বটী। নবজ্বর এক প্রহরে ত্যাগ হয়। ৩৯৬

মৃত্যুঞ্জয় রস।

কেচিন্মতে সৌভাগ্য চিন্তামণিরস খ্যাতঃ। সৌভা গ্যামৃত জীর পঞ্চলবণ ব্যোষা-

ভয়া খ্যামলাঃ ॥ নিশ্চ ন্দ্রাভ্রক শুদ্ধ
গন্ধকরসৈরেকীকৃত্বা ভাবয়েৎ । নির্গুণ্ডী
যুগ ভৃঙ্গরাজ করুণা পামার্গপত্রৈর্ণবৈঃ ॥
প্রত্যেকং স্বরসেন শুদ্ধ বটীকা হন্তি
ত্রিদোষোদয়ং । যেষাং শৈত্যমতীব
দেহ মখিলং স্বেদা দ্রবা দ্রীকৃতং ॥
নিদ্রা ঘোরতরা সমস্ত করণ ব্যামোহঃ
মুঢ়ংমনঃ । শূলশ্বাস বলাস কাস সহি-
তং মূর্চ্ছা রুচি তুটজ্বরং ॥ তেষাংবৈ
পরিহৃত্য জীবিতমসৌ গৃহ্নাতি মৃত্যো-
র্ম্মুখাৎ ॥ ৩৯৭

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

সোহাগা, অমৃত, জীরক, পঞ্চ লবণ, ত্রিকটু, হরিতকী, আমলকী, অভ্র, গন্ধক ও রস এই সকল দ্রব্য পৃথক সমভাগ একত্র করিয়া নিসিন্ধা পত্র নীল শেফালিকা পত্র ভীমরাজ পত্র, আদ্রর্ক, ও আপাঙ্গ এই সকল পত্র রসে মাড়িয়া বটী এক রতি পরিমাণ সেবনে ত্রিদোষ আময় হেতু শরীর শীতল অত্যন্ত দাহ অতিশয় ঘর্ম্ম ঘোরতর নিদ্রা, অসামর্থ্যতা ও মূর্চ্ছা আরোগ্য হয়, শ্লেষ্মা রূপ অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইলে সেই সকল দোষ ও যমের মুখ হইতে জীবিত থাকে । ৩৯৭

প্রতাপলঙ্কেশ্বর রস।

অপামার্গস্য মূলঞ্চ চব্যচিত্রক মূলকৈঃ।
এতেষাং মর্দ্দয়িত্বাচরস নিষ্পীড়্য যত্নতঃ॥
তেন সূত সমং গন্ধম ভ্রকং হিঙ্গুলং
বিষং। টঙ্গনং নটসং ক্ষঞ্চ মর্দ্দয়েদ্দি-
নন সপ্তকং॥ টঙ্গনং ত্রিদিনং মূষলী-
দ্রাবৈ র্ভাবয়েদাতপেষুচ। মুষঞ্চ বর্ত্তু-
লাকারং তন্মধ্যং পরিপূরয়েৎ॥ মৃদা-
ক্তাদ্র খণ্ড বস্ত্রৈর্ব্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।
রসতুল্যং লোহভস্মং মৃত বঙ্গ সমংতথা॥
মনঃশিলা মুস্তকঞ্চ রেণুকং গুগ্গুলং
তথা। চম্পেয়ঞ্চ সমং সর্ব্বং ভাগার্দ্ধং
শোধিতং বিষং॥ তৎ সর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ
খল্লে ভাবয়েৎ বিষনীরতঃ। আতপে
ভাবয়েৎ বৈদ্যঃ সপ্তধা মর্দ্দয়েত্ততঃ॥
কটুত্রয়ং কাষায়েণ কনকস্য রসেনচ।
ফল ত্রয়ং কষায়েণ মুণিপুষ্পরসে নচ॥
সমুদ্র ফেননীরেণ বিজয়া চিত্র বারিণা।
সর্ব্বদ্রব্যেণ সংমর্দ্দ্য রক্ষিতঞ্চ প্রযত্নতঃ॥
গুঞ্জৈকং বহ্নিচূর্ণেন শৃঙ্গবের রসেনচ।

দদ্যান্নবজ্বরেতীব্রে মোহ বিভ্রান্তশান্তয়ে। প্রদদ্যাৎ রোগীণে নস্যং সংজ্ঞা যস্য নবিদ্যতে। ক্ষুরেণ প্রহরেৎ মূর্দ্ধ্নি দদ্যাদার্দ্র কনীরতঃ। সেচয়েৎ মূত্রবর্চ্চস্কং কুম্ভবারিযুতং ততঃ। রোগীবাঞ্ছিত যদ্দ্রব্যং তৎসর্ব্বং পথ্যমর্পয়েৎ। দধ্যোদনংসিতাযুক্তং ক্ষুধিতায়ার্পয়েত্ততঃ। এবংকৃতে সান্নিপাতে জ্বরঃস্যাৎ তাপশান্তয়ে। কুরুতে জ্বরিণঃ শয্যাং নানা পুষ্পাদি ভূষিতাং। যুথিকা মল্লিকা জাতী মালতী কামিণী প্রসূন। ইত্থং প্রদেয়ং শয়নং গন্ধ চন্দন ভূষণং। হাব শক্তি কটাক্ষঞ্চ লক্ষণৈশ্চ যথা ক্রমাৎ। পীনোত্তুঙ্গকুচোৎ পীড়ৈঃ কামিন্যুপরিতস্তনৈঃ। শয়নে বর্দ্ধয়েৎ বীর্য্যং গায়নে শ্রবণে ততঃ। এবং কৃতেতু জ্বরিনঃ সন্তাপং ক্ষণে মুঞ্চতি। দদ্যাৎ বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধু গুগ্‌গুল বহ্নিভিঃ। কণাচূর্ণ মাক্ষিক্যাভ্যাং কা-

মলা ক্ষয় পাণ্ডুষু। অনুপান বিশেষেণ সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ। অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সুতিকা রোগ নাশনঃ॥ ৩৭৮

ভৈষজ্য তন্ত্র।

পাবদ ১ এক তোলাকে আপাঙ মূল রসে, চই রসে, চিতামূল রসে, মর্দ্দন করিয়া রসকে নিষ্পীড়ন করিয়া, সমভাগ গন্ধক সহ কজ্জলী হইলে, তাহাতে অভ্র, হিঙ্গুল, কালকুট, সোহাগা, গোদন্তী ও হরিতাল প্রত্যেক রসের সম মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিবে, পরে তাল মূলীর রসে তিন দিন ভাবনা দিয়া গোলাকার মুষা যন্ত্র মধ্যে প্রপূরিত করিয়া প্রথমে মৃত্তিকার লেপ দিবে, পরে মৃত্তিকাক্ত আর্দ্র খণ্ড বস্ত্র বেষ্টন করিয়া উত্তম শুষ্ক হইলে লঘু পুট দিবে। পরে খলেতে ঔষধ চূর্ণ করিয়া রসের তুল্য ভাগ লৌহ, বঙ্গ, মনঃশিলা, মুথা, রেণুক, গুগ্ গুল ও নাগেশ্বর এই কএক দ্রব্য চূর্ণ করিয়া দিবে, এবং অমৃত বিষ রসের অর্দ্ধ ভাগ ভাবনা দিবে। ভাব্য দ্রব্য যথা ত্রিকটুর কষায়ে। অমৃত বিষের ক্বাথে, কনক ধুস্তূরার রসে, ত্রিফলা ক্বাথে, বক পুষ্প রসে, সমুদ্র ফেনার ক্বাথে, বিজয়া ক্বাথে ও চিতামুল ক্বাথে এই সকল দ্রব্যের পৃথক ক্বাথে সপ্ত ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে সেই সিদ্ধ প্রতাপ লঙ্কেশ্বর রস, ঔষধ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া ১ রতি মাত্রা। চিতা মূল চূর্ণ, আদার রস যোগ করিয়া তীব্র নবজ্বরে সেবনে মোহ বিভ্রান্ত নাশ হয়, অথবা সজ্ঞাহীন ব্যক্তিকে নস্য দিবেক। কিম্বা ক্ষুরের আঘাত দ্বারা মস্তকে রক্তাক্ত করিয়া আদার রসের সহিত

মস্তকে ঘর্ষন করিবে, মল মূত্র বিরেচনের নিমিত্ত এই ঔষধ তেউড়ি মূল রসে সেবন করাইবে ও রোগীর বাঞ্ছিত দ্রব্য পথ্য দিবে, যথা ক্ষুধিতকে দধি, অন্ন ও চিনি খাইতে দিবে। এইরূপ করিলে সান্নিপাতাদি জ্বরের তাপনাশ পাইয়া নির্ব্বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ হইবে এবং রোগীকে যুথী, মল্লিকা জাতি, মালতী, এবং কামিন্যাদি নানা পুষ্পে ও গন্ধ চন্দনে ভূষিত শয্যা করাইয়া কটাক্ষ শক্তিতে মনোহরণ লক্ষনাক্রান্তা পীনোন্নত পয়ধরা কামিনীর স্তনদ্বয় মর্দ্দন পূর্ব্বক সেই কুচযুগোপরি শয়নে অঙ্গ চিত্ত হইলে বল ও তেজের বৃদ্ধি হয় আর প্রমদা সহ গান করণে বা শ্রবণে ক্ষনমাত্রে সন্তাপ নাশ হয়। এই ঔষধ সর্ব্ব প্রকার বাতে। সৈন্ধব, গুগ্গুল এবং চিতার কাথে সেবন করাইবে। পিপ্পলী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে কামালা, পাণ্ডু ও ক্ষয়রোগ সারে। অনুপান বিশেষে এই প্রতাপ লঙ্কেশ্বর রস সকল রোগ নাশ করে ও ইহাতে সূতিকাও সারে। ৩৯৮

মহাগহৎ সুচিকা ভরণ রস।

রসং বৈক্রান্তং হেমাভ্রং তীক্ষ্ণং তাম্রং
পৃথক সমং। ষড়িভঃসমং শুদ্ধগন্ধং
নির্গুণ্ডী সরসে তথা॥ চিত্র মূল কষা-
য়েন মর্দ্দয়েৎ দিবস ত্রয়ং। সূর্য্যা বর্ত্তা
মৃতা ভৃঙ্গি তিলপর্ণী চবারুণী॥ কাক
মাচ্ছি মহারাষ্ট্রি কাকলী গিরিকর্ণিকা।

কেমুক বিজয়া শুণ্ঠী কটুতুম্বিজয়াততঃ ॥ এতেষাং মর্দ্দয়েৎ দ্রাবৈঃ ক্রমাদ্দিন চতুর্দ্দশ । মৎস্যং ময়ূরং বারাহং ছাগং মহিষ মেবচ ॥ পিত্তং ক্রমেণ সংগৃহ্য তেন সর্ব্বং বিভাবয়েৎ । অর্ক-মূল কষায়েন ভাবয়েৎ দিন পঞ্চকং ॥ তৎ সর্ব্বং আতপেশুষ্কং চূর্ণং সবৎ সনামকং । দত্তা সর্ব্বাচ পূর্ব্বোক্তং ভাবনাচ দিন ত্রয়ং ॥ জৈপাল বীজ-ক্বাথেণ সংমর্দ্দ্য দিবসত্রয়ং । ভাবি-তং শোধিতং চূর্ণং মধুনাসহ মি-শ্রিতং ॥ সূচিকাভরণং নাম সর্ব্বরোগ বিনাশনং । দার্পয়েৎ সুচিকাগ্রেণ স-র্ব্বেষাং সান্নিপাতিকে ॥ শ্লৈষ্মিকং শূল-মানাহং সিদ্ধি যোগং নসংশয়ঃ ॥ ৩৯৯

ভৈষজ্য তন্ত্র।

পারদ, হীরাভস্ম, সুবর্ণ ভস্ম, অভ্র, লৌহ ও তাম্র এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ গন্ধক ৬ ভাগ প্রত্যেক দ্রব্য শোধ-নান্তর ভাবনা দিবেক নিসিন্ধা রসে এবং চিতামূল ক্বাথে তিন দিবস ভাবনা দিবেক পরে হুড়্হুড়ে পত্র রসে, গুলঞ্চ রসে, ভৃঙ্গরাজ রসে, ঘলঘশা পত্র রসে, রাখালসসা মূল রসে, গুড়-

কামাইরসে, জলপিপলি রসে, কাকলি রসে, অপরাজীতার রসে, কেউ রসে, বিজয়া পত্র রসে, শুণ্ঠীক্কাথে, কটকী ক্কাথে, অলাবু পত্র রসে ও জয়ন্তী পত্র রসে এই সকল রসে ক্রমে চতুর্দ্দশ দিবস মর্দ্দন করিয়া পরে অংশ ক্রমে প্রত্যেক পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া আকন্দ মূল রসে পঞ্চ দিন ভাবনা দিবেক পরে সমস্ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণের সমান অমৃত বিষ দিয়া পুনঃ পূর্ব্বোক্ত ভাব্য দ্রব্যে প্রত্যেক ২ ভাবনা দিবেক পরে জৈপাল বীজ ক্কাথে তিন দিবস ভাবনা দিয়া স্থচিকাগ্র প্রমাণ মাত্রা মধুর সহিত সেবনে সর্ব্ব রোগ নাশ করে বিশেষ সর্ব্ব সান্নিপাতিক এবং শ্লৈষ্মিক শূল ও অনাহ রোগ নাশ হয়। ইহা অতি আশ্চর্য্য ঔষধি মহাদেবের কথিত। ৩৯৯

রাম রাজ সূচিকাভরণ রস।

খণ্ডীকৃতং বিষং কৃষ্ণং অর্কদুগ্ধেন ভাগুকে। কাঞ্জিকৈ লবণৈঃ পশ্চাৎ চুল্লিপাক বিধানতঃ॥ সপ্তাহে ততঃ উদ্ধৃত্য শুষ্কং সংচূর্ণয়েৎ ততঃ। সূচিকাভরণং নাম রসং গুহ্যোত্তমং মতং॥ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যং শাখাদিষু নিয়োজয়েৎ। কাঞ্জিকৈঃ পেষিতং নস্যং সংজ্ঞা করণ মুত্তমং॥ ৪০০

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

অমৃত বিষ ও মরিচ সমভাগে আকন্দ আঠাতে কাঞ্জি ও

সৈন্ধব লবণ সহ ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে সপ্তাহ পরে ঐ সরস যুক্ত ঔষধি উদ্ধারিত করিয়া শুষ্ক করিবে পরে নির্ম্মল চূর্ণ করিয়া লইবেক এই সূচিকাভরণ রামরাজ রস নামক ঔষধি অতি গুহ্যহ্যোত্তম কাঁজিতে পেষণ করিয়া নস্যদানে মূর্চ্ছিত ব্যক্তির সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় । এই ঔষধ ব্রহ্মরন্ধ্রে ও হস্ত পদে প্রয়োগ করিবে । ৪০০

অর্দ্ধনারীশ্বরোরসঃ ।

রসংগন্ধং সমং গ্রাহ্যং কজ্জলীং কারয়েদ্ভিষক্ । যামৈকংমর্দ্দয়েৎ যত্নাৎ পশ্চাৎ খল্লে বিমুক্তয়েৎ । নকুলারি মুখে ক্ষিপ্তা সুত্রেণ বেষ্টয়েদ্বহু । স্থাপয়েৎ মৃন্ময়ে পাত্রে ঊর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ । ভাণ্ডমুর্দ্ধ চতুর্যামঃ পচেত্তএ হুতাশনৈঃ । সান্দ্রংশীতং সমাদায় খল্লে কৃত্বা তুকজ্জলীং । গুঞ্জামাত্র প্রমাণস্তু নস্য কর্ম্মণি যোজয়েৎ । বামভাগে জ্বরংহন্তি তৎক্ষণাৎ লোক কৌতুকং । কুর্য্যাদ্দক্ষিণ ভাগেন আরোগ্যং তৎক্ষণস্যচ । গুহ্যতমস্তু সূর্য্যাদে গোপনীয়ঃ প্রয-

ত্বতঃ। অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম শম্ভুনা ক-
থিতো ভুবি॥ ৪০।

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস ও গন্ধক ১ ভাগ এক প্রহর খলেতে উত্তম রূপে না-ড়িয়া কজ্জলী করিবে। কিন্তু যথা বিধি অষ্টাদশ সংস্কারে শোধিত পরে ষড়গুণে বলিজারিত পারা তদভাবে হিঙ্গুলোত্থ রস ষড়গুণ বলিজারিত করিয়া লইবে, আর আমলাসা গন্ধক যথা বিধি শোধন করিয়া পরে শুভ দিনে কজ্জলী করিবে, সেই কজ্জলী দুই তোলা বেজীর অরি অর্থাৎ কৃষ্ণসর্পের মুখে ঔষধ রাখিয়া সুতা দিয়া মুখ বন্ধ করিবে একটা পুরা হাঁড়ির অর্দ্ধেক সৈন্ধব লবণ স্থাপন করিয়া তাহাতে ঐ ঔষধ সাপের মস্তক সহিত রাখিয়া পুনরায় সৈন্ধব লবণে হাঁড়ি পূর্ণ করিয়া তাহাতে সরা ঢাকা ও দৃঢ় লেপ দিয়া রুদ্ধ করিবে, পরে চুলি যন্ত্রে চারি প্রহর জ্বাল দিবে, অগ্নি হইতে অবতরণ করিয়া শীতল হইলে পুনর্ব্বার কজ্জলী মর্দ্দন করিবে এই মহৌষধি এক রতি মাত্রায় নস্য দিবামাত্র আশ্চর্য্য কৌতুক লোকের দৃশ্য হইবে, বামাঙ্গের জ্বর তৎক্ষণাৎ ত্যাগ হইবে, পুনরায় দক্ষিণ নাসায় নস্য দিলে তৎক্ষণাৎ সকল শরীরের জ্বর নষ্ট হয়। স্বর্য্যের অপ্রকাশ্য ও অতিশয় গোপনীয় সম্ভূ এই অর্দ্ধনারীশ্বর প্রকাশ করিয়াছেন। ৫০।

হিঙ্গুলেশ্বর রস।

তুল্যং সংমর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং

বিষং। দ্বিগুঞ্জা মধুনা দেয়া বাতজ্বর নিবর্ত্তয়ে॥ ৪০২

সারকৌমূদী।

পিপুলচূর্ণ ১, হিঙ্গুল ১ ও বিষ ১ জলে মর্দ্দন করিয়া, ২ দুই রতি মাত্রায়বটী মধু অনুপানে সেবনে বাত জ্বর নাশ হয়। ৪০২

কালাগ্নিরুদ্র রস।

ত্রিক্ষারৈঃ পঞ্চলবণৈ র্দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্রসং। নাগরং বাজিকা হিঙ্গু দত্ত্বা মূষা প্রলেপয়েৎ॥ মূষান্তর্গতসূতঞ্চ রুদ্ধ্বা বস্ত্রেণে বেষ্টয়েৎ। আরণালেন তৎপাচ্য দোলাযন্ত্রে দিনং ততঃ॥ আদায় মর্দ্দয়েৎ খল্লে সূত তুল্যং দ্রবৈঃ পৃথক্। নিগুণ্ডী ভৃঙ্গ ধুস্তূরা শত পুষ্পি মধুরিকা। মণ্ডুকী কাকমাচীচ গিরিকন্যার্দ্রকদ্রবৈঃ। করবি রুগ্নি পাঠানাঠা মেভির্মর্দ্দ্য ক্রমাদ্দ্রসং॥ মরিচং গন্ধতুল্যঞ্চ ক্ষিত্ত্বা পিত্তে বিমর্দ্দয়েৎ। ময়ূর মৎস্য বরাহছাগ মাহিষকৈরপি॥ সমস্তৈঃ পচ্যতে তত্র দিনৈকং ভাবয়েৎ যথা। সং শুদ্ধং গরলঞ্চৈব সতপাদং বিনিক্ষিপেৎ॥

রসকালাগ্নি রুদ্রোয়ং ত্রিগুঞ্জং ভক্ষয়েদনু।
শর্করা মধুতোয়ঞ্চ দধ্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
সর্ব্ব রূপং সান্নিপাতং ক্ষণে নৈব বিনা-
শয়েৎ॥ ৪০৩

যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা এবং পঞ্চ লবণ পারদের সমানাংশ লইয়া সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে মাড়িয়া শুঁঠ, অশ্বগন্ধা ও হিঙ্গ তাহাতে মিশ্র করিয়া মূষা যন্ত্রে পুরিয়া তাহাতে কর্দ্দমাক্ত বস্ত্রখণ্ড বেষ্টন করিয়া মূষার মুখ রুদ্ধ করিয়া দোলাযন্ত্রে কাঁজিতে একদিবস পাকান্তে উতারণ করিয়া পাষাণের খলে সূত তুল্য দ্রব্যদিতে ভাবনা দিবে। যথা নিসিন্ধা, ভৃঙ্গরাজ, ধুস্তুরা, শুলফা, মৌরী, থুলকুড়ি, গুড়কামাই, অপরাজিতা, আদ্রক, করবী, কুড় ও আকনাদি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক রসে মাড়িয়া পরে মরিচ গন্ধক পারদের সম অংশ মিশ্রিত করিয়া ক্রমে পঞ্চ পত্তের ভাবনা দিয়া সুদ্ধ সর্পবিষ পারদের শিকি অংশ মিশ্রিত করিয়া এই কালাগ্নি রুদ্র রস ঔষধ ২ রতি প্রমাণ সেবনে বিবিধ প্রকার সান্নিপাত ক্ষণমাত্রে আরোগ্য হয় অনুপান মধু চিনি সংযুক্ত জল দধি ও অন্নাদি খাইতে দিবে। ৪০৩

মৃত্যুঞ্জয় রস।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং লৌহাভ্রঞ্চ মনঃ
শিলাঃ। তালকং হিঙ্গুলঞ্চৈব তাম্রং-
কাংশং তথৈবচ॥ অমৃতং বহ্নিমূলঞ্চ

দ্রষ্টনং হেম মাক্ষিকং। হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষা প্রত্যেকৈশ্চ সমাংশকং॥ ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ খল্লে দ্রবৈশ্চাদ্র্ক সম্ভবৈঃ। নির্গুণ্ডী বিজয়া দ্রাবৈস্ত্রি দিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ॥ কাচকুম্ভে চ সংস্থাপ্য বালুযন্ত্রেণ পাচয়েৎ। উদ্ধৃতং মর্দ্দয়েৎ পশ্চাৎ দিনৈকং চাদ্র্কে রসে॥ ত্রিগুঞ্জা পরিমাণেন সান্নিপাত জ্বরং জয়েৎ। মৃত্যুসঞ্জীবনির্নামরসোহয়ং শঙ্করঃ স্বয়ং॥ ৪০৪

রত্নাকরী।

রস ১, গন্ধক ২, অভ্র ২, লৌহ ২, তাম্র ২, অমৃত ২, কাংশ্য হিঙ্গুল ২, স্বর্ণ মাক্ষিক ২, চিতামূল ২, আতইচ ২, ও ত্রিকটু ২ এই সকল দ্রব্য আদ্র্ক রসে, নিসিন্ধা রসে, বিজয়া ক্বাথে, প্রত্যেক, তিন দিবস মর্দ্দন করিয়া, কাচের বোতলে পূরিত করিয়া, বালুকা যন্ত্রে পাক করিবেক, চারি প্রহরান্তে পাকসিদ্ধ হইলে আদ্র্ক রসে মাড়িয়া বটী ৩ রতি পরিমাণ এই মৃত্যুঞ্জয় রস ঔষধি সেবনে মৃত্যু হইতে মুক্ত হয়। ৪০৪

শ্রীকালানলরস।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ টঙ্গনঞ্চ মনঃশিলা।

হিঙ্গুলং গরলং দারুবিষং তাম্রঞ্চ তৎ-
সমং ॥ বিড়াল পদ মাত্রন্তু সর্ব্বং শুদ্ধং
বিচূর্ণয়েৎ। ভাবনাচয় দাতব্যং লাঙ্গলী
মূলকং তথা ॥ ঘোষামূলং তথাদেয়ং
মূলং লোহিত চিত্রকং। অপুষ্পাবন্ধী-
ভূধাত্রী মূলাং ভ্রমর রুদ্রকং ॥ ছাগ বরা-
হ ময়ূর মহিষ মৎস্যমে বচ। এতে-
ষাঞ্চ দদেৎ পিত্তং আর্দ্রকস্য রসে নচ ॥
প্রত্যেকং মর্দ্দিতং শুষ্কং কনামাত্রা প্রমা-
নতঃ। একাবটী পয়ঃপেঠী জলৈরে-
বানুপানতঃ ॥ দাপয়েৎ কুশলোবৈদ্যো
ঘোরৈবৈ সান্নিপাতিকে। পয়ঃপেটী
শতং দদ্যাৎ স্নানঞ্চতৈল লেপনং ॥
ভোজয়েদ্দধি ভুক্তঞ্চ কাঞ্জিকাদি প্রদা-
পয়েত্। মধুবং বর্জ্জয়েন্নিত্যং শর্ক-
রাঞ্চ প্রয়োজমেৎ ॥ ক্ষণং ধারয়তে-
লোকং সান্নিপাতং নিবারয়েৎ। ত্রিদো-
ষঞ্চ মহাব্যাধিং ক্ষণে হরতি দুস্তরং ॥ রসঃ
কালানলো নাম্না নরানাং হিতকারকঃ ॥ ৪০৫

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস, গন্ধক, অভ্র, সোহাগা; মনঃশিলা, হিঙ্গুল; সর্প-বিষ, দারুমুচ বিষ ও অমৃত বিষ এই সকল দ্রব্য সমভাগ প্রত্যেক দুই তোলা মাত্রা শোধন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ভাবনা দিবে বিষলাঙ্গলি মূল রসে, ঘোষা মূল রসে, রক্তচিতা শিকড়ের রসে, অপুষ্প বন্ধ্যা ভূইআমলা মূলে রসে, ভ্রমরমালী বৃক্ষের শিকড়ের রসে, আর ছাগ, বরাহ, ময়ূর, মহিষ ও মৎস্য এই পঞ্চ প্রকার প্রাণীর পিত্তে ভাবনা দিয়া পরে আর্দ্রক রসে মাড়িয়া শুষ্ক করিয়া কাদামাত্রা বটীকা নারিকেল জলানুপানে সেবন করাইলে মহা ঘোর সন্নিপাত আরোগ্য হয় এই ঔষধ সেবন করিয়া তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নান করাইবে ও যথেষ্ট পরিমাণে নারিকেল জল পান করিতে দিবে। শর্করা ভিন্ন অন্য কোন মিষ্ট দ্রব্য খাইতে দিবে না। কালানল রস সেবনে ক্ষণমাত্রেই সন্নিপাত ত্রিদোষ মহাব্যাধি আরোগ্য হয়। ৪০৫

ব্রহ্ম অস্ত্র বটিকা।

মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতং গন্ধং ততশ্চ পল সম্মিতং। মৃতাভ্রং সুতমেকৈকং ক্ষিপ্ত্বা তদব তারয়েৎ॥ ব্যোষং হিঙ্গু দীপ্যক কথঞ্চবহ্নি জীরা বিষং পলং। দেয়ং পঞ্চ গুণং তাম্রং তথা ভাব্যং দিনং পৃথক্॥ পালিতা মন্দার মেরণ্ডো মৃতাকন্যা পুনর্ণবা। অর্ক ভৃঙ্গাদ্রকৈ সর্ব্বৈ ভাব্যং

মাতপ শোষিতং ॥ জাতিফলঞ্চ কর্পূরং কক্কোলং মধুমিশ্রিতং সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য-মাষ মাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ। সর্ব্ব জ্বপং সান্নি-পাতং হরত্যেব নসংশয়ং ॥ ৪০৬

গুঢ়বোধ।

মৃদু অগ্নিতে ১ পল গন্ধক দ্রব করিয়া তাহাতে অভ্র ১পল ও রস ১ পল দিয়া সেই গন্ধক অবতার্য্য করিয়া কজ্জলী কর-নান্তর ত্রিকটু, হিঙ্গু, যবানী চিতা, জীরা ও অমৃত বিষ প্র-ত্যেক এক এক পল এবং তাম্র ভস্ম ৫ পল দিয়া ইহাতে ভাব-না দিবেক, যথা এরণ্ড রসে, পালিধা পত্ররসে, সজিনা ছাল রসে, গুলঞ্চ রসে, ঘৃতকুমারী রসে, শ্বেতপুনর্নবা রসে ও আকন্দ মূল রসে প্রত্যেকে সাতবার ভাবনা দিয়া পরে শুষ্ক করিয়া উহাতে কর্পূর, কাকলা ও মধু মিলাইয়া মর্দ্দন করিবেক, উহা মাষ কলাই প্রমাণ ভক্ষণ করিলে সন্নিপাত নাশ পায় ॥ ৪০৬

শম্ভুনাথ রস।

তালকং টঙ্গণং রক্তং ফটকারী চ মনঃশিলা। গোদন্তং বংস্যলাভঞ্চ সর্ব্বতুল্যঞ্চ ভাগিকং। সর্ব্ব তুল্যং রসং গন্ধং তৎসমং ফণিফেণকং ॥

শক্রাশন রসৈ র্ভাব্যং নির্গুণ্ড্যাশ্চ রসেনচ। কনকস্যপত্ররসৈ নিম্বপত্র রসৈঃ পুনঃ॥ পৃথগেষাং রসৈঃ সপ্ত ভাবয়েৎ কুশলোভিষক্। বটীং রক্তি দ্বয়ং কুর্য্যাৎ শৃঙ্গবেরৈবানুপানতঃ॥ সর্ব্ব রূপং সান্নিপাত মতিসারঞ্চ নাশয়েৎ। গ্রহণী মামদোষঞ্চ জ্বরং সর্ব্বং বিনাশয়েৎ॥ উদ্বেগে মস্তকে তৈলং পথ্যঞ্চ দধি ভক্তকং। শীতোপচারং কর্ত্তব্যং ক্রমেণ গুণ বর্দ্ধতে। শম্ভুনাথ ইতি খ্যাতো মহাদেবেন ভাষিতঃ॥ ৪০৭

ভৈষজ্যতন্ত্র।

হরিতাল, সোহাগা, হিঙ্গুল১, ফটকারী১, মনঃশিল১, গোদন্ত। ১ ও বৎসনাভবিষ ১, এই সকল দ্রব্য সমভাগ যত পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকে তত আফিঙ্গ তৎ সমান এই সকল শোধন পূর্ব্বক ভাবনা দিবে প্রথমে বিজয়া ক্কাথে, নিশিন্দা রসে, কনক ধুস্তূরা রসে ও নিম্ব পত্র রসে প্রত্যেক রসে ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া ২ দুই রক্তি প্রমাণ বটিকা আদ্রর্ক রসানুপানে সেবন করিলে সকল প্রকার সান্নিপাত, অতিসার, গ্রহণী, আমদোষ ও বিবিধ প্রকার জ্বর ভাল হয়। এই ঔষধ

খাওয়াইয়া উদ্বেগ হইলে মস্তকে তৈল দিবে, পথ্য দধি ও অন্ন এবং শীতল ক্রিয়া করিলে ক্রমে গুণ বৃদ্ধি হইবে। ৪০৭

রসেন্দ্র বটিকা।

ত্রৈলোক্য বিজয়া বীজং বীজ মুন্মত্তক-
স্যচ। কনকাখ্যস্য বীজানি হিজ্জলস্য
তথৈবচ॥ বীজঞ্চ বৃদ্ধ দারঞ্চ সমগন্ধক
পারদং। বারিনা বটিকা কার্য্যা কণা
মাত্রা প্রমাণতঃ॥ শীততোয়ানুপানেন
প্রাতঃ খাদেচ্চ তক্রভুক্। নাশয়েৎ
সর্ব্বরোগঞ্চ সান্নিপাতং সুদারুণং॥ আ-
মবাতং শিরোবাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহং।
গ্রহণী শলীপদং শোথং সর্ব্বরোগং
বিনাশয়েৎ॥ ৪০৮

রসরত্নাকর।

বিজয়া বীজ, ধুস্তূর বীজ, কনক ধুস্তূর বীজ, হিজ্জল বীজ, বৃদ্ধ দারক বীজ, গন্ধক ও পারদ এই কয় দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ জলে মর্দ্দন করিয়া বটী কণা প্রমাণ শীতল জলানুপানে সেবনান্তে ঘোল সেবন করিতে দিবেক, এই ঔষধিতে মহৎ মহৎ রোগ, বিশেষ দারুণ সান্নিপাত, আমবাত শিরোবাত ও শীরাবদ্ধ গলগ্রহ, গ্রহণী ও শ্লীপদ শোথ প্রভৃতি রোগ নাশ করে। ৪০৮

বিরদবান রস।

রসং গন্ধং শান মানং সুবর্ণঞ্চ তথৈবচ। মাক্ষিকঞ্চ রসাঙ্গঞ্চ সর্ব্বং শুদ্ধং বিমর্দ্দয়েৎ। ততঃ পর্পটিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রেচ বুদ্ধিমান্। কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ নিগুণ্ডী রস ভাবিতং। শুষ্কা মাতপ সংযোগাৎ গুটিকাং কারয়েত্ততঃ। প্রমাণং সর্ষপাকারং বালানাঞ্চ প্রযোজয়েৎ। হন্তি ত্রিদোষ সম্ভূতং জ্বরঞ্চৈব সুদারুণং। চিরজ্বরঞ্চ কাশঞ্চ শূলংসর্ব্বং গদং তথা। শিরশূল বিনাশায় রসোঽয়ং শিব নির্ম্মিতঃ॥ ৪০৭

ভৈষজ্য তন্ত্র।

পারা, গন্ধক ও সুবর্ণ প্রত্যেক ৪ চারি মাষা ও স্বর্ণমাক্ষিক ২ দুই মাষা সর্ব্ব দ্রব্য শোধন করতঃ মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে পর্পটী করিবে। তৎপরে কেশুর, ভৃঙ্গরাজ ও নিশিন্দার রসে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ১ রতি বটিকা কিন্তু বালকের প্রতি সর্ষপাকৃতি মাত্রা মহাদেব কহেন। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষ জ্বর সুদারুণ নবজ্বর কাস শূল ও শিরশূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। ১০৭

বিশ্বমূর্ত্তি রস ।

পাচয়েন্নার নালেন সমুদ্ধৃত্য বিচূর্ণয়েৎ ! স্বর্ণ নাগার্ক চূর্ণানাং গুঞ্জাপঞ্চ পৃথক পৃথক ॥ সূতঞ্চ দ্বিগুনং দেয়ং জম্বীরাম্লেন ভাবয়েৎ । ততো জম্বীর মধ্যেতু দোলা যন্ত্রে দিনদ্বয়ং । উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা রস তুল্যঞ্চ তালকং । লৌহসংপুটকে রুদ্ধং সৈন্ধবে র্ভাণ্ড পূরণং ॥ তন্মধ্যে স্থাপয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ক্রমং মৃদ্বগ্নিনা প-চেৎ । আদায় চূর্ণয়েৎ শুষ্কং দেয়ং গুঞ্জা চতুষ্টয়ং ॥ আদ্র কস্য রসশ্চানু শীঘ্রং পথ্যং প্রদাপয়েৎ । বিশ্বমূর্ত্তিরসোনাম সন্নিপাত কুলান্তকৃৎ । অর্কমূল ত্বচক্কাথং মরিচৈ র্মর্দ্দিতং পিবেৎ । দশমূল কষাঃ য়ম্বা অনুপানং প্রদাপয়েৎ ॥ ৪১০

দর্পা ।

স্বর্ণ, সীসক ও তাম্র প্রত্যেক পঞ্চ রতি প্রমান কাঞ্জিতে পাক করিয়া পরে পারদ ১০ রতি দিয়া গোঁড়ানেবু রসে মাড়িয়া ঐ নেবুর মধ্যেতে দিয়া বন্ধ করিয়া দোলা যন্ত্রে দুই দিবস পাক করিয়া ঐ ঔষধিতে হরিতাল দশ রতি ও দশ রতি গন্ধক ঔষ-

ধির উর্দ্ধ অধ যোজনা করিয়া লৌহ যন্ত্রে রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া সৈন্ধব পূরিত ভাণ্ড মধ্যে স্থাপনান্তে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবেক পরে অবতারণ করিয়া এই বিশ্বমূর্ত্তি রস নামক ঔষধি চারি গুঞ্জা প্রমাণ আর্দ্রক রস অথবা আকন্দ মূলের ছালের রস ও মরিচ চূর্ণ অথবা দশমূলীর কাথে সেবনে সান্নিপাত রোগ নাশ করে এই ঔষধি সেবনান্তে রোগিকে শীঘ্র পথ্য প্রদান করিবেক। ৪১০

সূচিকাভরণ রস।

রসং গন্ধং লৌহমভ্রংতাম্রকং রজতং তথা। তালকং মাক্ষিকংব্যোম বিষং টঙ্গণ চিত্রকং॥ সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পাঠা নিগুণ্ডী বিল্বজৈঃ। দিনৈকৈকং তথা ভাব্যং ভূধরে পূটকে পচেৎ॥ দশমূল কষায়েন মাষৈকং সান্নিপাতজিৎ। অঞ্জনেন তথা নস্যৈঃ সূচিকাভরণোরসঃ। অভিন্যাসং জ্বরং হন্তি ভিষক্ যুক্ত্যা প্রযোজয়েৎ॥ ৪১১

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, তাম্র, রৌপ্য, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক অভ্র, অমৃত, সোহাগা ও চিতা এই সকল দ্রব্য সম অংশ লইয়া আকনাদি, নিশিন্দা ও বিল্ব এই কয় রসে খলেতে এক এক দিবস মাড়িবেক এবং ভাবনা দিবেক পরে

পুটপাক্ করিবেক সেই সিদ্ধ ঔষধি মাষ প্রমাণ মাত্র। দশমূল পাচনের ক্বাথে সেবনে সান্নিপাত রোগ নাশ করে এবং এই সূচিকাভরণ রস ঔষধি দ্বারা অঞ্জন ও নস্য দিবেক ইহাতে অভিন্যাস জ্বর নষ্ট হয় বৈদ্য যুক্তি পূর্ব্বক যোজনা করিবেক। ৪১১

মকরেধ্বজ বিধানং।

স্বর্ণদলং পলঞ্চৈব রসেন্দ্রশ্চ পলাষ্টকঃ। রসস্য দ্বিগুনং গন্ধং তেনৈব কজ্জলী কৃতে॥ কুমারীকা রসৈর্ভাব্যং কাঁচ পাত্রে নিধাপয়েৎ। বালু যন্ত্রে চ সংস্থাপ্য ক্রমাদ্দিন ত্রয়ং পচেৎ। সাঙ্গ শীতং সমাদায় পূষ্পারুণরজঃ সমং। যবমাত্রং প্রদাতব্যং অহিবল্লী দলেনচ। এতদভ্যাস তশ্চৈব জরা মরণ নাশনং। অনুপান বিশেষেণ করোতি বিবিধান্ গুণান্। গলিতং পলিতং কুষ্ঠং সান্নিপাত বিনাশনং। বলং পুষ্টিকরং ধন্যং কামদেব সমংবপুঃ। ভবতি চাক্ষয়ং বীর্য্যং শতস্ত্রী রমণে ক্ষমং। নতস্য লিঙ্গ শৈথিল্যং মকরধ্বজ সন্নিভং। নচত পরন্তরং শ্রেষ্ঠং বাঞ্ছিতঞ্চ

সূরৈরপি। রুদ্ররূপধরং সাক্ষাৎ জগৎ কল্যাণহেতবে॥ ৪১২

সংশুদ্ধ সুবর্ণের সূক্ষ্ম পাত ৮ তোলা, সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত রস ৬৪ তোলা ও আমলাসা নামক শুদ্ধ গন্ধক ১২৮ তোলা এই তিন দ্রব্য খলেতে বিলক্ষণরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দনান্তর কাঁচের বোতলে প্রপূরিত করিয়া বালুকা যন্ত্র মধ্যে রাখিয়া ক্রমিক তিন দিবস পাক করিবেক। পাকাবসানে শৈত্য হইলে তন্মধ্য হইতে অরুণ বর্ণ পুষ্পের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালুকা সদৃশ ঔষধি। যব প্রমাণ মাত্রা, পানরসানুপানে সেবনে সর্ব্ব প্রকার ব্যাধি মুক্ত হয় এবং জরা মরণ অন্তর হয় আর অনুপান বিশেষে সেবন করাইলে গলিত কুষ্ঠ নাশ হয়। দেবগণে বাঞ্ছিত করেন সাক্ষাৎ রুদ্র সদৃশ গুণ এই মহৎ ঔষধি জগৎ কল্যান নিনিত্ত হইয়াছে। ৪১২

পূর্ণচন্দ্র রসায়ন।

সুবর্ণঞ্চ তথা ভাগং দ্বিভাগং রজতং তথা। কাংশ্য ভস্ম ত্রিভাগং স্যাৎ চতুর্ভাগঞ্চ তাম্রকং॥ পঞ্চ ভাগং শিলাজতুং ষড় ভাগঞ্চ মাক্ষিকং। অমলং সপ্তভাগং স্যাদষ্টভাগঞ্চ তালকং। হিঙ্গুলং নবমং ভাগং শঙ্খবিষং তথা

দশ। খর্পরৈকাদশ ভাগং বঙ্গভাগঞ্চ দ্বাদশ। ত্রয়োদশ তথা নাগা গন্ধভাগং চতুর্দ্দশ॥ পঞ্চদশ রসং শুদ্ধং সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতং। এবং ভাগ বিধানেন সর্ব্ব মেকত্রকারয়েৎ। স্থাপয়েৎ বালুকা যন্ত্রে কাচ কুম্ভেন পূরিতং। শুভদিনেন সদ্বৈদ্যঃ ক্রমাগ্নৌ ত্রিদিনং পচেৎ॥ সাঙ্গ শৈত্যং সমাদায় গুঞ্জামাত্রাং প্রয়োজয়েৎ। অনুপান বিধানেন সর্ব্বরোগ কুলান্তকঃ॥ ত্রিদোষজে মহাঘোরে সান্নিপাত ত্রয়োদশে॥ জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি মৃত্যুসংরূপ লক্ষণে। দাপয়েৎ বটিকাং বৈদ্যোনাত্র কাল বিচারণা॥ ক্ষনেন হরতে রোগান বলি পলিত নাশনং। পূর্ণচন্দ্র রসোনাম পূর্ণ দেহো ভবেন্নরঃ॥ রসায়ান মিদং শ্রেষ্ঠং গোপ্যং পরম দুর্ল্লভং। লোকানাঞ্চ হিতার্থায় চন্দ্র নামেন ভাষিতং। ৪১৩

স্বর্ণ ১, রৌপ্য ২, কাংশ ৩, তাম্র ৪, লৌহ ৫, স্বর্ণ-মাক্ষিক ৬, অভ্র ৭, হরিতাল ৮, হিঙ্গুল ৯, শঙ্খ বিষ ১০ খর্পর ১১, বঙ্গ ১২, সিসা ১৩, গন্ধক ১৪, এবং সপ্ত ক-ঞ্চুক দোষ বর্জ্জিত রস ১৫ এই অঙ্ক ক্রমে ভাগ বিভাগ দ্রব্য সকল লইয়া একত্রে মর্দ্দনান্তর কাঁচের বোতলে পূরিত করিয়া শুভ দিনে সদ্বৈদ্য বালুকা যন্ত্রে ক্রমাগত তিন দিবা রাত্রি পাকাবসানে শীতল হইলে উত্তার। করিবে। ১ রত্তি মাত্রা, অনুপান বিশেষে সেবনে সর্ব্ব রোগ নাশ করে, এবং মহা ঘোর ত্রিদোষ রোগে ও ত্রয়োদশ প্র-কার সান্নিপাতে অথবা অষ্ট প্রকার জ্বর মৃত্যু স্বরূপ লক্ষণ-যুক্ত জ্বরে এই পূর্ণচন্দ্র রস নামক ঔষধি সদ্বৈদ্য কালাকাল বিচার না করিয়া দানে ক্ষণমাত্রেতে উপদ্রব সহিত রো-গকে নাশ করে। ৫১৩

বৃহৎ সর্ব্বজ্বর লৌহ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব তাম্র মভ্রক মাক্ষি-কং। হিরণ্য তার তালঞ্চ কর্ষং কর্ষং পৃ-থক পৃথক॥ মৃতকান্ত পলং দেয়ং সর্ব্ব মেকী কৃতং শুভং। রক্ষমানৌষধে ভাব্যং প্রত্যেকং দিন সপ্তকং॥ করিবল্লী রসে-নৈব দশমূলী ক্বাথেনচ। পর্প্পটস্য কষা-য়েন ত্রিফলায়া স্তথৈবচ॥ কাকমাচী রসেনৈব বটীকাং বর্দ্ধয়েদ্ভিষক। পিপ্পলী

গুড় সংযুক্ত বটীকা বীর্য্য বর্দ্ধিনী॥ জ্বর
মষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা।
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কাম শোকোদ্ভবন্তথা
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব ঋক্ষদোষোদ্ভবন্তথা।
অভিঘাত জ্বরঞ্চৈব মভিচারিক মেবচ॥
প্লীহজ্বরে তথাকাসে চাতুর্থেচ বিপর্জ্জয়ে।
শাল্যান্নং তক্রসহিতং ভোজয়েৎ গুড়
সংযুতং॥ ৪১৪

রস, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, ও হরিতাল এই অষ্ট দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা লৌহ ২৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া হাঁতিশুঁড়া রসে দশমূলী কাথে ক্ষেত্রপর্প্পটী রসে ত্রিফলা কাথে গুড়কামাই রসে এই পঞ্চবিধ রসে প্রত্যেকে ৭ সপ্ত দিবস একুনে ৩৫ দিবস ভাবনা দিয়া ১ রত্তি প্রমাণ বটী পুরাতন গুড় পিপ্পলী চূর্ণ সহ সেবনে অষ্টবিধ জ্বর নাশ পায় ঘোলাগুড়ের সহিত শাল্যন্ন পথ্য দিবে। ৪১৪

বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং সুবর্ণং মাক্ষিকং
তথা। লৌহাভ্রং গিরিকং রক্তং কুষ্ঠঞ্চৈব

রসাঞ্জনং ॥ অষ্টাদশাঙ্গকৈঃ ক্বাথৈ র্দ্দিনং ভাব্যং প্রযত্নতঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং প্রমানেণ সর্ব্ব জ্বর হরং পরং ॥ সন্ততং সতত্যা থ্যঞ্চ বিষমঞ্চ জ্বরং জয়েৎ। ধাতুস্থং বিবিধান্ রোগান্ জ্বর প্লীহান মেবচ। পৃথগ্ দ্বন্দ ত্রিদোষঞ্চ জ্বরং সংকীর্ণ ন্তথা ॥ অভিঘাতাভিচারঞ্চ সর্ব্বজ্বর বিনাশনং। বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহং জীর্ণ জ্বরং ব্যপোহতি ॥ ৪১৫

পারদ, গন্ধক, তাম্র, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, অভ্র, গেরি হিঙ্গুল, কুড় ও রসাঞ্জন এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে সম-ভাগে লইয়া অষ্টাদশাঙ্গ পাচন ক্বাথে মর্দ্দনান্তর এই বৃহৎ জ্বরান্তক লৌহ ঔষধি ২ রত্তি প্রমা। বটী সেবনে সর্ব্ব জ্বর বিনাশ হয়। সন্তত সতত বিষম ধাতুস্থ এবং প্লীহ জ্বর সংসর্গীক জ্বর অভিঘাত অভিচারাদি জীর্ণ জ্বর সকল বিনাশ হয়। ৪১৫

কল্পতরু রস।

হেম তারং তথা লৌহং কাংশ্য তাম্রাভ্র খর্পরং। বঙ্গকং পারদং গন্ধং হিঙ্গুলঞ্চ সটঙ্গনং ॥ তালভস্ম তথা শঙ্খং গোদ-

স্তং ফণিফেণকং। শোধিতং গরলং
কৃষ্ণা তথা যোজ্যং শিলাজতু। সর্ব্ব মে-
কীকৃতং ভাব্যং বার্ত্তাকু ধুস্তূরার্কজৈঃ॥
আশ্বিনে শুক্লপক্ষেচ মহাষ্টমী দিনে তথা।
ত্রিভবনাচদাতব্যা নবমী বিজয়াবধি॥
বিজয়ান্তে বটীং কৃত্বা সর্ষপাকারমানতঃ।
ত্রিসপ্তাহং তথা খাদেৎ দেহ শুদ্ধি-
র্ভবেন্নরঃ। শীতোদকঞ্চ লবণং নিত্যা-
চারং পরিত্যজেৎ॥ কজ্জলী মুষ্ণতোয়েন
কণাচুর্ণানুপানতঃ। শুভদিনে চ ভোক্তব্যং
সর্ব্বব্যাধি র্নিযচ্ছতি॥ জ্বরমষ্ট বিধংহন্তি
সর্ব্ব ধাতু গতং তথা। সন্তুতং সততং
বাপি দ্বাহিত্রাহি চতুর্থকং॥ দ্বৌকালং সম
কালঞ্চ চিরজ্বরবিনাশনং। প্লীহানাং
নাশনং গুল্ম সর্ব্বোদর বিনাশনং। কাস
শ্বাস ক্ষয়ং যক্ষ্ম রক্তপিত্তং হরে দ্দৃঢ়ং।
সর্ব্বশোথহরং শ্রেষ্ঠং বালবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনং।
নির্ম্মিতং ভরদ্বাজেন লোকরক্ষার্থ হেতু না॥৪১৬

দর্পণ।

স্বর্ণ, রূপা, লৌহ, কাঁশা, তাম্র, অভ্র, খাপর, বঙ্গ, রস, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, হরিতালভস্ম, সেকো, গোদন্তা, আফিঙ্গ, সর্পবিষ, পিপুল ও শিলাযতু এবাং প্রতি সকলে সমভাগ বার্ত্তাকু, ধুস্তূর ও আকন্দ এই তিন বৃক্ষ মূল রসে আশ্বিনমাসে শুক্লপক্ষে মহাষ্টমী দিবসে এই ঔষধ আরম্ভ করিয়া অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই তিন দিবসে তিন ভাবনা সমাপ্ত করিয়া বিজয়া দিবসে সর্ষপ প্রমাণ বটী করিয়া রোগীকে শীতল জল ও লবণ ত্যাগ করাইয়া কজ্জলী, পিপ্পলী চূর্ণ ও উষ্ণ জলানুপানে শুভ দিনে তিন সপ্তাহ সেবন করাইবে, ইহাতে রসাদি সর্ব্ব ধাতুগত অষ্টবিধ জ্বর সতত, সন্তত, ঐকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক, দ্বৌকালিন, সমকালিন, চির জ্বর, প্লীহা, যকৃত, গুল্ম, বিবিধ প্রকার উদরী কাস শ্বাস ক্ষয় যক্ষ্মা রক্তপিত্ত ও নানা প্রকার শোথ আরোগ্য হয়, বলবর্ণ ও অগ্নি বর্দ্ধন করে, এই কল্পতরু রস লোক রক্ষার্থ ভারদ্বাজ মুনি প্রস্তুত করিয়াছেন। ৪৯৬

জ্বরকনয় বটিকা ।

রস গন্ধ বিষঞ্চৈব দ্বৌশানো পরিমানতঃ। তালক সংপূটেচৈবতাম্র ভস্ম দ্বিভাগকং ॥ তৎসমং তালকং যোজ্যং সর্ব্বংশুদ্ধং বিচুর্ণয়েৎ নিম্বুরসস্যযোগেন বটীকা রক্তিকাদ্বয়ং ॥ সর্ব্ব রোগং নি-

হন্ত্যাশু জীর্ণজ্বরং নবজ্বরং। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সশোফ পাণ্ডু কামলং ॥ তৎ সর্ব্বং নাশয়েৎ শীঘ্রং বৃক্ষ মিন্দ্রাশনি র্যথা ॥ ৪১৭

রস, গন্ধক ও অমৃত প্রত্যেক ১ তোলা হরিতাল পুটে তাম্রভস্ম ২ এবং শুদ্ধ হরিতাল ২ তোলা এই সকল একত্রে পাতি লেবু রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটী সেবনে জীর্ণজ্বর, অজীর্ণ জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, শোথ, পাণ্ডু ও কামলা এই সকল রোগ নাশ করে যেমন বজ্র আঘাতে বৃক্ষ নাশ করে তদ্রূপ ইহা জ্বরকে নাশ করে।

জ্বর কুলান্তক লৌহ।

কট্‌ফলং জীরকং যুগ্মং পুষ্করং কটু রোহিনী। উশীরং পিপ্পলীমূলং শৃঙ্গী ধন্যা হ্রীবেরকং ॥ তিক্তকং চন্দনং পাঠা যাষ শৌভাঞ্জনং তথা। অভ্রকং ভৃঙ্গ-রাজঞ্চ ত্রিমদং বৃহতীদ্বয়ং ॥ তালীশং মধু যষ্টিশ্চ সৈন্ধবং বাসক স্তথা। যমানীদ্বে বরাটঞ্চ বচা বিশ্বং সমং সমং ॥ চতুর্জ্জা-তঞ্চ চৈতানি সর্ব্বচূর্ণং সমাংশকং। মণ্ড-রং সর্ব্বতুল্যংস্যাৎ মর্দ্দয়েৎ খল্ল গহ্বরে ॥

মধু সর্পি যুতো ভাব্যঃ সর্ব্ব রোগ কূলান্তকঃ। প্লীহানং যকৃতং গুল্মং বিষম জ্বর নাশনঃ॥ জীর্ণ জ্বরঞ্চ বিবিধং কাস শ্বাস প্রনাশকঃ। দাহ তৃষ্ণা রুচি ছর্দ্দি সর্ব্ব শোথ বিনাশনঃ॥ হরতে সর্ব্বরোগাংশ্চ লৌহোজ্বরকুলান্তকঃ॥ ৪১৮

কট্‌ফল, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, কটকী, গন্ধবেণা পিপ্পলী মূল, কাকড়া শৃঙ্গী, ধন্যা, বালা, চিরতা, রক্তচন্দন আকনাদি, দুরালভা, সজিনাবীজ, অভ্র, ভিমরাজ, মুথা, চিতা, বিড়ঙ্গ, ব্যাকুড়, কণ্টীকারী, তালীশ পত্র, যষ্টীমধু, সৈন্ধব বাসক, যমানী, বনযমানী, কড়িভস্ম, বচ, শুণ্ঠী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, এলাইচ ও গুড়ত্বক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক চূর্ণের সমভাগ মণ্ডুর মধুঘৃত সহ মর্দ্দন করিয়া ভাবনা ৭ দিবস দিবে এই ঔষধি সেবনে সর্ব্ব রোগের কুলান্তক হয়। বিশেষ প্লীহা, যকৃৎ, বিষম জ্বর ও নানাবিধ জ্বর এবং কাশ শ্বাস নষ্ট করে। ৪১৮

জ্বর ভৈরব চূর্ণ।

নাগরং ত্রায়মানাচ পিচুমর্দ্দো দুরালভা। পথ্যা মুস্ত বচাদারু ব্রাহ্মী শৃঙ্গী শতা-

বরী ॥ পর্প্পটঃ পিপ্পলীমূলং বাসকঃ পুস্করঃ শঠী। মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রেদ্বে লোধ্রঞ্চাগুরুসোৎপলং ॥ কুটজস্যত্বচং বীজং যষ্টীমধুক চিত্রকং। শৌভাঞ্জন মজাজীচ বিশালা কটুরোহিনী ॥ মুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যমানী শালপর্ণিকা। মরিচঞ্চামৃতং বিল্বং বলা পঙ্কস্য পর্প্পটী ॥ তেজপত্রং ত্বচংধাত্রী পৃশ্নিপর্নী পটোলকং। গন্ধকং পারদং লৌহ মভ্রকঞ্চ মনঃশিলা ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্মচূর্ণা নিকারয়েৎ। চূর্ণার্দ্ধং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং ভূনিম্ব সম্ভবং ॥ মাত্রাঞ্চাস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বাদোষ বলাবলং। চূর্ণংভৈরব সংজ্ঞস্ত জ্বরান্ হন্তি নসংশয়ঃ ॥ পৃথগ্দোষোদ্ভবান সর্ব্বান্ সমস্ত বিষম জ্বরান্। প্রাকৃতং বৈকৃতং চৈবং সম্যক্ তীক্ষ্নমথাপিবা ॥ অন্তবহির্গতঞ্চৈব নিরামং সামমেবচ। জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা ॥ বিরুদ্ধং ভেসজং তত্র জ্বরমস্তে ব্যপোহতি। শ্বযথঞ্চ শিরঃশূল

মগ্নিমান্দ্যং বিনাশয়েৎ ॥ কাস শ্বাসং জ্ব-
রঞ্চৈব শোথপাণ্ডু ক্রমীন্‌গদান। জ্বর-
ভৈরবচূর্ণোয়ং ভৈরবেনপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৪১৭

শুণ্ঠী, গন্ধভাদুলে, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, বামুনহাটী, কাকড়াশৃঙ্গী, শতমূলী, ক্ষেত্রপর্পটী, পিপলী মূল, বাসক মূল, কুড়, শঠী, মূর্ব্বালতা, পিপলী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, লোধ অগোরকাষ্ঠ, শুদি- মূল, কুরচী ছাল, ইন্দ্রযব, জৈষ্ঠমধু, চিতা, সজিনাছাল, জীরা, রাখালসসার মূল, কটকী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যনা- নী, শালীপানি, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলশুঁঠ বেলেড়া, পঙ্কপর্প্পটী, তেজপত্র, গুড়ত্বক, চাকুল্যা, পলতা, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র ও মনছাল এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেক সম- ভাগে যত তচ্চূর্ণার্দ্ধ ভাগ চিরেতা চূর্ণ এই জ্বর ভৈরবচূর্ণ নামৌষধির মাত্রা রোগীর বল বয়ঃ এবং দোষের দুষ্টতা দেখিয়া বিশেষে প্রয়োগ করিবেক এই ঔষধি সেবনে পৃথকাদি বিবিধ প্রকার জ্বর এবং সমস্ত প্রকার বিষম জ্বর প্রা- কৃত বৈকৃত ও তীক্ষ্ণ জ্বর সকল এবং অন্তর্গত জ্বর বহি- র্গত জ্বর বিরাম বা আমজ্বর সাধ্য বা অসাধ্য অষ্টবিধ প্র- কার জ্বর নাশ হয়। ৪১৭

মহেশ্বর চূর্ণ।

সুবর্ণ বঙ্গয়োর্ভস্ম লৌহভস্মাভ্রকং তথা।

লবঙ্গাতি বিষাকুষ্ঠং ধাতকীচ রসাঞ্জনং ॥
পরুষং হরুষংধন্যা তালীশশ্চাম্ল বেতসং ।
ত্রিক্ষারঞ্চ চতুর্জাতং ত্রিকটু র্লবণদ্বয়ং ॥
জাতীকোষে নিশাদ্বৌচ যমানী যশোদা
তথা ॥ বিল্বমিন্দ্রযবং বিশ্ব মশ্বংগন্ধাব্দ
চিত্রকং । অজাজী মুষলীশ্চৈব মৎস্য পিত্তা
ক্ষিমেবচ । সিতামধু সমাযুক্তং সর্ব্বজ্বর
ব্যাপোহনং ॥ একদ্বিত্রিচতুর্থঞ্চ প্রাকৃতং
বৈকৃতং তথা । সন্ততং সততঞ্চৈব গম্ভীরং
দৈর্ঘ্য রাত্রকং ॥ দিনং সন্ধ্যাগতং বাপি
সর্ব্বধাতু গতং তথা । মাস পক্ষ গতঞ্চৈব
তথা সংবৎরস্থিতং ॥ প্লীহানং যকৃতং
গুল্মং পাণ্ডুরোগং ব্যপোহতি । মহেশ্বর
মিদং নাম স্বনামেন প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৪২০

সুবর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, লবঙ্গ, আতইচ, কুড়, ধাতকী, রসাঞ্জন, পরুষফল, হবুষ, ধন্যা, তালিশ পত্র, অম্লবেতস, ত্রিক্ষারচতুর্জাত ত্রিকটু, লবণ দ্বয, জায়ফল, জৈত্র, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, যমানী বনযমানী, বেল শুটা, ইন্দ্রযব, অশ্বগন্ধা, মুথা, চিতা, জীরা, তাল মূলী ও কটুকী এই সমস্ত দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ মধু ও চিনির সহিত মাড়িয়া ১ এক মাসা প্রমাণ ভক্ষণে সর্ব্ব বিবিধ প্রকার জ্বর ঐকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যাহিক,

চতুর্থক, প্রাকৃত, বিকৃত, সন্তত, সতত, গম্ভীর, ধাতুগত, দৈর্ঘ, রাত্রিগত, দিন গত, সন্ধ্যাগত, মাস, পক্ষ ও বৎসর গত, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ সকল আরোগ্য হয় ইহা মহেশ্বর কৃত স্বনামে খ্যাত। ৪২০

শুদ্ধ সূতং তথাগন্ধং স্বর্ণং তাম্রাভ্র মেবচ প্রত্যেকং তোলকমিত মর্দ্ধ তোলক লৌহকং ॥ বৈক্রান্তংসূত পাদঞ্চ চন্দনা গুরু সম্ভবৈঃ। রসৈর্ব্বা বটিকাং কৃত্বা সংমর্দ্যচ দৃঢ়ে খলে ॥ শোভাঞ্জনং তথা বাসা নিগুণ্ডীচ বচাতথা ॥ গুড়ূচী চিত্রকং ভৃঙ্গোবৃহতী মুণ্ডিকা তথা। জয়ন্তিকা ব্রাহ্মীচ কুমারী রক্ত চিত্রকং। এতেষাং স্বরসৈ র্ভাব্যং প্রত্যেকঞ্চ ত্রিবারকং। ততোলঘুপুটে দত্ত্বা স্বাঙ্গ শীতং সমুদ্ধরেৎ ॥ তচ্চূর্ণং কণিকা মাত্রং মাষমাত্র মথা পিবা নবজ্বরে প্রদাতব্যঞ্চ ঘটিকাদ্বয় মধ্যতঃ ॥ জ্বর মুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যো নাত্র কার্য্যাবিচারণা। জীর্ণ জ্বরীচভুক্ত্বাতু মুচ্যতে হৃষ্টমানসঃ ॥ ৪২১

শুদ্ধ রস, গন্ধক, স্বর্ণ, তাম্র ও অভ্র এই কএক দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা বৈক্রান্ত মণি ভস্ম।০ এই সপ্তম দ্রব্য অগুরু চন্দন রসে মাড়িয়া রস পর্প্পটী বৎ পাক করিয়া চূর্ণ করিবে, পরে সন্দিনা, বাসক, নিসিন্ধা, বচ, গুলঞ্চ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টকারী, মুণ্ডী, জয়ন্তী, বামনহাটী, রক্ত চিতা মূল ও ঘৃতকুমারী এই সকল দ্রব্যেতে প্রত্যেকে তিন তিন ভাবনা দিয়া লঘু পুট দিবেক, পরে শীতল হইলে সেই চূর্ণ কনা বা মাষ প্রমাণ মাত্রা নবজ্বরে সেবন করাইলে ২ ঘটীকার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয় জীর্ণ জ্বর অহোরাত্র মধ্যে বিনাশ হয়। ৪২১

জয়মঙ্গল রস।

সমভাগং রসং গন্ধং কজ্জলীং কারয়ে
দ্দৃঢ়ং। তেন পর্প্পটিকাংকুর্য্যাৎ মৃদুপাকেন
সাধয়েৎ॥ রসার্দ্ধঞ্চ তথা যোজ্যং হেম
তারং পৃথক পৃথক। তপনং গগণং কৃষ্ণা
ত্রিফলাভিঃ সমন্বিতং॥ লৌহচূর্ণং প্রদা-
তব্যং রসস্যচ চতুর্গুণং। সর্ব্বঞ্চ ভাবয়ে
দ্বৈদ্যঃ প্রত্যেকৈকং দিনং তথা। জয়ন্তী
বিজয়া চিত্রং তুলসী ভেক পর্ণিকা।
কেশরাজ রসেনৈব নির্গুণ্ডী স্বরসৈ স্তথা॥

**মুদ্গা মানাবটী কার্য্যা বিষম জ্বর নাশি-
নী। জ্বর মষ্টবিধং হন্তি প্রাকৃতং বৈকৃতং
তথা॥ জীর্ণ জ্বরঞ্চধাতুস্থং সপ্ত সততং
পাণ্ডু কামলং। সন্ততাখ্যংজ্বরং শোথং
হরেচ্চৈব প্রবাহিকাং॥ শুবাং কাস শ্বাস
মরোচকঞ্চ গ্রহণীং চির। সজ্বয়মঙ্গল রস-
নামা মহাদেবেন ভাষিতঃ॥ ৪২২**

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস, গন্ধক, সমভাগে কজ্জলী এবং পর্পটী করিয়া লইবে। রসের অর্দ্ধ ভাগ স্বুবর্ণ ও রৌপ্য রসের সম ভাগ তাম্র, অভ্র, পিপ্পলী ও ত্রিফলা এবং রসের চারি গুণ লৌহ লইবে, এই সকল দ্রব্য একত্র জয়ন্তী, বিজয়া, চিতা, তুলসী, থানকুড়ী, কেশুত্তে, নিসিন্দা ও আর্দ্রক এই সকলের রসে প্রত্যেক প্রত্যেক ভাবনান্তর এই জয়মঙ্গল রস ঔষধি মুগ প্রমাণ বটী সেবনে বিষম জ্বর, অষ্টবিধ প্রাকৃত, বৈকৃত, জীর্ণ, ধাতুস্থ, সতত ও সন্তত প্রভৃতি জ্বর এবং পাণ্ডু, কামলা, শোথ, গ্রহণী, প্রবাহিকা কাশ, শ্বাস ও অরুচি এই সকল রোগ আরোগ্য হয়। ইহা মহাদেবের কথিত॥ ৪২২

রত্নগিরি রস।

**শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং মৃতস্বর্ণাভ্র তাম্র-
কং। প্রত্যেকং তোলকমিতং সূতার্দ্ধংমৃত**

লৌহকং ॥ লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েৎ ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ । পর্প্পটী রসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক । শিগ্রু বাসক নির্গুণ্ডী বচামৃতাগ্নি ভৃঙ্গজৈঃ ॥ ক্ষুদ্রা মুণ্ডী জয়ন্তীচব্রাহ্মণীরক্ত চিত্রকৈঃ । কন্যা দ্রবৈশ্চ ভাবিতঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিধা ত্রিধা রুদ্ধা লঘু পুটে পাচ্যং সাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ । কনা বা মাষ মাত্রোবাযুক্তশ্চাপি নবজ্বরে । কুর্য্যাৎ জ্বর বিনির্মুক্তং রোগিণং ঘটিকাদ্বয়াৎ ॥ জীর্ণজ্বর হরং শ্রেষ্ঠং দিনৈকেন প্রশাম্যতি । অয়ং রত্নগিরির্নাম রসোয়ং যোগবাহকঃ ॥ ৪২৩

শোধিত পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ, তাম্র ও অভ্র এই কয়েক দ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা, লৌহ অর্দ্ধ তোলা ও বৈক্রান্তমণি ভস্ম সিকি তোলা এই কয়েক দ্রব্য অগুরু চন্দনে নাড়িয়া রস পর্প্পটীবৎ পাক করিয়া চূর্ণ করিবে পরে সজিনা, বাসক, নিসিন্দা, বচ, গুলঞ্চ, চিতা, ভৃঙ্গরাজ, কণ্টিকারী, মুণ্ডী, জয়ন্তী, বামনহাটী, রক্তচিতার মূল ও ঘৃতকুমারী এই সকল দ্রব্যেতে প্রত্যেকে তিন তিন ভাবনা দিয়া লঘুপুটে পাক করিয়া পরে শীতল হইলে সেই চূর্ণ কনা মাত্র মাষ প্রমাণ মাত্রা

নবজ্বরে সেবন করাইলে দুই ঘটিকার মধ্যে জ্বর ত্যাগ হয়, ২৪ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয়। এই ঔষধকে রত্নগিরি রস কহে।। ৪২৩

বিষম জ্বরান্ত লৌহ।

হিঙ্গুল সম্ভবং সূতং গন্ধকেনচ সুকজ্জলী।
পর্প্পটী রসবৎ পাচ্যা সূতাভ্রি হেম ভস্মকং॥
লৌহং তাম্র মভ্রকঞ্চ রসস্য দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালশ্চ রসার্দ্ধকঃ।
মৃদ্রাশঙ্খ শুক্তি ভস্ম প্রদেয়ং রস পাদি-
কং॥ মুক্তাগৃহেচ সংস্থাপ্যং পুটকেনচ
সাধয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জা
ফল মানতঃ। অনুপানং প্রযোক্তব্যং কণা
হিঙ্গু সসৈন্ধবং॥ জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি
বাত পিত্ত কফোদ্ভবং॥ সন্তত সততা-
খ্যাত বিষন জ্বর নাশনং। কামলা পাণ্ডু
রোগঞ্চ শোথ মেহ মরোচকং॥ প্লীহা-
নং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্য মথাপিবা।
গ্রহণী মামদোষঞ্চ কাশ শ্বাস বিনাশনং॥
মূত্রকৃচ্ছ্রাতি সারঞ্চ নাশয়েদবি কল্পিতং॥

অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণ প্রসাদনং।
বিষম জ্বরান্তক নামা ধন্বন্তরি প্রকা-
শিতঃ ॥ ৪২৪

হিঙ্গুল হইতে নিঃসৃত পারদ ও শুদ্ধ গন্ধক এই উভয়কে লইয়া খলেতে বিলক্ষণ মর্দ্দন করিলে কজ্জলী প্রস্তুত হয় ঐ কজ্জলীতে পারদের সিকি অংশ স্বর্ণ ভস্ম দিবে এবং লৌহ, তাম্র ও অভ্র ইহাদিগের ভস্ম পারদের দ্বিগুণ দিবে, বঙ্গভস্ম, গেরিমাটী ও প্রবাল ভস্ম পারদের অর্দ্ধ ভাগ দিবে রূপা ভস্ম, শঙ্খ ভস্ম ও শুক্তি ভস্ম পারদের শিকি অংশ দিবে সমুদায় দ্রব্য মিলিত করিয়া পরে ঝিনুকের মধ্যেতে রাখিয়া বিলক্ষণ সম্পুট করিবেক পরে মৃদু বহ্নিতে পাক করিলে ঔষধি প্রস্তুত হইবে উহা শীতল হইলে সম্পুট খুলিয়া ঔষধি বাহির করিয়া প্রাতঃকালে ২ রতি প্রমাণ পিপ্পল, হিঙ্গু ও সৈন্ধব সহিত খাইলে অষ্ট প্রকার জ্বর, বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, সন্তত, সতত ও বিষম জ্বর নাশ হয় কামলা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্ম রোগ নাশ হয়, গ্রহণী, আমদোষ ও কাশ শ্বাস বিনাশ পায়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অতিসার বিনাশ হয়, অগ্নিকে প্রজ্বলিত করে বল ও উত্তম বর্ণ করে। এই বিষম জ্বরান্তক নাম ঔষধি ধন্বন্তরি প্রকাশ করিয়াছেন। ৪২৪

অষ্টমূর্ত্তি রস ।

দৈত্যেন্দ্রং গগনং তীক্ষ্ণং ভাস্করঞ্চ মহেশ্বরং । কৌশিকং কাংস্য ভস্মবৈকানকং বীজমেবচ । প্রত্যেকং তোলকং চৈষাং মর্দ্দয়েৎ শোধনান্তরং । কৈরাতং ভূতকণ্ঠঞ্চ অজাজী চোপকুঞ্চিকা । টঙ্গণঞ্চাজ গন্ধাচ ত্রিকত্রয়সমন্বিতং । প্রত্যেকমেব চূর্ণানি সপ্তমাষানি দাপয়েৎ ॥ মণ্ডূরং সর্ব্ব তুল্যংস্যাৎ মর্দ্দয়েৎ যাম মাত্রকং । মধু সর্পিঃ সিতাযুক্তা বটিকা মাষ মাত্রকং ॥ কেশরাজ রসশ্চানু জ্বর মষ্ট নিবারণং । সন্তত সততাখ্যঞ্চ জীর্ণ বিষম সঙ্গকং ॥ কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্ব শোথ নিবারণং । কাশ শ্বাসং রক্তপিত্তং রাজযক্ষকোরুক্ষতং ॥ প্লীহমষ্ট যকৃৎ গুল্মং বদ্ধকোষ্ঠ বিনাশনং । সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনং ॥ অষ্টমূর্ত্তি রসো নাম শঙ্করেণ সুভাষিতঃ ॥ ৪২৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি ।

গন্ধক, অভ্র, লৌহ,তাম্র, পারদ, গুগ্গুল, কাংসভস্ম ও কনক ধুতূরার বীজ এই অষ্টদ্রব্য প্রত্যেকে এক তোলা।চিরেতা যমানী,, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাগা, বনযমানী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ ও ত্রিজাতক এই কএক দ্রব্য প্রত্যেকে ৭ মাষা সকল চূর্ণের সমভাগ মণ্ডুর খলেতে চারিদণ্ড পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া মধু, ঘৃত ও চিনি মিশ্র অন্তে এক মাষা পরিমাণ মাত্রা। এই অষ্ট মূর্ত্তি রস সেবনে অষ্টবিধ জ্বর, সন্তত, সতত, জীর্ণ, বিষমজ্বর ও কামলা, পাণ্ডু, শোথ, কাশ, শ্বাস, রক্ত পিত্ত, রাজযক্ষ্মা, উরুক্ষত, অষ্ট প্রকার প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও কোষ্টবদ্ধ ইত্যাদি রোগ সকল নাশ হয়। ৪২৫

জলযোগ রস।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং গন্ধপাদং মনঃশিলা। মাক্ষিকং পিপ্পলী ব্যোষং প্রত্যেকঞ্চ সমংসমং॥ ভাবয়েৎ পঞ্চ পিত্তেন সপ্তধাচ বিধানতঃ। দ্বিগুঞ্জা বটিকা দেয়া তান্ত্রিক সান্নিপাতিকে। তিল পর্ণীরসশ্চানু পঞ্চ কোল মথাপিবা। জলযোগ রসো নাম হন্তি দোষ ত্রয়োদ্ভবং॥ জলযোগেন কর্ত্তব্যং তেন বীর্য্যাধিকো ভবেৎ। ৪২৬

শুদ্ধ পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপ্পলী,

ও ত্রিকটু প্রত্যেকে সমভাগ পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ। এই জলযোগ নামক ঔষধ সেবনে তান্ত্রিক ও সান্নিপাত নাশ হয় অনুপান তিলপর্ণী রস অথবা পঞ্চকোল পাচনের ক্বাথে সেবন করাইলে ত্রিদোষ নাশ করে এবং ক্রমান্বয়ে জলযোগ করণে ঔষধের বীর্য্যাধিক্য হয়। ৪২৬

সর্ব্বজ্বর হরলোহ।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তক
স্তথা। শ্রেয়সী পিপ্‌পলী মূল মুশীর
দেবদারুকং॥ কৈরাতং তিক্তকং বালা
কটুকী কণ্টকারিকা। শোভাঞ্জনস্য
বীজানি মধুকং বৎসকং তথা॥ লৌহ
তুল্যং গৃহীত্বাচ বটী গুঞ্জা প্রমাণতঃ।
সর্ব্বজ্বর হরং লৌহং সর্ব্বজ্বর বিনাশনং॥
বাতিকং পৈত্তিকং চৈব শ্লৈষ্মিকং
সান্নিপাতিকং। দ্বন্দ্বজং বিষমাখ্যঞ্চ
ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ॥ ৪২৭

চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মূথা, গজপিপ্পলী পিপুল মূল, বেণামূল, দেবদারু, চিরেতা, বালা, কটকী, কণ্টকারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য সমভাগ যত লৌহ তত সর্ব্ব দ্রব্য জলে মর্দ্দন ক-

রিয়া এক রতি মাত্রা বটী সর্ব্ব জ্বর হরলৌহ সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর নাশ হয় যথা বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈস্মিক, সান্নিপাতিক, দ্বন্দ্বজ ও বিষম ধাতুস্থ ইত্যাদি জ্বর, শীত, কম্প, বমি দাহ, ঘর্ম্ম, ভ্রম, বক্ষবেদনা, অরুচি, ছর্দ্দি, তন্দ্রা ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়। ৪২৭

মহাজ্বরাঙ্কুশ রস।

পারদং হিঙ্গুলং তাম্রং মাক্ষিকং তুল্যমেবচ। তালকং বঙ্গকং চৈব গন্ধকঞ্চ মনঃশিলা॥ গৈরিকং শম্বুকঞ্চৈব ব্যোষ টঙ্গণকং তথা। দন্তীবীজানি সর্ব্বাণি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ॥ জয়ন্তী বিজয়া চিত্রা তুলসী শালপর্ণিকা। প্রত্যেকঞ্চ রসং দত্ত্বা নির্জ্জলে খল্ল গহ্বরে॥ চন মাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়াশুষ্কাঞ্চ কারয়েৎ। মন্দাগ্নি দ্বিপনীচৈব সর্ব্বজ্বর বিনাশিনী॥ দ্বন্দ্বজং সর্ব্বজঞ্চৈব চিরকালসমুদ্ভবং। ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ জ্বরস্তথা॥ চতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষ সমুদ্ভবং। সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু ভাস্কর স্তিমিরং

যথা। নাতঃ পরতরংশ্রেষ্ঠং জ্বরনাশায় চৌষধং। মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসো- য়ং মুনিভাষিতঃ॥ ৪২৮

হারীত।

রস, হিঙ্গুল, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, গন্ধক, মনছাল, গেরিমাটি, সোহাগা, শামুক, দন্তিবীজ ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ জয়ন্তী, বিজয়া, চিতামূল, তুলসী ও শালপানী এই সকল প্রত্যেক দ্রব্যের রসে তিন দিবস জলরহিত খলেতে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চনা প্রমাণ মাত্রা। এই মহা জ্বরাঙ্কুশ রস নামক ঔষধি সেবনে অগ্নিমান্দ্য সর্ব্ব প্রকার জ্বর দ্বন্দ্বজ চিরকালানু সম্ভব জ্বর সূর্য্যোদয়ে যেমন তিমির নাশ হয় এই ঔষধও সেই প্রকার রোগ নাশক। ৪২৮

জ্বরান্তক লৌহ।

অমৃতং পারদং গন্ধং লোহাভ্রঞ্চ মনঃ- শিলা। ব্যোষং বঙ্গং মৃতং তাম্রং ভাব- যন্নর্কমূলজৈঃ॥ এষ জ্বরান্তকো লৌহ বিষম জ্বর নাশনঃ। ঐকাহিকং দ্বাহি- কঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকং॥ ধাতুস্থং মাংস মেদোস্থি জীর্ণ জ্বর বিনাশনঃ॥ ৪২৯

সারাৎসার।

অমৃত, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, ত্রিকটু, বঙ্গ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য আকন্দ মূল রসে ভাবনা দিয়া এই জ্বরান্তক লৌহ একরত্তি প্রমা। মাত্রা সেবনে বিষম, ঐকাহিক, দ্বৈহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক ও ধাতুস্থ বিশেষ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মর্জ্জাগতাদি জ্বর সবল এবং জীর্ণ জ্বরও আরোগ্য হয়। ৪২৯

অর্দ্ধচন্দ্র রস লৌহ।

তাপ্যাভ্রং মৌক্তিকং লৌহং স্বর্ণ গন্ধং
তথা সূতং। সর্ব্ব দ্রব্যং সমং যাবৎ
তদর্দ্ধং রঙ্গভস্মকং ॥ কেশরাজ ভৃঙ্গ-
রাজ পর্ণরস বিমর্দ্দিতং। বটী রক্তি-
দ্বয়ঞ্চৈব ধাতুজ্বর হরং পরং ॥ সন্ততং
সততঞ্চৈব বিষমঞ্চ জ্বরং তথা। মেহ
মূত্র গদং সর্ব্বং কামলা পাণ্ডুমেবচ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বালবর্ণ প্রসাদনং।
অর্দ্ধচন্দ্র রসোনাম্না চরকেন বিনির্ম্মিতঃ ॥ ৪৩০

চরক।

স্বর্ণমাক্ষিক, অভ্র, মুক্তা, লৌহ, সুবর্ণ, গন্ধক ও পারদ এই সকল সমভাগে যত হইবে অর্দ্ধ তাহার বঙ্গ ভস্ম হইবে সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে কেশুত্তের রসে, ভীমরাজ রসে ও পান রসে

পৃথক পৃথক মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী সেবনে ধাতুস্থ, সন্তত, সতত ও বিষমাদি জ্বর এবং মেহ, মূত্ররোগ, কামলা ও পাণ্ডু রোগ নাশ হয়, আর অগ্নি দীপ্ত করে ও বালকের ন্যায় বর্ণ করে চরক ইহা প্রস্তুত করিয়াছেন। ৪৩০

সর্ব্ব জ্বরারি রস।

রক্তংগন্ধং রসং বৃদ্ধ্যা দন্ত্যম্বুনা বিমর্দ্দিতং দ্বিগুঞ্জং সিতয়া যুক্তং জ্বরং হন্তি সুদারুণং॥ মহেন্দ্রাখ্য জ্বরং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥ ৪৩১

হিঙ্গুল ১, গন্ধক ২ ও রস ৩ প্রত্যেকে ক্রমশ বৃদ্ধিভাগ দন্তীক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার নাশ হয় চিনি সংযোগে সেবনে সমস্ত জ্বর এবং মহেন্দ্র নামক জ্বরকে বিনাশ করে। ৪৩১

সুদর্শন চূর্ণ।

ত্রিফলা রজনীযুগ্ম কণ্টকারী যুগং শঠী। ত্রিকটু গ্রন্থিকং মূর্ব্বা গুড়চীধান্য যাষকৌ॥ কটুকা পর্পটং মুস্তং ত্রায়মাণাচ বালকং॥ যমানীন্দ্রযবং ভার্গী শিগ্রু সৌরাষ্ট্রজং তথা। বচাত্বক্ পদ্মোকোশীর

চন্দনাতি বিষাবলা ॥ শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বিড়ঙ্গং নাগরং তথা । চিত্রকং দেবদারুশ্চ চব্যং পত্রং পটোলকং ॥ জীবকর্ষভকৌঞ্চেব লবঙ্গং বংশলোচনা । পুণ্ডরীকঞ্চ কাকল্যৌ তালীশং জাতী কোশজং ॥ এতানি সমভাগানি সূক্ষ্ম চূর্ণানি কারয়েৎ । সর্ব্ব চূর্ণস্য চার্দ্ধাশং কিরাতং প্রক্ষিপেদ্বুধঃ ॥ এতৎ সুদর্শনং নাম চূর্ণং দোষত্রয়াপহং । জ্বরমষ্ট বিধং হন্তি নাত্রকার্য্য বিচারণা ॥ পৃথগ্দোষৈঃ সমস্তৈশ্চ ধাতুস্থান্ বিষম জ্বরান্ । সন্নিপাতোদ্ভবঞ্চাপি দ্ব্যাহিকদি বিনাশয়েৎ । শীতজ্বরঞ্চৈকাহিকং দৈনং তন্দ্রা ভ্রমং বমিং । শ্বাসকাসঞ্চ পাণ্ডুঞ্চ হৃদ্রোগং কুম্ভকামলাং ॥ ত্রিক পৃষ্ঠক জানূরু পার্শ্বশূলনিবারণং শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ জ্বরং সর্ব্বং নিবর্ত্তয়েৎ । সুদর্শনং যথা চক্রন্দানবাংশ্চ নিবারয়েৎ । ভূতজ্বরাংশ্চ সর্ব্বেষা মেতচ্চূর্ণং প্রসাদয়েৎ ॥ ৪৩২

ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কণ্টিকারী, ব্যাকুড়, শঠী ত্রিকুট, গেঠেলা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ধন্যা, দুরালভা, কটকী, ক্ষেতপাপড়া, মূথা, গন্ধভাদুলে, বালা, ইন্দ্রযব, যমানী, সজিনা বীজ, পঙ্ক পর্প্পটী, বচ, গুড়ত্বক, পদ্ম কাষ্ট, বেণামূল, রক্তচন্দন, আতইচ, বেলেড়া, সালপানি চাকুল্যা, বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, চিতা, দেবদারু, চই, তেজপত্র, পলতা, জীবক, ঋষিভক, লবঙ্গ, বংশলোচন, শ্বেতপদ্ম, কাকলী, ক্ষীরকাকলী, তালীশপত্র ও জায়ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে যত হইবে সেই সকলের অর্দ্ধেক চিরেতা চূর্ণ। যেমন সুদর্শন চক্র দানবদিগকে বিনাশ করে তদ্রূপ এই ঔষধ সেবনে অষ্টবিধ জ্বর ভিন্নং দোষোদ্ভব অথবা ত্রিদোষ জনিত ধাতুস্থ বিষম শীত সন্নিপাত ঐকাহিক ও দ্বাহিকাদি জ্বর, ভ্রম, বমন, শ্বাসপাণ্ডু, হৃৎরোগ, কুম্ভকামলা, ত্রিক, পৃষ্ঠ, জানু, উরু ও পার্শ্ব এই সকল স্থানের বেদনা নিবারণ হয় এবং শীতল জলানুপানে এই সুদর্শন চূর্ণ সেবনে সর্ব্ব জ্বর নাশ করে, সকলের ভূত নিমিত্ত জ্বরকে প্রসন্ন করে। ৪৩২

জীর্ণ জ্বরাঙ্কুশ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্র ধুস্তূরবীজ চিত্রকং। প্রত্যেকং তূল্য মানঞ্চ দ্বিগুণং জীরকং তথা॥ আদ্র্রকস্য রসৈর্ভাব্যং বটীং রক্তি প্রমাণতঃ। জীর্ণ জ্বরাঙ্কুশো

**নাম সর্ব্বজ্বর নিসূদনঃ। অগ্নিবৃদ্ধি করো-
হ্যেষ পোষ্টায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ॥ ৪৩৩**

ভৈষজ্যতন্ত্র।

রস, গন্ধক, অমৃত, তাম্র, ধুস্তূরবীজ ও চিতা এই সকল প্রত্যেকে সমভাগে জীরা চূর্ণ ২ ভাগ সর্ব্ব দ্রব্যে একত্রে আদ্র্রক রসে ভাবনা দিয়া এই জীর্ণ জ্বরাঙ্কুশ ঔষধ সেবনে বিবিধ প্রকার জ্বর নাশ হয়, অগ্নি বৃদ্ধিকারী জীবের পুষ্টি, আয়ু ও বল বর্দ্ধন করে। ৪৩৩

বিশ্বেশ্বর রস।

**পারদং গন্ধকঞ্চৈব তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ
বৃষৈঃ। নিদিগ্ধিকা রসৈর্ম্মর্দ্দ্যং কাক-
মাচীরসৈঃপুনঃ। দ্বিগুঞ্জান্বা ত্রিগুঞ্জান্বা
গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ। রাত্রি জ্বরং
নিহন্ত্যাশু রসো বিশ্বেশ্বরো হ্যয়ং॥ ৪৩৪**

পারদ ও গন্ধক সম ভাগ বাসক, কণ্টীকারী রসে, গুড় কামাই রসে পুন ২ মর্দ্দন করিয়া ২ দুই ৩ তিন রতি বটী দুগ্ধানুপানে সেবনে রাত্রিজ্বর নাশ হয়! ৪৩৪

রসসিন্দূর যোগ।

পল মাত্রং রসং শুদ্ধং ত্রিপলং শুদ্ধঞ্চ

গন্ধকং। বিধিবৎ কজ্জলীং কৃত্বা ভাবয়েদিক্ষু বারিণা। ত্রিফলা তৃতীয়ং ভাব্যং স্থালী মধ্যে নিধাপয়েৎ। মন্দাগ্নৌ পাচয়েৎ বৈদ্যঃ ক্রমং যাম চতুষ্টয়ং। জায়তে রসসিন্দূরঃ তরুণারুণ সন্নিভঃ। হরতে সকলান্রোগাননুপান যথামতং॥ ৪৩৫

শুদ্ধ পারদ ৮ তোলা ও শুদ্ধ গন্ধক ২৪ তোলা উত্তম রূপে কজ্জলী করিয়া ইক্ষু রসে ও ত্রিফলা রসে প্রত্যেকে তিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে কাঁচের বোতলের মধ্যে সিসা ২ দুই তোলা রাখিয়া তদুপরি ঔষধ রাখিয়া সেই বস্ত্র কবচিত মক যন্ত্র বালুকা যন্ত্র মধ্যে রাখিয়া মন্দ ২ অগ্নিতে ২ দুই প্রহর পাকান্তে প্রভাতে সূর্য্যের ন্যায় বর্ণ হইলে নামাইয়া সেই রসসিন্দূর ১ এক রতি মাত্রায় যথা বিধি অনুপানে বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু উত্তেজক গুণ হয়। ৪৩৫

যকৃৎ প্লীহাদি লৌহ।

অগ্নিমন্থ পলাশার্ক পারিভদ্র স্নুহ্যমৃতা। অপামার্গশ্চ বহ্নিশ্চ বৃহতী দ্বয় গক্ষুরৈঃ॥ পূতিকা স্ফোত কুটজ কোষতক্যঃ পুনর্ণবা। বরুণাযাশ্চ সর্ব্বেষাং

শাখাঃস্ত্বচঃ সমাযুতাঃ । জাতবেদেন সং-
খোদ্য ভষ্মীকৃত্যচ শীতলং । স্থালী পাক
বিধানেন ক্ষার প্রস্থংবিধায়চ । জল-
দ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশে-
ষিতং । বস্ত্র পূতং পুনঃক্কাথং সৈন্ধব
প্রস্থ সংযুতং । গোমূত্র প্রস্থমেকন্তু সিদ্ধ
শীতংবতারয়েৎ । লৌহ মর্দ্ধ পলং
দেয়ং তাম্রস্য দ্বিগুণং তথা ॥ হিঙ্গু
ত্রিকটু জীরঞ্চ যমানী কৃষ্ণ জীরকং ।
পুষ্করশ্চ শঠী ধন্যং সূক্ষ্ম চূর্ণানি কার-
য়েৎ । সিদ্ধ ভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্তং রক্ষ-
মাণং মহৌষধং । যকৃৎ প্লীহোদরং
লৌহং প্লীহ গুল্মার্শ নাশনং । কা-
মালা পাণ্ডু রোগঞ্চ জ্বরং হন্তি ত্রি-
দোষং । ৪৩৬

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

গণেরী, পলাশ, আকন্দ, পালিধা, মনসা, গুলঞ্চ, আপাঙ্গ, চিতা, ব্যাকুড়, কণ্টিকারি, গোক্ষুরী, বনপুঁই, কুড়চি, ঘোষা, শ্বেত পুনর্ণবা ও বরুণা এই সকল বৃক্ষের শাখা ও ছাল একত্রে হণ্ডিকার মধ্যে ভস্ম করিয়া সেই ভস্মে

জল বত্রিশ সের পাকাবশেষ /৮ সের থাকিতে বস্ত্রে ছাঁকিয়া সৈন্ধব লবণ /২ সের গোমূত্র /২ সেরের সহিত একত্রে পাক সিদ্ধে শীতল হইলে লৌহ ৪ তোলা তাম্র ৪ তোলা, হিঙ্গুল, ত্রিকটু, জীরা, যমানী, কৃষ্ণ জীরা, শঠী, কুড় ও ধন্যা এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা দিয়া উত্তম রূপে মর্দ্দন করিয়া সিদ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে এই যকৃৎ প্লীহোদর লৌহ সেবনে যকৃত, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কামলা, পাণ্ডুরোগ ও ত্রিদোষ জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৩৬

শীত ভুঞ্জিস রস।

তুত্থমাক্ষিক তুল্যংস্যাৎ দ্বয় তুল্যঞ্চ তাল-
কং। তালকাদ্দ্বিগুণং দেয়ং শম্বু-
কমুথ ভষ্মকং॥ কুমারিকা দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং
পুটেদেয়ং প্রযত্নতঃ। পিপ্পলী শর্করা
যুক্তং শীত জ্বর হরং পরং॥ ৪৩৭

রস রত্নাকর।

তুঁতে ১, স্বর্ণমাক্ষিক ১, হরিতাল ২, শাম্বুকের মুটী ও ভস্ম ৪ সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দনান্তর পুট পাক দিয়া সেই চূর্ণ ২ রতি প্রমাণে চিনি ও পিপ্পলী চূর্ণানুপানে সেবনে শীত জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৩৭

হেমাদ্রি রস সিন্দুর।

ভাগৈক সূতং ত্রয়ভাগ গন্ধকং মা-

ষৈক মুক্তাফল ভাগ হাটকং। প্রম-
র্দ্দনাত্তাং কৃতকজ্জলীঞ্চ কৃত্বাতু কাঁচে
দৃঢ় বালু যন্ত্রে॥ ক্রমাগ্নিনাতৎ ত্রিদি-
নানি। পক্ত্বাযন্ত্রোদ্যাতং তৎক্ষণ
মেব দৃশ্যং॥ পুষ্পারুণং যন্ত্রবিসু মুক্ত-
দেহং ততঃপ্রযোজ্যং সকালাময়েষু।
নিজানুপানের্ম্মরণং জ্বরাঞ্চ॥ বিনা-
শয়েৎ বল্ল মিত সেবনেন॥ ৪৩৮

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

শুদ্ধ পারদ ৮ তোলা, শুদ্ধ গন্ধক ২৪ তোলা, মুক্তা এক তোলা ও স্বর্ণ এক তোলা উত্তমরূপে মাড়িয়া কজ্জলী করিবে উহা কাঁচের কুম্ভ মধ্যে রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে দৃঢ়াগ্নিতে তিন দিবস পাক করিলে অরুণ বর্ণ পুষ্পের ন্যায় দৃশ্য হইলে সেই যন্ত্র মধ্য হইতে সিদ্ধ ঔষধ এক রতি মাত্রা যথা বিধি অনুপানে সেবন করিলে বিবিধ রোগ জ্বরা ও মৃত্যু অর্থাৎ মৃত্যু সদৃশ্য আরোগ্য হয়। ৪৩৮

মৃত্যু সঞ্জিবনী রস।

সূতদ্বৌ গন্ধকং স্বর্ণং বিষংরক্তং মনঃ-
শিলা। তালকং মাক্ষিকঞ্চাভ্রং লৌহ
তুল্যং সমং সমং॥ অম্ল বেতস জম্বীরৈ

শ্চাঙ্গেরী সিন্ধু বারিণী। ভাবয়েত্তদ্দ্ব্যহো রাত্রং প্রত্যেকং স্বরসৈস্তথা ॥ তৎ পশ্চাৎ ভূধরে যন্ত্রে দিনং পক্ত্বা সমুদ্ধরেৎ। বহ্নিক্বাথৈঃ পুনর্ম্মর্দ্দ্যং বটীগুঞ্জা দ্বয়ং তথা ॥ হিঙ্গুব্যোষং সকর্পূর মার্দ্রক রস সংযুতং। সর্ব্ব রূপং সান্নিপাতং সর্ব্বশ্লেষ্মা ময়ং জয়েৎ ॥ মৃত্যুসঞ্জিবনী নাম মৃত্যুবস্থঃ সজীবতি ॥ ৪৩৯

রস প্রদীপ।

পারদ ১, গন্ধক ২, স্বর্ণ ২, অমৃত ২, হিঙ্গুল ২, মনঃশিলা ২, হরিতাল ২, স্বর্ণমাক্ষিক ২, অভ্র ২ ও লৌহ ২ এই সকল দ্রব্য ভাগাঙ্ক ক্রমে লইয়া অম্লবেতস, গোঁড়া নেবু, আমরুল ও নিসিন্দা এই সকল রসে প্রত্যেকে দুই দিবস ভাবনা দিয়া ভূধর যন্ত্রে পাকবিশিষ্ট উদ্ধার করিয়া পুনঃ চিতামূল রসে ভাবনা দিয়া দুই গুঞ্জা প্রমাণ বটী। হিঙ্গু, ত্রিকটু, কর্পূর ও আর্দ্রক রসের সহিত সেবনে মৃত্যুাবস্থাতেও জীবিত হয়। ৪৩৯

পর্প্পটাদি পাচন।

পর্প্পটী ভূধরী ধন্যা বিকসা করী পিপ্পলী। কটু সিতাযুতং ক্বাথং ষষ্ঠীজ্বর বিনাশনং ॥ ৪৪০

ভৈষজ্য তন্ত্র।

ক্ষেত্রপাপড়া, ইন্দুকর্ণি, ধন্যা, মঞ্জিষ্ঠা, গজপিপ্পলী ও কটকী এই কয়েক দ্রব্য মিলিত দুই তোলা পূর্ব্ববৎ জল পাদশেষ চিনি মিশ্রিত ক্বাথ ৪০ রতি সেবনে জ্বর সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৪০

ত্রৈলক্ষ চিন্তামণি।

রসং বজ্রং হেম তারং তাম্র তীক্ষ্ণংমৃতা ভ্রকং। মুক্তা শঙ্খ প্রবলাঞ্চ গন্ধতাল মনঃশিলাঃ। শোধিতঞ্চ সমং সর্ব্বং সপ্তাহং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ং॥ বহ্নিমূল কষায়েন ভানু দুগ্ধৈর্দ্দিন ত্রয়ং॥ নির্গুণ্ডী সূরণ দ্রাবৈঃ বজ্রী দুগ্ধৈর্দ্দিন ত্রয়ং। অনেন পূরয়েৎ গর্ভং পীতবর্ণ বরাটিকা॥ টঙ্গনং রবি দুগ্ধেন পিষ্ট্বা তাধ্যং মুখে ক্ষিপেৎ। রুদ্ধভাণ্ডং পুটং পশ্চাৎ সাঙ্গশৈত্যং বিচূর্ণয়েৎ। চূর্ণং তুল্যং মৃতং সূতং বৈক্রান্তং সূত পাদিকং॥ শোভাঞ্জন দ্রবৈঃ সর্ব্বং সপ্ত বারান বিভাবয়েৎ। চিত্রমূল কষায়েন ভাবনা চৈক বিংশতিঃ॥ জম্বীর দুগ্ধ তক্রেশ্চ সপ্তবারান বিভাবয়েৎ। শুষ্কচূর্ণং ততঃ কৃত্বা চূর্ণপাদাংশ

টঙ্কনং । টঙ্কনাংশ বৎসনাভং সহস্রা-
ক্ষস্য মূলকং ॥ নাগবল্লী তথা পথ্যা
কণা জাতী ফলং পৃথক । মাতুলুঙ্গ রসৈ
রেবং সর্ব্বমেতৎ বিলোড়য়েৎ । চতুর্গুঞ্জা
মিদং খাদেৎ কণাক্ষৌদ্রানুপানতঃ ॥
ক্ষৌদ্রংবা আর্দ্রকরসৈঃ শুণ্ঠীক্বাথৈঃ গুড়ৈ-
র্যুতং । অনুপানং সদা কুর্য্যাৎ সর্ব্বরোগ
প্রশান্তয়ে ॥ কষ্টাৎ কষ্টতরং ঘোরং
সন্নিপাতং বিনাশয়েৎ । বহ্নিং প্রদীপতে
সদ্যঃ বহ্নেরুৎ পদ্যতে বলং ॥ বলাত্তেজঃ
ততোবীর্য্যং বীর্য্যাদায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে । নি-
হন্তি মৃত্যু পলিতং পুষ্টিপ্রদো ভবেন্নরে ।
কাসং শ্বাসাক্ষয়ঞ্চৈব ক্ষয়ং ক্ষপয়তে
ভৃশং । বাতশূলং তথা পাণ্ডু রক্তাতিসার
সংগ্রহং ॥ গ্রহণী মশ্মরী কুষ্ঠমর্শপ্লীহ
জলোদরীং । দাহোদরং ভগন্দরং অপস্মা-
রং ক্ষয়ং তথা ॥ মূত্রাঘাত জ্বরাদীংশ্চ সর্ব্ব
রোগান্ বিনাশয়েৎ । ত্রৈলোক্য দুর্ল্লভো-
হ্যেতৎ চিন্তামণি রসো মহান্ ॥ ৪৪১

রস প্রদীপ ।

পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, লৌহ, অভ্র, মুক্তা, গন্ধক, শঙ্খভস্ম, প্রবাল, হরিতাল ও মনঃশিলা এই সকল দ্রব্য শোধন করিয়া সমভাগে নিম্ন-লিখিত দ্রব্য দ্বারা ভাবনা দিবেক চিরেতা ক্বাথে সাত, আকন্দ আঠাতে তিন, নির্গুণ্ডী রসে তিন, বন ওল রসে তিন, মনসা আঠাতে তিন এই ঊনবিংশতি দিবস ভাবনা দি।। পীতবর্ণ কৌড়ির আকন্দ আঠা, সোহাগা সহ মাড়িয়া তাহাতে বসিয়া মুখ রুদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ ভাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিয়া পুটপাক করিবে পরে শীতল হইলে খলে চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণের সমান পারদ ভস্ম এবং ঐ পারদের সিকি অংশ বৈক্রান্তমণি ভস্ম সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে পুনর্ব্বার ভাবনা দিবে সজিনা মূল রসে ৭, চিতামূল রসে ২১, আর্দ্রক রসে ৭, বিজয়াপত্র রসে ২, গোঁড়া নেবুর রসে ৭, দুগ্ধ এবং চিনিতে ১ এই সকল ভ বনার পর শুষ্ক হইলে সর্ব্ব চূর্ণের সিকি অংশ সোহাগার খই এবং সোহাগার সিকি অমৃত বিষ এবং অমৃতের সিকি কুরচিমূল ১ পান, হরিতকী ও পিপ্পলী জায়ফল এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গোঁড়া নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ মাত্রা পিপ্পলী ৪ চূর্ণ, মধু, আর্দ্রক রস, শুণ্ঠী চূর্ণ ও পুরাতন গুড় এই সকল অনুপান দিয়া রোগীকে সেবন করাইবে এবং কিঞ্চিৎ জল ও পান করাইবে। ইহাতে সকল প্রকার রোগ আরোগ্য বিশেষ অতি কঠিন ঘোরতর সন্নিপাত সারে অগ্নি বৃদ্ধি হয় অগ্নিতে বল বৃদ্ধি বলেতে ও বীর্য্য বৃদ্ধি বীর্য্যেতে পরমায়ু বৃদ্ধি এবং অকালে মৃত্যু হয় না দেহ পুষ্টি করে। কাস, শ্বাস, ক্ষয়রোগ, বাতশূল, পাণ্ডু, রক্তা-

তিসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অশ্মরী, কুষ্ঠ, অর্শ, প্লীহা, জলোদরী, দাহোদরী, অপস্মার, ভগন্দর, মূত্রাঘাত এবং জ্বরাদি নানা প্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয় । ৪৪১

কনকসাগর রস ।

রসং গন্ধং বিষং তুল্যং ধুস্তূরঞ্চ ত্রিভিঃ সমং । চতুর্ণাংদ্বিগুণং ব্যোষং বটীকা রক্তিমানতঃ ॥ অনুপানং প্রয়োজ্যঞ্চ আর্দ্র কস্য রসোহিতঃ । সর্ব্বেষু সান্নিপাতেষু নাম্না কনক সাগরঃ ॥ ৪৪২

সারকৌমুদী ।

পারদ ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্তূর বীজ ৩ ও ত্রিকটু ১২ জলে মর্দ্দন । ১ রতি প্রমাণ বটী । অনুপান আর্দ্রক রসে সেবনে সর্ব্ব প্রকার সন্নিপাত রোগ বিনাশ হয় । ৪৪২

বাড়বানল রস ।

রসাভ্রকামৃতং সপ্ত ষড়্ গন্ধং যচ্চ তাল-ফং । দন্তীবীজঞ্চ ষড়্ভাগং পঞ্চভাগঞ্চ টঙ্কণং ॥ ধুস্তূরঞ্চ চতুর্ভাগং ব্যোষঞ্চ ত্রি-ফলা তথা । বাড়বানল নামোয়ং রসঃ সর্ব্বত্র পূজিতঃ ॥ নবাস্বা জীর্ণরূপাস্বা জ্বরান্ সর্ব্বান্ বিনাশয়েৎ । সান্নিপাত

জ্বরেদেয়ং দিনমাত্রেন শাম্যতি ॥ নারি-
কেলোদকৈর্ব্বাপি পিবেৎ সশর্করো-
দকং ॥ ৪৪৩

ভৈষজ্য তন্ত্র।

রস, অভ্র ও অমৃত বিষ প্রত্যেক সাত তোলা গন্ধক হরিতাল, দন্তী বীজ প্রত্যেক ৬ তোলা, সোহাগা ৫ তোলা ধুস্তূরবীজ, ত্রিকটু, ত্রিফলা প্রত্যেক ৪ তোলা, জলে মর্দ্দন করিয়া এক ধান প্রমাণ এই বাড়বানল রস নাম ঔষধি সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর বিনাশ হয়, সান্নিপাত জ্বর এক দিবসের মধ্যে শাম্যও হয়, এই ঔষধি সেবনান্তে নারিকেল জল এবং চিনির জল সেবন করাইবেক। ৪৪৩

সূচিকাভরণ রস।

বিষংপলমিতং সূতং শানৈকং চূর্ণয়েৎ
দৃঢ়ং। তচ্চূর্ণং সংপুটে কৃত্বা কাঁচ লিপ্ত
সরাবয়োঃ॥ মুদ্রিত মাতপে শুষ্কং চুল্লী
যন্ত্রে বিপাচয়েৎ। কুর্য্যাৎ শনৈঃ শনৈঃ
বহ্নৌ প্রহরদ্বয় সংখ্যয়া॥ যাবৎ সূচী
মুখে লগ্নং কূপ্যানির্য্যাতি ভেষজং।
বিন্দুমাত্রং রসং দেয়ং মূর্চ্ছিতে সান্নি-
পাতিকে॥ ক্ষুরেণ প্রহরতে মূর্দ্ধ্নি ত-

চ্চাঙ্গুল্যাচ ঘর্ষয়েৎ। রক্তভেষজ সংস-র্গাৎ মূর্চ্ছিতোপি সজীবতি॥ তথৈব সর্প দংষ্টোপি মৃতাবস্থঃ সজীবতি॥ ৪৪৪

ভৈষজ্য তন্ত্র।

অমৃত ৮ তোলা ও পারদ অর্দ্ধ তোলা দৃঢ় মর্দ্দন করিয়া উভয়ে মিশ্রিত হইলে সেই চূর্ণ কাচকুপি মধ্যে প্রপূরিত করিয়া ঐ যন্ত্র গোময় ও মৃত্তিকা লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে এবং যন্ত্রের মুখ মুদিত করিয়া চুল্লি যন্ত্রে দুই প্রহর পর্য্যন্ত মৃদাগ্নিতে পাক করিবে তদন্তে সেই সিদ্ধ ঔষধ সূচ্যাগ্র-স্থিত প্রমাণ মাত্রা মূর্চ্চিত সান্নিপাতিক রোগীর মস্তক ক্ষৌর করাইয়া ক্ষুরাঘাত দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মূর্চ্ছিত ব্যক্তি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, আর এই ঔষধ সর্প দংশিত ব্যক্তিকে দিলে মৃত্যাবস্থা হইতে সে জীবিত হয়। ৪৪৪

ভৈরবী বটিকা।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দয়েদিক্ষুজদ্রবৈঃ। দিনং ভাব্যঞ্চ মর্দ্দ্যঞ্চ শোষয়ি-ত্বাচ ভৃঙ্গজৈঃ॥ চতুর্থং ভাবয়েৎ তস্য তিলপর্ন্যাদ্র্ক দ্রবৈঃ। চতুর্ভাব্যঞ্চ বিশ্বে-ন ততো শুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥ চূর্ণ তুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রদষ্ট গুণং বিষং। কৃষ্ণাদারু বিড়ঙ্গানি কৃষ্ণজীরা

সমং সমং॥ তাম্রার্দ্ধং প্রতিচূর্ণন্তু সর্ব্ব মেকত্র কারয়েৎ। যামমেকং ভৃঙ্গরসৈ র্মর্দ্দয়েৎ গুণ্ডিতং পরে। সিদ্ধ ভাণ্ডে ততঃ পাচ্যং লবণেন ভুষাগ্নিনা॥ চনা মাত্রা বটী কার্য্যা চিত্রকাদ্র্ক সৈন্ধবৈঃ। নিহন্তি ত্রিদোষং ঘোরং সান্নিপাতং সুদারুণং॥ ভৈরবী বটিকাখ্যতা দধ্যন্নং পথ্য মাচরেৎ॥ ৪৪৫

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ ও শুদ্ধ গন্ধক ২ ইক্ষুর রসে ও ভৃঙ্গরাজ রসে এক এক দিবস মর্দ্দন করিয়া পরে তিল পর্ণি রসে, আদ্র্ক রসে ও শুণ্ঠী ক্বাথে প্রত্যেক চারি চারি ভাবনা দিয়া শুষ্কান্তে চূর্ণ করিবে সেই চূর্ণের সমভাগ তাম্র ভস্ম তাম্রের অষ্ট গুণ অমৃত বিষ এবং তাম্র চূর্ণের অর্দ্ধভাগ পিপ্পলী, দারমুচ, বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণ জীরা এই সকল দ্রব্য একত্রে ভীম-রাজ রসে এক মাস মর্দ্দন করিয়া গুণ্ডিত করিবে, সেই ঔষধ লবণ পূর্ণ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া তুষাগ্নিতে পাকান্তে চণা প্রমাণ মাত্রা চিতা আদ্র্ক রস সৈন্ধবও অনুপানে দধি খাইলে ঘোর ত্রিদোষ সান্নিপাত আরোগ্য হয়, রোগীকে ও অন্ন পথ্য দিবে। ৪৪৫

প্রতাপ লঙ্কেশ্বর।

কস্তুরিকা সতালঞ্চ কজ্জলী তাম্রমাক্ষি-

কং । দারুবিষদ্বয়ঞ্চৈব সর্ব্বং শুদ্ধং বিচূর্ণয়েৎ ॥ ভাবয়েৎ মৎস্য পিত্তেন করবী ভার্গী মূলকৈঃ । সর্ব্বরূপং সান্নিপাতং ক্ষণে মুঞ্চতি দারুণং ॥ ৪৪৬

সারকৌমুদী ।

মৃগনাভি, হরিতাল, কজ্জলী, তাম্র, স্বর্ণমাক্ষিক, দারুমুচ, কালকুট ও অমৃত এই সকল দ্রব্য শোধন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মৎস্য পিত্তে করবী মূল ও বামনহাটী মূল রসে মর্দ্দন করিয়া ১ এক রতি মাত্রা এই প্রতাপ লঙ্কেশ্বর ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকার সান্নিপাতি জ্বর ক্ষণ মাত্রে আরোগ্য হয় । ৪৪৬

মৃত্যুঞ্জয় রস ।

রসং গন্ধং শিলা লৌহমভ্রং জাতী ফলং তথা । হিঙ্গুলঞ্চ সমং সর্ব্বং স্ত্রীসংজ্ঞং সর্ব্ব তুল্যকং ॥ প্রাণদায়া রসেনৈব বটীংগুঞ্জা প্রমাণতঃ । যথোক্তমনুপানেন সর্ব্বজ্বর বিনাশনং ॥ পৃথগ্বা দ্বন্দজং বাপি ত্রিদোষজ্বর শান্তয়ে । অগ্নি মান্দ্যাদি বিবিধান্ ক্ষেত্রদোষ হরং পরং ॥ ৪৪৭

দর্পণ ।

পারদ, গন্ধক, মনছাল, লৌহ, অভ্র, জায়ফল ও শোধিত হিঙ্গুল সমভাগ প্রত্যেক দ্রব্য যত, লবঙ্গ তত হরীতকি ক্বাথে মাড়িয়া এক গুঞ্জা প্রমাণ এই মৃত্যুঞ্জয় রস সেবন করাইলে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ ত্রিদোষ আরোগ্য হয়। ৪৪৭

জলযোগ রস।

সূতভস্মসমং গন্ধং গন্ধপাদ মনঃশিলা।
মাক্ষিকং পিপ্পলী ব্যোষং প্রত্যেকং
সমভাগকং। চূর্ণয়েৎ ভাবয়েৎ পিত্তৈঃ
মৎস্য ময়ুরয়োঃক্রমাৎ॥ সপ্তধা ভাবয়েৎ পশ্চাৎ দেয়ংগুঞ্জাদ্বয়ং হিতং॥
জলযোগ রসোনাম সান্নিপাতকুলান্ত কৃৎ॥ ৪৪৮

রসরত্নাকর।

ভস্ম পারদ ১, গন্ধক ১, মনঃশিলা ।০, স্বর্ণমাক্ষিক ।০, শুণ্ঠী ।০ ও পিপুল ।০ এই ভাগ ক্রমে চূর্ণ করিয়া মৎস্য ও ময়ূর পিত্তে সাতটী ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৪৯

সিংহনাদ রস।

লৌহপাত্র গতং গন্ধং দ্রাবিতে তত্র-

নিক্ষিপেৎ। শুদ্ধ সূতং সমং চাভ্রং ব্যাঘ্রীদ্রবদ্বয়ং সমং॥ নির্গুণ্ডীচ করঞ্জঞ্চ তুল্যং তুল্যং রসং ক্ষিপেৎ। পচেৎ মৃদ্বগ্নিনা তাবৎ যাবৎ শুষ্কং নজায়তে॥ বিষ পাদসমাযুক্তং সিংহনাদ মহা রসঃ। গুঞ্জমাত্রা প্রদাতব্যা সান্নিপাত জ্বরান্তকঃ॥ ৪৪৯

লৌহ পাত্রে স্বল্পাগ্নিতে গন্ধক একভাগ দ্রব হইলে তাহাতে শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ ও অভ্র ১ ভাগ দিয়া কজ্জলী করনানন্তর তাহাতে কণ্টকারীর রস ও নিসিন্দা পত্রের রস প্রত্যেক ২ ভাগ দিয়া মৃদু অগ্নিতে স্বেদ দিবেক রস শুষ্ক হইলে অমৃত বিষ।০ পাদ ভাগ মিশ্রিত করিবেক। এই সিংহনাদ রস ১ রতি মাত্রা সেবনে সন্নিপাত জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৪৯

বেতাল ভৈরব রস।

রসং গন্ধং বিষং যোজ্যং প্রত্যেকং সমভাগিকং। দ্বিভাগং তালকং তাম্রং সর্ব্ব চূর্ণং বিভাবয়েৎ॥ দশমূলস্য ক্বাথেন বটীগুঞ্জা প্রমানতঃ। রসজ্বরঞ্চ

বিবিধান্ সান্নিপাত জ্বরংজয়েৎ। বেতাল
ভৈরবোনাম্না সর্ব্ব জ্বর বিনাশনঃ॥ ৪৫০

দর্পণ।

পারদ, গন্ধক ও অমৃত পৃথক ১ তোলা, হরিতাল ও তাম্র প্রত্যেকে ২ তোলা দশমূলী ক্বাথে ভাবনা দিয়া এই বেতাল ভৈরব রস ১ রতি মাত্রা সেবনে রস জ্বর সান্নিপাতিক ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৫০

মৃত্যু সঞ্জীবনী রস।

বিষ মাগধি হিঙ্গুলং বার্ত্তাকুরস মর্দ্দিতং।
বিষমাগধি চৈকেকং দ্বিভাগং হিঙ্গুলং
তথা॥ দ্বিগুঞ্জা চাদ্র্রক দ্রাবৈঃ পিত্ত
শ্লেষ্ম জ্বরাপহা। ৪৫১

রসরত্নাকর।

শৃঙ্গীবিষ ১, পিপ্পুল চূর্ণ ১, হিঙ্গুল ২ ও বেগুন পত্র রসে মর্দ্দন বটী ২ রতি অনুপান আদার রস মধু ইহাতে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৫১

রস বটিকা।

রস গন্ধক মাষৈকং প্রত্যেকং ত্রিফলা
তথা। মাষৈকং মরিচঞ্চূর্ণং পিপ্পলী

মাষকদ্বয়ং॥ শুণ্ঠী মাষত্রয়ং চূর্ণং কনক বীজ বিংশতিং। মাতুলুঙ্গ রসৈঃ পিষ্ট্বা ছায়াশুষ্কা বটীং কুরু॥ ভক্ষয়েৎ কোষ্ঠ বদ্ধেষু চাঙ্গেরী স্বরসেনচ। আর্দ্রকস্য রসে নাপি মিশ্রিতে চোষ্ণবারিণা॥ গুটীকাং তাং শরীরস্য শুদ্ধিহেতুঃ প্রযত্নতঃ। যদি স্যাদ্বসু ভেদো-বা দধ্যন্ন মব লেহিতং॥ ৪৫২

রসরত্নাকর।

রস ৵ আনা, গন্ধক ৵ আনা, ত্রিফলা ।৵ আনা, মরিচ ৵ আনা, পিপুল ।০ আনা, শুঁঠ ।৵ আনা, ধুস্তূরার বীজ ২০ কুড়িটা এই সকল দ্রব্য টাবা নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া ১ রতি মাত্রা বটী আমরুল রসে অথবা আদার রস বা উষ্ণজল মিশ্রিত করিয়া সেবনে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া দেহকে সুস্থ করে। ৪৫২

কালাগ্নি রুদ্র রস।

মরিচং গন্ধকং তুল্যং পিষ্ট্বা পিত্তৈর্বিভাবয়েৎ। ময়ূর মৎস্য বরাহ ছাগ মহিষ জৈরপি। সংযোজ্যং গরলং পশ্চাৎ দিনৈকং ভাবয়েৎ পুনঃ। রস

কালাগ্নি রুদ্রোয়ং দ্বিগুঞ্জাং ভক্ষয়েত্ততঃ। দাড়িমেক্ষু রসঞ্চৈব দধ্যন্নং পথ্যমেবচ। তথা সদ্যোপ চারৈশ্চ সান্নিপাত বিনাশনং॥ ৪৫৩

দর্পণ।

মরিচ ও গন্ধক সমভাগ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া মরিচের সম সর্প বিষ সংযুক্ত করিয়া পুনর্ব্বার পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া এই কালাগ্নি রুদ্ররস ঔষধ ২ রতি সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয় দাড়িম্ব ইক্ষু, রস এবং দধ্যন্ন পথ্য দিবে। ৪৫৩

চিন্তামণি রস।

সুতং গন্ধক মভ্রকং সমভবং সূতার্দ্ধ ভাগং বিষং। তৎসর্ব্বং মিলিতং কুমারি মথিতং॥ তদ্গোলকং বেষ্টিতং॥ পত্রৈঃ পুঞ্জ ভুজঙ্গ বল্লি জনিতৈ নিক্ষিপ্ত খণ্ডেস্তত। কৃত্বা কুক্কুট সংজ্ঞকং পুটমতঃ পক্ত্বাচ সংচূর্ণ্যতং। ভাগার্দ্ধং জয়পাল বীজম মৃতমেকী কৃতং তৎক্ষণাৎ। সৈন্ধবং নাগরকং সচিত্র মনুপং সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েৎ। সংগ্রহ

গ্রহণীহরং সজঠরং দধ্যন্ন সংসেবিনাং। তাপৈঃ সেচন কারিনা গদমতাং সূতস্য চিন্তামণিঃ। অযমেব রসো দেয়ো মৃত্যু কল্পোগদাতুরে ॥ সান্নিপাতে তথাবাতে ত্রিদোষে বিষম জ্বরে। অগ্নিমান্দে গ্রহণ্যাঞ্চ শূলে চাভিহতে তথা। শোথে দুষ্টাগ্নি রোগেচ সাম বাতে নবজ্বরে ॥ ৪৫৪

ভৈষজ্যতন্ত্র।

শুদ্ধ গন্ধক ও অভ্র প্রত্যেক ১ তোলা অমৃত বিষ জয়পাল বীজ ৷৷০ তোলা সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া অখণ্ড পান বেষ্টন করিবেক পরে সামান্য পূট পাক করিয়া তদন্তে জায়ফল বীজ ৷৷০ তোলা ও অমৃত বিষ ৷৷০ তোলা মিশ্রিত করিয়া সকল একত্রে মর্দ্দন করিবে ১ রতি মাত্রা ঔষধ সৈন্ধব, লবণ, শুণ্ঠী চূর্ণ ও চিতার ক্কাথে অনুপান সেবনে সর্ব্ব প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় এবং সংগ্রহ গ্রহনী ও জঠর রোগ নাশ করে। পথ্য দধ্যন্ন এই চিন্তামণি রস ঔষধ সেবনে জ্বরের সন্তাপ নাশ হয়, কিন্তু মৃত্যু সদৃশ্যই ইহা ব্যবহৃত হয় যথা সন্নিপাতে, ত্রিদোষে, বাতরোগে, বিষমজ্বরে, অগ্নিমান্দে, গ্রহণীতে, শোথরোগে, আমরোগে এবং নবজ্বরেও দিবে। ৪৫৪

কালবারুণী রস।

শুদ্ধ সূতং বিষং গন্ধং তালকং মাক্ষিকং তথা। মৃতাভ্রং বোল তাম্রঞ্চ ধুস্তূবীজ ক্ষার ত্রয়ং॥ শ্বেতার্ক সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ হিঙ্গু পাঠা পটোলকং। বন্ধ্যা ভৃঙ্গ নিষ্পাকঞ্চ শুণ্ঠী লজ্জানী মূলকং॥ সিন্ধুবার দ্রবাদিকং মর্দ্দয়েৎ গুঞ্জমাত্রকং॥ আদ্র্ক চানু পানেন সান্নিপাত কুলান্তকৃৎ॥ ৪৫৫

শুদ্ধ পারদ, অমৃত বিষ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিকা অভ্র, দারুমূচ, তাম্র, ধুস্তূরবীজ সোরা, সোহাগা ও সাজিমাটি এই কএক দ্রব্য সমভাগে শ্বেত আকন্দ, সূর্য্যবর্ত্ত, হিঙ্গূ, আকনাদি, পলতা, অপুষ্প ভীমরাজ, পাতিনেবু, শুণ্ঠী, বিষ লাঙ্গুলী মূল ও নিসিন্ধা এই সকল দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া ৪ চারি রতি প্রমাণ বটী আদ্র্ক রসানুপানে সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। পথ্য দধ্যন্ন। ৪৫৫

চতুর্ম্মুখ রস।

তাম্রাভ্রং হাটকং লৌহং মর্দ্দয়েদাদ্র্ক রসৈঃ। গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েচ্চৈব ত্রিদোষ ব্যাধিঘাতকং॥ নাশয়েৎ বিবিধান্ রো-

গান্ সান্নিপাতং ব্যপোহতি। চতুর্মুখ
মিদং নাম কেচিদেনং বদন্তিচ ॥ ৪৫৬

তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ ও লৌহ সমভাগে আর্দ্রক রসে মর্দ্দন করিয়া একগুঞ্জা মাত্রা সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাতিক এবং বিবিধ প্রকার পীড়া ও আরোগ্য হয়। ৪৫৬

শীত ভূঞ্জিত রস।

হিঙ্গুলঞ্চ রসং গন্ধং জৈপালং মর্দ্দয়ে
ত্ততঃ ॥ দন্তীক্কাথেন সংমর্দ্দ্যং রসজ্বর
হরং পরং। আর্দ্রকস্য রসেনৈব নব-
জ্বর বিনাশনং। বিষমঞ্চ জ্বরঞ্চৈব জীর্ণ
জ্বরং ব্যপোহতি ॥ শর্করা দধি ভক্তঞ্চ
পথ্যং দেয়ং প্রযত্নতঃ। শীত তোয়ং
পিবেৎ তক্রং ইক্ষু মুদ্গারসোহিতঃ ॥
শীত ভূঞ্জিত নামায়ং সর্ব্ব জ্বর কুলান্ত-
কৃৎ ॥ ৪৫৭

হিঙ্গুল, পারদ, গন্ধক ও জয়পাল বীজ সর্ব্ব দ্রব্য শোধন পূর্ব্বক সমভাগে দন্তীকাথে মর্দ্দনান্তর ২ রতি প্রমাণ। এই শীতভূঞ্জিত রস সেবনে রসজ্বর, নবজ্বর, বিষম জ্বর ও জীর্ণ জ্বর আরোগ্য হয়। পথ্য দধি, চিনি, তক্র, ইক্ষু রস, মুগ ও কলাই যুষ এবং শীতলজল। ৪৫৭

অভয় লবণ ।

পারি ভদ্র পলাশার্ক স্নুহ্য পামার্গ চিত্রকং । বরুণাগ্নি মন্থং বসুকং শ্বদংষ্ট্রা বৃহতী দ্বয়ং ॥ পূতিকা স্ফোত কুটজ কোষা তক্যঃ পুনর্ণবা ॥ সমূল শাখান্ সর্ব্বাংশ্চ খোদয়িত্বা উদুখলে । তিল শাখাদি দত্ত্বাগ্নৌ ভীস্মকৃত্যচ শীতলং । ক্ষার প্রস্থং গৃহীত্বাচ মৃৎ পাত্রেচ নবেদৃঢ়ে ॥ পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্পেন সাধয়েচ্ছ বিচক্ষণঃ ॥ প্রত্যেকং প্রস্থমেকন্তু তদার্দ্ধঞ্চ হরীতকী । গোমূত্রং সাঢ়কং দত্ত্বা ক্ষারবৎ সাধয়েৎ শনৈঃ ॥ বিধিবৎ পাচয়েদ্বৈদ্যঃ সম্যক্ সিদ্ধা বতারিতে ॥ অজাজী ক্রষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শঠী । এতদর্দ্ধ পলঞ্চৈব চূর্ণয়িত্বা প্রদাপয়েৎ ॥ লবণঞ্চা ভয়ং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথা বলং । যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মাপ্লীহাগ্নি মান্দ্যজিৎ । যাবৎ কোষ্ঠ গতান্রোগান্ নি-

হন্ত্যাশু নসংশয়ঃ। হৃদ্রোগং মূত্র-
ঘাতঞ্চ শুক্রাশ্মরী বিনাশনং॥ ৪৫৮

ভৈষজ্য তন্ত্র।

পালিধা, পলাশ, আকন্দ, মনসা, অপাঙ্গ, চিতা, বরুণা, গণেরি, বাকশ, গক্ষুরি, ব্যাকুড, কণ্টিকারী, বনপুতিকা, অপরাজিতা, কুরচি, ঘোষা, শ্বেত পুনর্ণবা ও তিল এই সকল বৃক্ষের মূলশাখা ছেচিয়া অগ্নিতে ভস্ম করিয়া শীতল হইলে সেই ক্ষার /২ সের জল বত্রিশ সের পাকাব শেষ ৬ সের হরীতকী চূর্ণ /১ সের গোমূত্র /৷৹ পোয়া পাকাবশেষ লৌহবৎ হইলে কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিঙ্গু, যমানী, কুড়, ও শঠি ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত লেহ্যের সহিত তাড়ুব দ্বারায় উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া সেই সিদ্ধ অভয় লবণ ঔষধ রোগীর বল ও বয়স বিবেচনায় মাত্রান্যূন্যাধিক করিয়া সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠিলা অগ্নিমান্দ্য এবং কোষ্ঠগত সর্ব্ব প্রকার রোগ হৃদ্রোগ, মূত্র কৃচ্ছ্র, শুক্রবদ্ধ ও পাথুরী রোগ আরোগ্য হয়। ৪৫৮

কালানল রস।

অমৃতং গরলং শঙ্খং লৌহতাম্রঞ্চ
টঙ্গণং। রসং গন্ধং ত্র্যূষণঞ্চ পঞ্চপি-
ত্তৈর্ব্বিভাবয়েৎ। মাতুলুঙ্গদ্রবৈ র্ভাব্যং

বটিকা যবমানত। ক্ষৌদ্রাদ্র্ক রসশ্চানু দাপয়েৎ সান্নিপাতিকে। অতি তীব্র জ্বরং হন্তি সর্ব্বোপদ্রব সংযুতং। হরিদ্রা তৈল সংমিশ্রং মর্দ্দয়েৎ তীব্রতাপিনং। তথা স্নানন্তরে গাঢ়ং লেপয়েৎ গন্ধচন্দনং। দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দ্রাক্ষাদিচাম্ল দাড়িমং। কালানল রসো নাম্না গোপ্যঃ পরমদুর্ল্লভঃ। ৪৫৯

রসরত্নাকর।

অমৃত বিষ, সর্প বিষ, শঙ্খ বিষ, লৌহ, তাম্র, সোহাগা, পারদ, গন্ধক ও ত্রিকটু এই কএক সমভাগে পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া ধুস্তূর রসে মর্দ্দন করিয়া যবমাত্রা বটী আদ্র্ক রসে মধু অনুপানে সান্নিপাতে তীব্র তাপ যুক্ত জ্বরের সমুদায় উপদ্রব দৃষ্টি হইলে এই ঔষধ দিবে এবং রোগীকে তৈল হরিদ্রা মিশ্র করিয়া সমুদায় গাত্রে মাখাইয়া স্নান করাইয়া সুগন্ধি চন্দনাদি লেপন করাইবে দধি, অন্ন, দ্রাক্ষা ও দাড়িম্ব খাইতে দিবে এই ঔষধ পরম দুর্ল্লভ ও গোপনীয়। ৪৫৯

পঞ্চরক্ত রস।

শুদ্ধ সূতং বিষং গন্ধং মরিচং টঙ্গণং-

তথা । মর্দ্দয়েৎ ধুস্তূর দ্রাবৈঃ সান্নিপাত কুলান্তকঃ ॥ ৪৬০

পারদ, অমৃত, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা এই কএক দ্রব্য ধুস্তূর রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি মাত্রা সেবনে সন্নিপাত আরোগ্য হয় । ৪৬০

মার্ত্তণ্ড রস ।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং গন্ধ পাদৈক টঙ্গণং । তাম্র পাত্রে তথাস্থাপ্যং ভাবনাচ যথা বিধি ॥ শিগ্রু মূল রসেনৈব অষ্টধা ভাবয়েদ্রসং । কটুয়ঞ্চ বাসায়া বহ্নি বট জটারসৈঃ । তিলপর্ণী তথা জাতী পিপ্পলী মূল চিত্রকৈঃ । দ্রবৈরেভির্দ্দিনং সপ্ত শোষ্য মাতপ সংকুলে । তাম্রপাত্রে সমুদ্ধৃত্য কৃত্বা গোলং প্রযত্নতঃ । বস্ত্রে বদ্ধা মৃদালিপ্তং শুষ্কান্তে পুটকে পচেৎ । নিশামন্তে সমুদ্ধৃত্যং চূর্ণ মেষাং প্রয়োজয়েৎ । কর্পূরং বৎসনাভঞ্চ রসস্য দশমাংশতঃ । ভাবয়েৎ বিজয়া দ্রাবৈ র্দ্দিন মেকঞ্চ মর্দ্দয়েৎ । অমুং রসং চতুর্গুঞ্জং মধুনা

সহদাপয়েৎ। মার্ত্তণ্ডোয়ং রসো নাম্না অসাধ্য সান্নিপাতজিৎ। দশমূলং পিবেৎ চানু পথ্যং মুদ্গাযূষাদিকং। ৪৬১

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

পারদ ১, গন্ধক ১ ও সোহাগা ।০ এই তিন দ্রব্য তাম্র পাত্রে রাখিয়া শজিনা রসে অষ্ট ভাবনান্তে ত্রিকটু, বাকস, চিতা, বটনামনা, তিলপর্ণী, আমলকী, পিপ্পলী মূল ও চিতা-মূল এই সকল দ্রব্যের রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্র সং-কুলে শুষ্ক করিয়া তাম্রপাত্র হইতে উদ্ধার করিয়া গোলা-কৃতি করিবে। পরে বস্ত্র বন্ধন করিয়া তাহাতে মৃত্তিকা লেপ দিয়া পুট পাক দিবে, নিশান্তে সেই ঔষধ চূর্ণ করিয়া কর্পূর ও অমৃত প্রত্যেক পারদের দশ অংশ মিশ্রিত করিয়া বিজয়া ক্বাথে এক দিন মাড়িয়া এই মার্ত্তণ্ড রস ৪ রতি পরিমাণ দশ মূল ক্বাথে অথবা মধু সহ সেবনে অসাধ্য সন্নিপাত আরোগ্য হয়। পথ্য মুদ্গাযূষাদি দিবে। ৪৬১

সান্নিপাতক রস।

শুদ্ধ সূতং সমং গন্ধং খল্লে কৃত্বাতু ক-জ্জলীং। খর্পরং দ্বিগুণং দেয় মমৃতং তাম্রাম্লবেতসৌ। জম্বীরেণ দিনং মর্দ্দ্যং ভূধরে পূটয়েল্লঘু। হিঙ্গু ত্রিক-

টুকং সোমং পঞ্চৈতানি সমং সমং।
ভাবয়েদাদ্র্রকদ্রাবৈ র্মহারাষ্ট্রী রসৈস্তথা।
নির্গুণ্ড্যাশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চ স্বরসৈঃ পিপ্পলী
দ্বয়ং। চতুর্গুঞ্জা প্রমাণেন দাতব্যং
তত্রবৈভিষক্। সান্নিপাতং নিহন্ত্যাতূ
সান্নিপাতান্তকো রসঃ॥ ৪৬২

দর্পণ।

রস ১, গন্ধক ১, খর্পর ২, বিষ ২, তাম্র ২ ও অম্ল বেতস ২ এই সকল দ্রব্য অঙ্ক চিহ্নানুসারে ভাগ লইয়া গোঁড়ানেবুর রসে মাড়িয়া লঘুপুট দিবে। পরে হিঙ্গুল, ত্রিকটু ও রূপা ভস্ম প্রত্যেকে ২ ভাগ লইয়া আর্দ্রক রসে মহারাষ্ট্রি রসে, নিসিন্ধা পত্র রসে ও জয়ন্তী পত্র রসে ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ মাত্রা পিপুল ২ টার সহিত সেবনে সন্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৬২

বাণ রসগুটিকা।

রসস্য গন্ধকস্যাপি প্রত্যেকং মাষক
দ্বয়ং। ভৃঙ্গঞ্চ কেশরাজঞ্চ গ্রীষ্মসম্ভব-
মেবচ। মণ্ডূক পর্ণিকাচৈব সিন্ধুবার
স্তথৈবচ। শ্বেতাপরাজিতা মূলং শা-
লিঞ্চা কাস মর্দ্দকং। সূর্য্যা বর্ত্তং তথৈ
ষাঞ্চ চতুর্মাষক সম্মিতৈঃ। প্রত্যে-

**কঞ্চ রসং খল্লে শিলায়াস্ত্ববধানতঃ।
লেপয়ে ন্নিঃসৃত তাম্রে ঘৃষ্টং তৎকজ্জ-
লী কৃতং। তৎ পশ্চাৎ প্রক্ষিপেৎ চূর্ণং
মাষঞ্চ স্বর্ণ মাক্ষিকং। মরিচং চূর্ণ মা-
ষঞ্চ ততো ঘৃষ্টং পুনঃ পুনঃ। কণা প্র-
মাণ গুটিকা ছায়া শুষ্ক বিশেষতঃ।
পানীয়ৈর্বটিকা দেয়া। তথা বৈদ্য বিব-
র্জ্জিতে। সম্যক পরীক্ষিতে বৈদ্যৈঃ
সান্নিপাতে প্রদীয়তে। ৪৬৩**

পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক ২ মাষা কজ্জলী করিয়া ভিমরাজ রসে, কেশুরের রসে, গিমেশাক রসে, থলকুড়ি রসে, নিসিন্দা রসে, শ্বেত অপরাজিতা মূল রসে, সাঞ্চে রসে, কালকাশুন্দে রসে ও হুড়হুড়ের রসে, এই সকল প্রত্যেকের রস চারি মাষা পরিমাণে তাম্র পাত্রে লেপিয়া উক্ত কজ্জলী উহাতে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণ মাক্ষিক চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেক এক মাষা দিয়া সমুদায় দ্রব্য একত্রে পুনঃপুনঃ মাড়িয়া কণামাত্রা বটীকা জলানুপানে সন্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৬৩

বৈদ্যনাথ বটী।

**ত্রিকটু দরদং পথ্যাং সমভাগং কনক-
ফলং দ্বিগুণিতং। মিলিত্বা মাষ মিতা**

বটিকা ভিষজা কার্য্যা। কোষ্ঠকুষ্ঠ কণ্ডূরোগান্ কীটকাংশ্চ হন্তি রোগচয়ং। খ্যাতো ভূবনে বৈদ্যনাথো বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতো লোক রক্ষণে। হস্ত পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বকং দধিযুক্তেন ভোজয়েদ্বৈদ্য। ৪৬৪

ত্রিকটু ৩, হিঙ্গুল ১, হরীতকী ১ ও জয়পাল বীজ ২ জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক এক মাষ। প্রমাণ বটীকা, উষ্ণ জলানুপানে সেবনে বদ্ধকোষ্ঠ, কুষ্ঠকণ্ডূ ও কৃমি রোগ আরোগ্য হয়, এই ঔষধ পৃথিবীতে বৈদ্যনাথ নামে খ্যাত, ইহা মহাদেবের নির্ম্মিত, রেচন হইলে শীতল জলে হস্ত পদ ধৌত করাইবে ও দধ্যন্ন খাওয়াইবে। ৪৬৪

পর্প্পটী রস।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধাগন্ধং মর্দ্দ্যং ভৃঙ্গরসে নচ। মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং পাদাংশেন তয়োঃ পৃথক। লৌহ পাত্রে বিপক্তব্যং বিধিবৎ পর্প্পটী মতা। প্রক্ষিপ্ত কদলী পত্রে গোময় স্যোপরি স্থিতে। ছাদয়েৎ গোময়ং পত্রে মুক্তং কৃত্বা তথা

পরে। ভাবয়েৎ কুশলো বৈদ্যো নির্গুণ্ডী স্বরসৈস্তথা। জয়ন্তী ত্রিফলা বাসা কন্যা ভার্গী সচিত্রকৈঃ। তথা ভৃঙ্গ মূল মূণ্ডী রসৈশ্চদিন পঞ্চকং। অঙ্গারৈঃ স্বেদয়েৎ কিঞ্চিৎ পর্প্পটীখ্য মহারসঃ। চতুর্গুঞ্জামিতং ভক্ষ্যং সম্যক শ্লেষ্মজ্বরং জয়েৎ। পথ্যা শুণ্ঠ্য মৃতাক্কাথং অনুপানং প্রদাপয়েৎ। ২৬৫

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

শুদ্ধ পারদ ১ ও শুদ্ধগন্ধক ২ ভিমরাজ রসে মর্দ্দন করিয়া পরে তাম্র ।০ ও লৌহ ।০ ভাগ দিয়া উত্তম রূপ মর্দ্দন করিয়া বিধান পূর্ব্বক পর্প্পটী করিবে অর্থাৎ লৌহ পাত্রোপরি ঔষধ রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে উত্তম রূপে দ্রব করিয়া গোময়ের উপর কদলী পত্র পাতিয়া তদুপরি উক্ত ঔষধ নিক্ষেপ করিবামাত্রেই কদলী পত্র গোময়ে আচ্ছাদন করিয়া তদ্দ্বারা চাপ দিবে, পরে সেই পত্র সিদ্ধ ঔষধকে পর্প্পটী কহে ইহার খর, লঘু ও মধ্যম তিন প্রকার আছে। তন্মধ্যে খর পাক ত্যাগ করিয়া মধ্যম ও লঘু গ্রহণ করিবে ঐ পর্প্পটী নির্গুণ্ডী পত্র রসে, জয়ন্তি, ত্রিফলা, বাসক, ঘৃতকুমারী, বমেনহাটী, চিতা, ভীমরাজ ও মুণ্ডী এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে পঞ্চ দিবস ভাবনা দিয়া তপ্ত অঙ্গারেতে কিঞ্চিৎক্ষণ স্বেদ

দিবে, ইহার মাত্রা ৪ রতি সেবনে শ্লেস্মা জ্বর আরোগ্য হয়, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ ও হরীতকী এই তিন দ্রব্য অনুপান দিবে। ৪৬৫

সান্নিপাত ভৈরব।

রসং গন্ধামৃতং তালং গরলং টঙ্গণং তথা। গোদন্তা মনোগুপ্তাচ জাতীফল লবঙ্গকং। নাগ বল্লী রসৈ র্ভাব্যং গুঞ্জৈকং সান্নিপাতজিৎ। ৪৬৬

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা, গোদন্তা, মনঃশিলা, জায়ফল ও লবঙ্গ এই কএক দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ পান রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ সেবনে সান্নিপাত রোগ অরোগ্য হয়। ৪৬৬

মেঘনাদ রস।

তারংকাংশ্যংমৃতংতাম্রংত্রিভিতুল্যঞ্চ গন্ধকং। রসেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বাগজ পুটৈপচেৎ॥ সংচূর্ণ্য পর্ণখণ্ডেন দাতব্য বিষমাপহং। অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জাস্যাৎ পথ্যং ছুগ্ধোদনং হিতং॥ পঞ্চামৃতানু পানঞ্চ পলমেকং প্রযোজয়েৎ॥ ২৬৭

ভৈষজ্যতন্ত্র।

রূপা ১, কাঁশা ১, তাম্র ১ ও গন্ধক ৩ এই সকল দ্রব্য একত্রে কাঁটানটিয়া শাকের রসে মর্দ্দন করিয়া গজপুট দিবে পরে এই মেঘনাদ রস ২ রতি প্রমাণ পঞ্চামৃতানুপানে সেবনে বিষম জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৬৭

অর্দ্ধনারীশ্বর রস।

ফলত্রিকং ব্যোষরজঃ সৃতোমৃতঃ লৌহার্কভৃঙ্গং সমভাগিকংস্যাৎ। পুত্রিকা মাতুলুঙ্গ পয়সা বিমর্দ্দ্য গুঞ্জাদ্বয়ং তৎ প্রমিতং বিধেয়ং॥ দুগ্ধেন অঞ্জনং দেয়ং অর্দ্ধজ্বর বিনাশনং পুনঃ প্রয়োগ মাত্রেণ পরার্দ্দ জ্বরনাশনং॥ ৪৬৮

রসরত্নাকর।

দ্রাক্ষা পরুষ ফল, গামারফল ৩, ত্রিকটু ৩, গন্ধক ১, পারদ ১, মুথা ১, মৃতলৌহ ১, মৃত তাম্র ১ ও ভৃঙ্গরাজ ১ এই সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে ঘৃতকুমারী টাবা নেবুর রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণে দুগ্ধ দ্বারা অঞ্জন প্রথমে এক চক্ষে দিলে অর্দ্ধাঙ্গ জ্বর ত্যাগ হইবে তৎপরে অপর চক্ষে দিলে সর্ব্ব শরীরে জ্বর ত্যাগ বইবে। ৪৬৮

সিদ্ধবটী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং শিখিগ্রীবঞ্চ সৈন্ধবৈঃ।

সদ্যো বৎসস্য বিষ্ঠায়াদ্রবৈর্ভাগী রসৈ-স্তথা॥ বটিকা বদরী তুল্যা ভক্ষিতা ঘোর নাশিনী। ইয়ং সিদ্ধবটীনাম্না সান্নিপাতং মিযচ্ছতি॥ ৪৬৯

পারদ ১, গন্ধক ২, তুঁতে ২ ও সৈন্ধব ২ সদ্যজাত গোবৎসের গোবরের রসে এবং বামনহাটীর রসে কুল প্রমাণ বটীকা ভক্ষণে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৬৯

অঘোর নৃসিংহ রস।

ভাগৈকংমৃতত্তাম্রস্য দ্বিভাগং মৃত লৌহকং। ত্রিভাগং মৃতবঙ্গস্য চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকং॥। মাক্ষিকং রসগন্ধঞ্চ তথাশুদ্ধং মনঃশিলা। চতুদ্র্ব্যঞ্চ তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেবচ॥ গরলং চাভ্রতুল্যংস্যাৎ ত্রিকটু তুল্যকংতথা। অভ্রতুল্যঞ্চ গোদন্তং বিষ-মাক্ষ মহারসং॥ এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকুটকং। মৎস্য মহিষ ময়ুর বরাহ পিত্ত ভাবিতঃ॥ প্রত্যেকঞ্চ দ্রবৈনৈব মর্দ্দয়েৎ যামমাত্রকং। সর্ষপাখ্যাং বটীং কুর্য্যাৎ শোষয়েদাত পেষুচ॥ দাপয়েৎ

বটীকামেকাং নারিকেল জলেনচ। একাদশে সান্নিপাতে বিসূচিকাতিসারকে। ত্রিদোষজে তথা কাসে দাপয়েৎ কুশলোভিষক্। নারিকেলংশতং দদ্যাৎ ভোজনং দধিভক্তকং। তথা সুভর্জ্জিতং মৎস্যং তিলচন্দনলেপনং॥ রোগী বাঞ্ছিত যদ্দ্রব্যং তৎসর্ব্বং পরিদাপয়েৎ। অঘোর নৃসিংহ নামঃ সান্নিপাত কুলান্তকঃ। ৪৭০

তাম্র ১, লৌহ ২, বঙ্গ ৩, অভ্র ৪, স্বর্ণমাক্ষিক ১, পারদ ১, গন্ধক ১, মনঃশিলা ১, গরল ৪, ত্রিকটু ৪ভাগ, গোদন্তা ৪, বিষ ৪, বিষনাক্ষ বিষ ৪ ও কালকুট বিষ, ৬০ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্রে পঞ্চ পিত্তে প্রত্যেকে চারিদণ্ড ভাবনা দিয়া এই অঘোর নৃসিংহ রস সরিষা প্রমান মাত্রা নারিকেল দকানুপান সেবনে ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাত এবং বিসূচিকা, অতিসার, ত্রিদোষ ও কাস প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়। পথ্য শত নারিকেল জল, দধ্যন্ন ও ভর্জ্জিত মৎস্য ও রোগীর মনোমত পথ্য সকল নিঃশঙ্কায় দিবে এবং গাত্রে তিল চন্দনাদি লেপন করিবে। ৪৭০

চাতুর্থকারি রস ।

হরিতালং শিলা তুত্থং শঙ্খ ভস্মচ গন্ধকং । সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে কুমারী রস ভাবিতং । সরাবে সংপুটে কৃত্বা পশ্চাদ্গজ পুটে পচেৎ । কুমারী স্বর সেনৈব বটীগুঞ্জা প্রমাণতঃ । দত্ত্বা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ ॥ মরিচং ঘৃত যোগেন সদ্যো জ্বরং নিবর্ত্তয়েৎ । চাতুর্থকারীর সোহয়ং গোপ্য পরম দুর্ল্লভঃ । ৪৭১

ভৈষজ্যতন্ত্র ।

হরিতাল, মনঃশিলা, তুতীয়া, শঙ্খভস্ম ও গন্ধক এই সকল দ্রব্য ঘৃতকুমারী রসে মর্দ্দন করিয়া সরাদ্বয় মধ্যে স্থাপন করিয়া গজপুটে দিবে পরে সেই ঔষধকে উদ্ধার করিয়া পুনঃ২ ঘৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া ৪ রতি প্রমান বটী মরিচ চূর্ণ ও ঘৃতের সহিত সেবনে শীতজ্বর ও চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয় ইহা অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও গোপনীয় । ৪৭১

অভয়নৃসিংহ রস।

রসং গন্ধামৃতং ব্যোষং রক্তাভ্রং টঙ্গ জীরকং। সর্ব্ব দ্রব্য সমং দেয়ং তৎ-সমং ফণিফেনকং॥ জম্বীরৈ র্ভাব-য়েৎ পশ্চাৎ বটী গুঞ্জ দ্বয়ং তথা। মধুনাচানুপানেন সান্নিপাতং নিবার-য়েৎ। ৪৭২

পারদ, গন্ধক, অমৃত, ত্রিকটু, হিঙ্গুল, অভ্র, সোহাগা ও জীরক এই সকল প্রত্যেকে সমভাগ যত অহিফেন তত এই সর্ব্ব দ্রব্য গোঁড়া নেবুর রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ মাত্রা বটীকা মধু অনুপানে সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৭২

ভৈষজ্যতন্ত্র।

ত্রিদোষ নিহারী।

চন্দ্রকো নিল রাজঞ্চ অনন্তং সহদে-বকং। মাধবং শঙ্করং রুদ্রং কৃষ্ণং কৃষ্ণা সনাগরং॥ হৈমবতী বয়স্থাচ ভূত বাসো ভগাভিধঃ। স্বচ্ছন্দ নস্য মূলা-নি কর্কটীচ বদরীকা। বিপিন পূতিকা

মূলং বৃশ্চিকাল্যা সহ ক্রমাৎ। রৌদ্রেচ শুষ্ক চূর্ণানি সমাশং গৃহ্যতে বুধৈঃ। লৌহ ভস্ম দ্বিভাগঞ্চ সর্ব্বার্দ্ধং রসমাণিকং। অম্বুনা পেষয়েৎ সর্ব্বং বটীং গুঞ্জা প্রমাণতঃ। ত্রিদোষঞ্চ জ্বরহরং সান্নিপাতং সুদারুণং। বাত শ্লেষ্মাময়ে ঘোরে তীব্রজ্বরে প্রবাহিকে। বিসূচিকাতিসারেচ আম শূলে নব জ্বরে। যোনি রোগে রক্তস্রাবে প্রদয়েচ মহৌষধং। ত্রিদোষ নিহারী নাম মুনিনা ভাষিতঃ পুরা। ৪৭৩

ময়ূর পুচ্ছে, বাতরাজ্ব, অনন্তমূল, সহদেব, বচা, মরিচ, পিপ্পলী, শুণ্ঠী, হরীতকী, মউল পুষ্পং, আমলা ২, আকন্দ মূল, হাঁচুটীর মূল, সদুরে, কুষ, ডার মুল, বহেড়া, শঙ্কর মৎস্যের চূর্ণ, পারদ, স্যাকুল ও বোনপুই এই সকল দ্রব্য সূক্ষ চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ লৌহভস্ম ২ ভাগ রসমানিক সকলের অর্দ্ধেক সর্ব্ব চূর্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া ১ এক গুঞ্জা প্রমাণ বটী সেবনে ত্রয়োদশ সান্নিপাত বাতশ্লেস্মাদি জ্বর আরোগ্য হয় প্রদর রোগে, যোনীরোগে, রক্তস্রাবে, বিসূচিকা, অতিসারে, প্রবাহিকে ও উদরের বেদনাদিতে অত্যন্ত উপকার দর্শে। ৪৭৩

কালানল রস।

অমৃতং গরলং তুল্যং দ্বয়তুল্যঞ্চ তালকং। তত্তুল্যঞ্চ তথা রোগং কারবী রস ভাবিতং। কণামাত্রা বটীং কুর্য্যাৎ দাপয়েচ্ছৃঙ্গবেরতঃ। রস রূপং সান্নিপাতং ক্ষণে হরতি দুস্তরং। দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং স্নানান্তে চানুলেপনং। কালানল রসো নাম সান্নিপাত কুলান্তকৎ॥ ৪৭৪

শুদ্ধ শৃঙ্গী বিষ ১ ও শুদ্ধ সর্প বিষ ১ এই দ্রব্য সমান পরিমিত এই দ্রব্যের তুল্য পরিমিত শুদ্ধ হরিতাল ২, কুড় সমুদয়ের ৪, এই সকল দ্রব্য রুদ্র জটার রসে সপ্তাহ ভাবনা দিয়া কণামাত্র বটী করিবেক ঐ বটী আদার রসের সহিত খাওয়াইলে রসরূপ সন্নিপাতক ক্ষণমাত্রেই নষ্ট করে দধি সহিত অন্ন পথ্যাদিবে স্নান করিয়া চন্দনাদি লেপন করিবেক। এই কালানল নামক রস সন্নিপাতের কুলকে নষ্ট করেন। ৪৭৪

সূর্য্যকর রস।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য তাপ্যত্রিভাগং। রবি রূপ্য হেমং বিষঞ্চ

দত্ত্বা রসপাদভাগং ॥ দিনত্রয়ং বহ্নি
রসেন মর্দ্দ্যং । মৎস্যস্য পিত্তেন পরি
ভাবনীয়ং। পানেনু চাদ্র্রক রসেন সদ্যঃ
নিহন্তি শীঘ্রং কিল সান্নিপাতং ॥ ৪৭৫

রস রত্নাকর।

পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক গন্ধক ২ ভাগ, তাম্র, রূপা ও স্বর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং অমৃত।০ ভাগ এইসকল দ্রব্য একত্রে চিতার মূল রসে মাড়িয়া পরে পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া কণা প্রমাণ মাত্রা আদ্র্রক রসানুপানে সেবনে ঝটিতি সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৭৫

বিধ্বংশিনো রস।

সূতকং গন্ধভাগঞ্চ বোলাভ্রং স্বর্ণমাক্ষি-
কং। দ্বিক্ষারং বৎসনাভঞ্চ রামঠং
ধুস্তূরং তথা ॥ রবিপত্ররসৈর্ম্মর্দ্দ্যং তথা
পাঠা পটোলকং। ধন্যা ভৃঙ্গ বরং শুণ্ঠী
কন্দ নিচুল বীজকং ॥ সিন্ধুবার রসৈ-
র্মর্দ্দ্যং পুন র্জম্বীরস দ্রবৈঃ। দিনৈকং
বটিকা কার্য্যা চণামাত্রঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
অত্যুগ্রং সান্নিপাতঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতং।
নিহন্তি চানুপানেন দশমূলার্কজেনচ।

রসো বিধ্বংশিনো নাম সান্নিপাত নি-
কৃন্তনঃ ॥ ৪৭৬

পারদ, গন্ধক, হরিতাল, বোল, উপধাতু, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, সোরা, সাজ্জিমাটী, বৎ সনাভবিষ হিঙ্গু ও ধুস্তূরবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগ আকন্দ পত্র রসে মর্দ্দন করিয়া পটোল পত্র রসে, নিসিন্দাপত্র রসে, গোঁড়ানেবুর রসে পরে ধনে, ভীমরাজ, কুমকুন, শুঁঠ, ওল, হীজল বীজ, ইহাদিগের চূর্ণ উহাতে দিয়া পরে এক দিন মর্দ্দন করিয়া চণা প্রমাণ বটিকা দশমূল ক্বাথে অথবা আকন্দ মূল রসের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত উপদ্রব সহিত সন্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৭৬

কর্ণিক রস।

রসজং শঙ্খ বিষঞ্চৈবকৃষ্ণা ধুস্তূরবীজকৈঃ।
জম্বীরাণাং দ্রবৈ মর্দ্দং দ্বিগুঞ্জং পরিমা-
ণতঃ। গন্ধপত্রানুপানেন কর্ণিকাণাং
কুলান্তকৃৎ ॥ ৪৭৭

হিঙ্গূল, শঙ্খ বিষ, পিপুল, ও ধুস্তূরবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলে মর্দ্দন করিয়া দ্বিগুঞ্জা পরিমাণ বটী তুলশী পত্রানুপান সেবনে কর্ণিকাদি সন্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৭৭

রক্তসারেশ্বর রস ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং দিনৈকং চাদ্রর্ক
দ্রবৈঃ । মর্দ্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ লোহ
যন্ত্রে নিরোধয়েৎ ॥ অন্ধমূষা গভং স্থা-
প্যং শুচি ভূর্ত্বা শুভেদিনে । রাত্রৌ গজ
পুটে পাচ্যং প্রাতরাদায় চূর্ণয়েৎ ॥
গুঞ্জৈকং নাগরযুতং সঘৃতং সন্নিপাত
নুৎ । অনুপানং পিবেৎ পশ্চাৎ তপ্ত
বারি পলদ্বয়ং । দধ্যন্নংদাপয়েৎ পথ্যং
তৃষ্ণার্থে শীতলং জলং ॥ কৃষঞ্চ কুরুতে
স্থূলং রক্তসারেশ্বরো রসঃ ॥ ৪৭৮

ভৈষজ্য তন্ত্র ।

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ আদ্রর্ক রসে মর্দ্দন করিয়া লৌহ যন্ত্রের মধ্যে পুরিয়া গোনয়াক্ত মৃত্তিকাতে লেপন করিবে পরে শুভদিনে অন্ধ মূষা যন্ত্রে স্থাপন করিয়া রাত্রে গজপুট দিবে তদন্তে প্রাতে উদ্ধার করিয়া ১ রতি মাত্রা ঔষধ শুণ্ঠী এবং ঘৃত মিশ্রিত করিয়া রোগীকে সেবন করাইবে সেবনান্তে তপ্ত জল ১৬ তোলা প্রমাণ পান করাইবে কিন্তু তৃষিতকে শীতল জল দিবে পথ্য দধ্যন্ন পান করাইবে ইহাতে কৃশরোগী স্থূলকায় হয়! ৪৭৮

বাড়ব রস।

বিষং সূতং সমং ঘৃষ্টং পানিনালোড্যকা-রয়েৎ। লবণৈঃ পুরিতে যন্ত্রে হিঙ্গু মধ্যে বিপাচয়েৎ। বহ্নিং প্রজ্বালয়েচ্চুল্যাং তত্র যাম চতুষ্টয়ং। তদ্ভস্ম তিলমানন্তু দদ্যাচ্চ সর্ব্ব পীড়িতে। গ্রহণ্যাং জঠরে শূলে মন্দাগ্নৌ পরিণামজে॥ ভূক্তমাত্রং নিহ-ন্ত্যাশু কোষ্ঠেহ বর্দ্ধতেক্ষুধা। তাপেশীত ক্রিয়াংকুর্য্যাৎ বাড়বাখ্যোমহারসঃ। বিষং বিনা কর্পূরোয়ং সর্ব্ব রোগেষু যোজ-য়েৎ॥ ৪৭৯

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

অমৃত ও পারদ উভয় সমভাগ কিঞ্চিৎ জলদ্বারা কি-ঞ্চিৎ পেষণ করিয়া লেচীবৎ করিবে পরে হিঙ্গু মধ্যে ঐ গোট্য রাখিয়া চূল্যাগ্নিতে বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিবে পাক সিদ্ধ হইলে সেই ভস্ম তিল প্রমাণ মাত্রা ভক্ষণে বিবিধ প্রকার পীড়া আরোগ্য হয় যথা গৃহিণী, জঠর শূল, অগ্নিমান্দ্য ও পরিণাম শূল ইত্যাদি, ক্ষুধা হয় জ্বরের উত্তাপে সেবন করাইয়া শীতল ক্রিয়া করিবে ই-হাতে বিষ ভক্ষণ জন্য রোগভিন্ন উহা সকল রোগেতে ব্যবহার করিবে। ৪৭৯

কফকেতুরাজ রস।

তুত্থং লবঙ্গং অয়ভস্ম তাম্রং। ভস্মাভ্র জাতীফল খাদিরঞ্চ। মরিচ যুক্তঞ্চ তথা মৃতাচ। তথামৃতং কানক বীজমেব সংমর্দ্দ্য তাচমূষলী রসেন। কৃতঞ্চ তাম্বূল রসেন খাদ্যং। কাসাগ্নি মান্দ্য পিনসাদি রোগং॥ শ্বাসাদি গুল্মঞ্চ কফং নিহন্যাৎ। সর্ব্বং জ্বরং হন্তি মহা প্রসিদ্ধং॥ নাম্না রসোহয়ং কফকেতু রাজঃ॥ ৪৮০

রত্নাকরী।

তুঁতিয়া, লবঙ্গ, লৌহ, তাম্র, অভ্র, জায়ফল, খদির, মরিচ. গুলঞ্চ, অমৃত ও ধুতূরার বীজ প্রত্যেক সমভাগ তালমূলী রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ মাত্রা পানের রসের সহিত ভক্ষণে কাস, অগ্নিমন্দা ও পিনাস সহিত শ্বাস, গুল্ম, কফ ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৮০

জ্বরান্তক লৌহ।

অমৃতং পারদং গন্ধং লৌহাভ্রঞ্চ মনঃশি-লা। ব্যোষং বঙ্গং মৃতং তাম্রং ভাবয়েৎ চার্ক মূলজৈঃ॥ এষ জ্বরান্তকো লৌহঃ

বিষমজ্বর নাশনঃ। ঐকাহিকং দ্বাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকং॥ ধাতুস্থং মাংস মেদেহস্থি জীর্ণজ্বরং বিনাশয়েৎ॥ ৪৮১

রত্নাকরী।

অমৃত, পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, মনঃছাল, ত্রিকটু, বঙ্গ ও তাম্র এই সকল দ্রব্য আকন্দমূল রসে মর্দ্দন করিয়া এই জ্বরান্তক লৌহ নামক ঔষধ ১ রতি মাত্রা সেবনে বিষমজ্বর, ঐকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যাহিক, চতুর্থক, ধাতুস্থ জীর্ণ ও রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জাগত জ্বরাদি আরোগ্য হয়। ৪৮১

বিশ্বেশ্বর রস।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব তুল্যং সংমর্দ্দয়েৎ বৃষৈঃ। নিদিগ্ধিকা রসৈর্ম্মর্দ্দ্যং কাকমাচী রসৈঃ পুনঃ। দ্বিগুঞ্জম্বা ত্রিগুঞ্জম্বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ। রাত্রি জ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসং॥ ৪৮২

রস গন্ধক তুল্য ভাগ বাসক রসে, কণ্টকারীর রসে, ও গুড়কামাই রসে পুনঃ২ মর্দ্দন করিয়া ২বা ৩ রতি প্রমাণ বটী দুগ্ধানু পানে সেবনে রাত্রিজ্বর আরোগ্য হয়। ৪৮২

ত্র্যাহিক জ্বরারি রস ।

পারদং গন্ধকং তুত্থং তুল্যং পারদ পাদিকং । গোজিহ্বয়া জয়ন্ত্যাশ্চ তণ্ডুলজৈ র্বিভাবয়েৎ ॥ প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তধা বটী গুঞ্জা চতুষ্টয়ং । ঘৃত যুতং পিবেদ্রোগী ত্র্যাহিক জ্বর শান্তয়ে । ৪৮৩

পারদ ১, গন্ধক ১, তুথ।০ এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া নটেশাক রসে ও দরিযাশাক, জয়ন্তীপত্র রসে ও চাপানটেয়পত্র রসে প্রত্যেক ৭ সপ্ত ২ ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটী ঘৃতানুপানে সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর আরোগ্য হয় । ৪৮৩

আনন্দ ভৈরব ।

বিষং ব্যোষং রসং গন্ধং টঙ্গণং তাম্রকং তথা । ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমং ॥ বিজয়াঃ স্বরসৈর্ভাব্যং বটীং চণা প্রমাণতঃ । রবিমূল দ্রবৈশ্চানু রস আনন্দ ভৈরবঃ । ৪৮৪

অমৃত, বিষ, ত্রিকটু, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, ধুস্তূরবীজ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক সমভাগ বিজয়াক্কাথে মা-

ড়িয়া চা। প্রমা। এই আনন্দ ভৈরব নামক ঔষধ আকন্দ মূল রস অনুপানে সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৮৪

জ্বরারি রস।

তাম্রাভ্রং গন্ধকঞ্চৈবং রসং বিষং সমং-সমং। দ্বিগুণং ধুস্তূবীজঞ্চ ব্যোষ পঞ্চ-গুণং ততঃ। জলেন বটিকাং কার্য্যা যথা দোষানুপানতঃ। রসো জ্বরারিকো নাম্না সর্ব্বজ্বর বিনাশনঃ॥ বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকং। বিষমাখ্য জ্বরান্ সর্ব্বান্ ধাতূ জ্বরং বি-শেষতঃ। নাশয়েৎ নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রশনির্যথা। প্লীহানং যকৃতং গুল্ম মগ্রমাস মরোচকং॥ রক্ত পিত্ত-ঞ্চ হিক্কাঞ্চ সশোথঞ্চাগ্নিমান্দকং। এতান সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্টি বিব-র্দ্ধনং। শুক্র সন্দীপনং শ্রেষ্ঠং গ্রহ-দোষ বিনাশনং॥ ৪৮৫

ভৈষজ্য তন্ত্র।

তাম্র, অভ্র, গন্ধক, পারদ ও অমৃত এই কয়েক

দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া ও খলে মাড়িয়া ২রতি প্রমাণ বটী সেবনে জ্বর আরোগ্য হয় যথা। বাতিক পৈত্তিক শ্লৈষ্মিক সান্নিপাতিক বিষম ধাতুস্থ ইত্যাদি বজ্রহত বৃক্ষের ন্যায় প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্রমাস, অরুচি, রক্তপিত্ত, হিক্কা, শোথ, অগ্নিমান্দ্যাদি আরোগ্য হয় ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়। ৪৮৫

রত্নগিরি রস।

লৌহাভ্রং রজতং হেম মাক্ষিকং খর্প-
র স্তথা। পারদং গন্ধকং তালং বঙ্গ-
ঞ্চৈব সমং সমং। যাবন্ত্যেতানি দ্রব্যা-
ণি নৃমারঞ্চ ততোধিকং॥ কাচ কুপ্যেন
সংরুদ্ধং বালুযন্ত্রেণ সংপচেৎ। সা-
ঙ্গ শীতং সমাদায় মাষমাত্রং প্রয়ো-
জয়েৎ। বাত পিত্তং তথা শ্লেষ্মং সা-
ন্নিপাত ত্রিদোষজং। সর্ব্ব জ্বর হরং
শ্রেষ্ঠং জীর্ণ বিষম সংজ্ঞকং। কাস
শ্বাসারুচিং ছর্দ্দিং হিক্কাঞ্চৈব সুদারুণং।
অম্লপিত্তং তথা শূলং রক্তপিত্ত বিনা-
শনং। হৃচ্ছূলং গ্রহণী পাণ্ডু পার্শ্ব
শূলং তথাশ্মরীং। প্লীহানানং যকৃতং

গুল্মং সর্ব্বোদর বিনাশনং। এত-
দ্রোগং নিহন্ত্যাশু রত্নগিরি রসোত্ত-
মঃ। ৪৮৬

লৌহ, অভ্র, রূপা, স্বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও বঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগ যত নিশাদল তত এই সকল চূর্ণ করিয়া কাচের বোতল মধ্যে রাখিয়া বালুকা যন্ত্রে চারি প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে ১মাষা প্রমাণ সেবনে অষ্টবিধজ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, কাস, স্বাস, অরুচি, ছর্দ্দি, হিক্কা, অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, হৃদশূল গ্রহণী, পাণ্ডু, পার্শ্বশূল, পাথরী, প্লীহা, যকৃত ও গুল্ম এবং বিবিধ প্রকার উদরি আরোগ্য হয়। ৪৮৬

সর্ব্বতো ভদ্র লৌহ।

সূতং গন্ধং তপন গগণং কান্ত লৌহঞ্চ
চূর্ণং। মূলে কোকিলশাক স্বরসৈঃ পেষি-
তং শৃঙ্গ বেরৈঃ॥ হন্যা দ্রোগং যকৃত
গদকং প্লীহ সর্ব্বজ্বরঞ্চ। শোথং পাণ্ডুং-
ক্রমি কৃত গদে কামলে শ্বাস কাসে॥
মেহে চৈব গুরুগদবিষয়ে সর্ব্ব দো-
ষ প্রপঞ্চে। ইদং যোগং সূর মুনি কৃতং
সর্ব্ব রোগান্ নিহন্তি॥ ৪৮৭

পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ও লৌহ এই সকল দ্রব্য কুপে কোকিল শাকমূল রসে ও আদার রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটী সেবনে যকৃত, প্লীহা, শোথ, পাণ্ডু, কৃমি. শ্বাস. কাস, মেহ ও বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় এই ঔষধ নারদ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ৪৮৭

চন্দনাদি লৌহ।

হ্রীবেরং চন্দনং পাঠাগা মুশীরঞ্চ ক-
ন্বিতং। নাগরোৎ পল ধাত্রীভিঃ ত্রিম-
দেন সমন্বিতং॥ লৌহং নিহন্তি বি-
বিধান্ সমস্ত বিষম জ্বরান্। ৪৮৮

সারাৎসার।

রক্ত চন্দন, বালা, আকনাদি, বেণামূল, পিপ্পলী, হরী-তকী, শুণ্ঠী, শুদিমূল, আমলকী. মূথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ যত লৌহ তত জলে মর্দ্দন করিয়া ১রতি প্রমাণ বটী যথা দোষানুপানে সেবনে বিষম জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৮৮

সুদর্শন চূর্ণ।

কালীয়ং রজনী চূর্ণং দেবদারু বচাঘ-
নং। অভয়া ধান্য যাষশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা
মহৌষধং॥ ত্রায়ন্তী পর্প্পটং নিম্বং

গ্রন্থিকং বালকং শঠী। পুষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধু যষ্টিকা॥ শিগ্রুং পলং চৈন্দ্রযবং ভার্গী দার্ব্বী সচন্দনং। বাট্যালকং ত্বচোশীরং পদ্মং সৌরাষ্টজংস্থিরা॥ যবান্যতি বিষা বিল্বং মরিচং রামঠং তথা। পটোলং চিত্রকং ধাত্রী তেজপত্রং লবঙ্গকং॥ কলশী বৃহতী ছিন্না কটুকঞ্চ সমন্বিতং। সর্ব্বদ্রব্যস্য চার্দ্ধঞ্চ কৈরাতং সংপ্রদাপয়েৎ॥ চূর্ণং সুদর্শনং নাম জ্বরান্ হন্তিনসংশয়ঃ। পৃথগ্দ্বন্দ্ব সমস্তঞ্চ ধাতুস্থ বিষম জ্বরন্॥ সান্নিপাতোদ্ভবং চাপি সাধ্যাসাধ্য মথা পিবা। জ্বরাংশ্চ বিবিধান্ হন্যাৎ বারিদোষভবং তথা॥ অন্তর্গতং বহির্গতং নিরামং সামমেবচ। বিবর্দ্ধং ভেষশ্চৈব জ্বরমাশু ব্যপোহতি। শীতাম্বুপানানুপানেন সর্ব্ব জ্বরং নিবারয়েৎ॥ ৪৮৭

কালিয়কাষ্ঠ, হরিদ্রা, দেবদারু, বচ, মুথা, হরীতকী,

ধন্যা, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গি, কণ্টিকারী, শুণ্ঠী, বলাডম্বুর, ক্ষেতপাপ্ড়া, নিম্ব ছাল, গেঠেলা, বালা, শঠী, কুড়, পিপ্পলী, মূর্ব্বা, কুরচি ছাল, জষ্ঠি মধু, সজিনা,সুদিলতার, মূল, ইন্দ্রযব, বামনহাটী, দারুহরিদ্রা, রক্ত চন্দন, বেড়েলা, গুড়ত্বক, বেণা মূল, সৌরাষ্ট, মৃত্তিকা, অভাবে পঙ্ক পর্প্পটী, শালপানী, যমানী, আতইচ, বেল শুঠা মরীচ, বাসক মূল, পলতা, চিতা মূল, আমলকী, তেজপত্র লবঙ্গ, চাকুল্যে, ব্যাকুড়, গুলঞ্চ ও কটকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ যত তাহার অর্দ্ধভাগ চিরেতা চূর্ণ এই সুদর্শন চূর্ণ নামক ঔষধ সেবনে সমস্ত প্রকার জ্বর আরোগ্য হয় পৃথক্দোষভব দ্বন্দজ জ্বর রস রক্ত মাংস মেদ মজ্জা অস্থি শুক্র ক্রমশ সকল ধাতুগত জ্বর বিষমজ্বর সান্নিপাতোদ্ভব জ্বর সাধ্য অসাধ্য এবং বিবিধ প্রকার দোষোদ্ভব অন্তর্গত, বহির্গত, নিরাম আমজ্বর বিরুদ্ধ ঔষধোদ্ভব জ্বর সকল আরোগ্য হয়। মাত্রা ২০ রতি অনুপান শীতল জল। ৪৮৯

জ্বরান্তক রস।

রসংগন্ধং বিষং তাম্র ধুস্তূরঞ্চ সচিত্রকং।
প্রত্যেকং তুল্য মানঞ্চ দ্বিগুণং জীরকং তথা॥ আদ্রকস্য রসৈর্ভাব্যংবটীং রক্তি প্রমাণতঃ। জ্বরান্তক রসোনাম সর্ব্ব জ্বর

নিসূদনঃ। অগ্নিবৃদ্ধি করোহ্যেষ পোষ্টাম্বু
ফলবর্দ্ধনং ॥ ৪৯০

শুদ্ধ পারা, গন্ধক, শুদ্ধ বিষ, শোধিত ধুতুরার বীজ, ও চিতার মূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা প্রমাণ ও জীরা ২ তোলা সমুদয় দ্রব্য চূর্ণ করিয়া আদার রসের দ্বারা রৌদ্রে সাতটী ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটী ক-রিবেক। এই জ্বরান্তক নামক রস সকল জ্বরকে বিনাশ করে এবং অগ্নিবৃদ্ধি করে জল যেমন ফলকে বর্দ্ধন করে তাদৃশ লোকের দেহ পুষ্টি করে। ৪৯০

ঘোড়াচূনি রস।

রসংগন্ধামৃতং তালং শিলাভ্রংমরিচং
তথা ॥ সার্দ্ধ শানং প্রমাণাঞ্চ তথাশঙ্খ
শিলাজতু॥ গুঞ্জা ষট বিংশতি ভাগংপ্রতে-
কঞ্চবিচূর্ণয়েৎ ॥ তুলস্যাঃস্বরসৈ মৎস্যপি
ত্তেনভাবয়েত্ততঃ। চণমাত্রাবটীংকূর্য্যাৎ
সোভাঞ্জন জটারসৈঃ॥ পায়য়েদাতুরং
বৈদ্যঃ কণ্ঠকুব্জ বিনাশনং ॥ ৪৯১

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, মনঃশিলা, অভ্র ও মরিচ প্রত্যেকে ৪ রতি শঙ্খ ভস্ম ও শিলা যুত প্রত্যেকে ২৬ রতি প্রমাণ লইয়া সকল দ্রব্য একত্রে মৎস্য পিত্তে ও তুল-সী পত্রের রসে ভাবনা দিয়া চণা প্রমাণ বটিকা সজিনা

মূল রসে সেবনে কণ্ঠকুব্জা নামক সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৯১

জ্বরবারণ কেশরী লৌহ।

বিড়ঙ্গমুস্তংত্রিফলা গুড়ূচী দন্তীত্রি তৃস্চ বৃচ্চ
ত্রিকটু প্রযোজ্যং॥ প্রত্যেক চূর্ণঞ্চ পলং
প্রদত্ত্বা। অয়োর জশ্চ জীর্ণঞ্চ দত্ত্বা॥
পলমেকমভ্রং দ্বিশান গন্ধং। ভৃঙ্গং
ছিন্নরুহা শিখীচ পর্প্পটং॥ ফলত্রয়েণাপি
বিভাব্য সম্যক। মধুনা ঘৃতেন কোলাস্থি
বটীকং॥ সোষ্ণজলানুপানেন দেয়ং।
জীর্ণ জ্বরহরং তথাগ্নি মান্দং॥ গুল্মঞ্চ
শূলং পরিণাম সংজ্ঞং। যক্ষ্মিণমুগ্রং
গ্রহণী মসাধ্যাং॥ বিশেষতঃ শীত জলানু-
পানং। জ্বরং পৃথগ্বর্ণ সমূহ জাতং॥
ত্বগ্রক্ত মাংসাশ্রিত মষ্টরূপং। মেদোস্থি
মজ্জাগত শুক্রগামিনং। দেশান্তর দেশ
বিদেশ জাতং॥ সংসর্গ জাতঞ্চ নিহন্তি
সর্ব্বং। জ্বর বারণ কেশরী লৌহঞ্চ॥ ৪৯২

সারাৎ সার।

বিড়ঙ্গ, মুথা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তী মূল, তেউড়ী মূল,

ত্রিকটু, লৌহ ও অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, সর্ব্বদ্রব্য একত্রে ভৃঙ্গরাজ, গুলঞ্চ, আপাঙ, ক্ষেত্রপাপড়া ত্রিফলা ইহাদের সরসে ভাবনা দিয়া মধু এবং ঘৃত কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া কুলের আঁটি প্রমাণ বটীকা উষ্ণ জলানুপানে সেবনে জীর্ণ জ্বর অগ্নিমান্দ্য, গুল্ম, শূল, পরিণাম শূল, যক্ষ্মা, গ্রহণী আর শীতল জলানুপানে পৃথগাদি বর্ণ সমূহজাত অষ্টধাতু গত দেশ বা বিদেশ জাত এবং সংসর্গীক জ্বরাদি আরোগ্য হয়। ৪৯২

মুস্ত পর্প্পটকোদিচ্য ছত্রাখ্যোশীরচন্দনৈঃ।
সৃতং শীতং জলং দদ্যাৎ তৃড় দাহো
জ্বর শান্তয়ে ॥ ৪৯৩

মুথা, ক্ষেত্রপাপড়া, বালা, ধন্যা, গন্ধবেণা ও রক্ত চন্দন এই ছয় দ্রব্য দুই তোলা ও জল /৪ সের শেষ ২ দুইসের থাকিতে নামাইয়া এক টাক পরিমাণে সেবনে তৃষ্ণা ও দাহ জ্বর আরোগ্য হয়। ৪৯৩

গুড় পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্রুষণং কুষ্ঠং বিঙ্গু লবণ প-
ঞ্চকং। দ্বিক্ষারং ফেণকং বহ্নি শ্রেয়-
সী চোপ কুঞ্চিকা॥ তাল পুষ্পোদ্ভবং
ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্যচ। অপা-
মার্গস্য চিঞ্চয়াঃ তিলক্ষারশ্চ তৎ সমঃ॥

যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি কণা চূর্ণঞ্চ তৎ সমং। সর্ব্বস্য দ্বিগুণং দেয়ং পুরাতন গুড়স্ততঃ॥ যকৃৎ প্লীহোদরাষ্মান নাশনং নাত্র সংশয়ঃ। জীর্ণ জ্বরং তথা শোথং কাসং পঞ্চ বিধং তথা॥ কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ বহ্নি মান্দং চিরোদ্ভবং। ভূতাভিভূত বালানাং দোষঞ্চৈব ব্যপোহতি॥ ৪৯৪

রসেন্দ্র চিন্তামণি।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিঙ্গু, পঞ্চ লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেণ, চিতামূল, গজপিপুল, কালজীরা, তালপুষ্পের ক্ষার, কুমড়ার ডাঁটার ক্ষার, তেঁতুলের ক্ষার এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা যত পিপ্পলী চূর্ণ তত, সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্রে মিশ্রিত করিয়া এক ১ তোলা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরাধ্মান, জীর্ণজ্বর, শোথ, পঞ্চ প্রকার কাস, কামলা, পাণ্ডু ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ সকল আরোগ্য হয়। ৪৯৪

ভৈরবী বটীকা।

রস ভস্ম বিষং তাম্রং জয়পালঞ্চ গন্ধকং॥ হেমতৈলেন সংমর্দ্দ্য ততো

লঘুপুটং দদেৎ। ভাবয়েৎ কনক দ্রাবৈরজামহিষ মীনজৈঃ ॥ পিত্তৈশ্চ সপ্তধা দদ্যাৎ বিষফলেন মর্দ্দয়েৎ। সপ্ত বারং ত্রিবারং বা পশ্চাদাদ্রর্ক ভাবিতং। গুঞ্জৈকাং বটীকাং কার্য্যা মথবা চার্দ্ধগুঞ্জিকাং। মহা ঘোরে সান্নিপাতে দ্বন্দ্বজে বা নব জ্বরে। বটীকা দত্তমাত্রেণ জ্বরানাং কুলনাশনং ॥ তথা স্নানান্তরে শীঘ্রং কুর্য্যাচ্চন্দন লেপনং। পথ্যং যথোচিতং দেয়ং দ্রাক্ষাম্ল ফল দাড়িমং। শূল গুল্মাগ্নি মান্দেচ গ্রহণ্যুদর পীড়কে। সর্ব্বাঙ্গৈকে কাঙ্গবাতেচ আমবাতে সুদারুণে। রক্ত দোষেচ বিবিধে সূতিকায়াং বিশেষতঃ। অনুপান বিশেষেণ সর্ব্বরোগ প্রশান্তয়ে ॥ ৪৯৫

ভস্ম পারদ, অমৃত, তাম্র, জয়পাল ও গন্ধক প্রত্যেক সমভাগ কনক ধুস্তূরার বীজ তৈলে মাড়িয়া লঘুপুট দিবে তদন্তে ধুস্তূরাপত্র রসে এবং ছাগ, মহিষ ও মৎস্যপিত্তে প্রত্যেক সপ্তবার ভাবনান্তে কুচিলার ফলের সহিত মাড়িয়া

আর্দ্রক রসে সাত বার ভাবনা দিয়া এই ভৈরবী বটীকা ১ রতি বা অর্দ্ধ রতি প্রমান মাত্রা মহা ঘোর সান্নিপাতে দ্বন্দ্বজে বা নবজ্বরে সেবনে জ্বরের নাশ হয় এই বটীকা সেবন মাত্রেই স্নান করিয়া শীঘ্র চন্দন লেপন করাইবে এবং যথোচিত পথ্য যথা কিসমিস্, অম্ল দ্রব্য ও দাড়িম্বাদি খাইতে দিবেক। শূল, অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, উদরী সর্ব্বাঙ্গবাত, একাঙ্গবাত, বিবিধ প্রকার রক্তদোষ এবং স্ফুতিকা রোগে অনুপান বিশেষে সেবন করাইলে সর্ব্বরোগ আরোগ্য হয়। ৪৯৫

সান্নিপাত ভৈরব।

রসং গন্ধামৃতং তালং গরলং টঙ্গণং
তথা। গোদন্তা মনোগুপ্তাচ জাতী
ফল লবঙ্গকং। নাগবল্লী রসৈ র্ভাব্যং
গুঞ্জৈকং সান্নিপাত জিৎ॥ ৪৯৬

দর্পণ।

পারদ, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা, গোদন্তী, মনঃশিলা, জায়ফল ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ পান রসে মাড়িয়া এক রতি প্রমাণ সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয়। ৪৯৬

জ্বরাঙ্কুশ বটী।

রসং গন্ধং বিষং তুল্যং ধুস্তূরবীজং ত্রি-

ভিঃসমং। চূর্ণস্য দ্বিগুণং ব্যোষং জা-
ম্বীরস্য রসাপ্লুতং। আদ্রকস্য রসৈ
র্ভাব্যং বটী গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং॥ জ্বরা-
ঙ্কুশ বটী নাম্না জ্বরমষ্ট নিবারণী। বি-
ষমঞ্চ ত্রিদোষোত্থং জ্বরং সদ্যো বিনা-
শয়েৎ॥ ৪৯৭

রসেন্দ্রচিন্তামণি।

পারদ ১, গন্ধক ১, অমৃত ১, ধুস্তূরবীজ ৩ ও ত্রিকটু ৬ সর্ব্ব দ্রব্য একত্রে গোঁড়ানেবুর রসে গুলিয়া আদ্রক রসে ভাবনা দিবে পরে এই জ্বরাঙ্কুশ বটী ২ গুঞ্জা প্রমাণ সেবনে অষ্ট প্রকার জ্বর, বিষমজ্বর, ত্রিদোষ জ্বর আশু আরোগ্য হয়। ৪৯৭

রক্তসারেশ্বর রস।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং দিনৈকং চাদ্র-
ক দ্রবৈঃ। মর্দ্দয়িত্বা ততঃ পশ্চাৎ-
লৌহ যন্ত্রে নিরোধয়েৎ॥ অন্ধ মুষা
গতং স্থাপ্যং শুচির্ভূত্বা শুভে দিনে।
রাত্রৌ গজ পুটে পাচ্যং প্রাতরা-
দায় চূর্ণয়েৎ॥ গুঞ্জৈকং নাগরৈর্যুক্তং
সঘৃতং সান্নিপাত জিৎ। অনুপানং

পিবেৎ পশ্চাৎ তপ্ত বারি পলদ্বয়ং ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং তৃষ্ণার্থে শীত-
লংজলং। কৃষঞ্চ কুরুতে স্থূলং রক্ত-
সারে শ্বরো রসঃ। ৪৯৮

শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, আদার রসে এক দিবস মাড়িয়া লৌহ যন্ত্র মধ্যে পুরিয়া গোময় ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপিয়া পরে শুভ দিনে অন্ধ মুষা যন্ত্রে রাখিয়া সমস্ত রাত্রে গজপুট দিবে এবং প্রাতে উদ্ধার করিয়া ১ রতি শুঁঠ প্রমাণ ঘৃত অনুপানে খাইতে দিবে কিন্তু তৃষ্ণার্ত্তকে শীতল জল পান করাইবে এই রক্তসারেশ্বর রস নামক ঔষধ সেবনে সান্নিপাত আরোগ্য হয় কখন২ কৃশ রোগী স্থূল হয়। ৪৯৮

(*) শৃঙ্গাদিপাচন।

শৃঙ্গী বৎসক রেচকী ঘন শঠী ভূনিম্ব ভা-
র্গী তথা। রাত্রিঃ পুষ্কর চিত্রকৈশ্চ চবি-
বকং শুণ্ঠী কণা কটফলং ॥ ধাত্রী বিভী-
তকী সুদারু মরিচৈ ব্রহ্মীলতা সংযুতং

(*) জীর্ণ জ্বর প্লীহা ও কুনাইন দ্বারা যে জ্বর স্থগিত হইয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ পায় সেই সমুদায় জ্বর সপ্তাহ কাল এই পাচন সেবনে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়।

দেয়ং পাচনকং সুবুদ্ধিরচিতং কণ্ঠ্যাদ্য কুব্জাদিকে ॥ ৪৯৯

কাফড়া শৃঙ্গী, কুরচি, কটকী, মুথা, শঠি, চিরতা, বামনহাটী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, কুড়, চিতা, চই, শুঠ, কটফল, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, মরিচ ও ব্রাহ্মি এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পূর্ব্ববৎ জলে পাকাবশেষ ক্বাথ সেবনে কণ্ঠকুব্জ নামক সন্নিপাত আরোগ্য হয়। এবং জয়জন্তীর মূল, পুষ্যা নক্ষত্রে উঠাইয়া রক্ত সূত্রদ্বারা মস্তকে বাঁধিলে সকল প্রকার জ্বরনাশ হয়। ৪৯৯

বঙ্গেশ্বর মদক।

লবঙ্গং জীরকং ধান্যং টঙ্গণং চন্দনদ্বয়ং ॥ পাটলাং পুষ্করং মূর্ব্বা দ্রাক্ষানন্তামৃতাতথা ॥ মাংসীদ্বেধাতকী চব্যং কেশরঞ্চ মধুরিকা। তালীশ মুৎপলঞ্চৈব জাতীকোশাভ্রতীক্ষ্ণকং ত্রিকত্রয়ং চতুর্জাতং পৃথগ্‌ভাগ সমন্বিতং ॥ সর্ব্ব দ্রব্য সমং দেয়ং বঙ্গভস্ম সুচূর্ণিতং। শর্করা দ্বিগুণং দেয়ং বরী ক্ষীরঞ্চ তৎসমং। পক্তব্যোং মোদকোহ্যেষ বদরাস্থি প্রমাণতঃ॥ দাপয়েৎ কুশলো বৈদ্যো ধাতুজ্বর

বিনাশনং। প্রাকৃতং বৈকৃতং সর্ব্বং জীর্ণ বিষম সন্ততং॥ প্রমেহং বিংশতি ঞ্চৈব সোম রোগং সুদারুণং। মূত্রাঘাতং মূত্র কৃচ্ছ্রং মূত্রাতিসার মশ্মরীং॥ গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সর্ব্ব শূল বিনাশনং। ছর্দ্দি তৃষ্ণা রুচি দাহং ক্ষয়ং ক্ষপয়তে দৃঢ়ং॥ অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণ প্রসাদনং। ক্ষীণে পুষ্টিকরোহ্যেষ বৃদ্ধোপি তরুণায়তে। বঙ্গেশ্বর মিদং নাম ধন্বন্তরি সুভাষিতং॥ ৫০০

সারকৌমুদী।

লবঙ্গ, জীরা, ধন্যা, রক্তচন্দন, পারুল, কুড়, মূর্ব্বা, কিসমিস, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, জটামাংসী, মুরামাংসী, ধাতকী চই, নাগেশ্বর, মৌরী, তালিশপত্র, স্থদিমূল, জয়িত্রী লৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা ত্রিমদ, চতুর্জাত ও অভ্র এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গ ভস্ম সর্ব্ব দ্রব্যের তুল্য ভাগ, চিনি সকলের দ্বিগুণ ভুঁইকুমড়ার দুগ্ধ চিনির সম এই সমুদায় দ্রব্য পাক করিয়া কুলাস্থি প্রমাণ বটীকা সেবনে নানাবিধ ধাতুস্থ প্রাকৃত বিকৃত জীর্ণ বিষম সতত সন্তত ইত্যাদি জ্বর সকল নাশ করে এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ সোম মুত্রঘাত মূত্রকৃচ্ছ্র মুত্রাতিসার পা-

থরী চিরজাত গ্রহণী সর্ব্ব প্রকার শূল ছর্দ্দি তৃষ্ণা অরুচি দাহ ক্ষয়রোগ ইত্যাদি সমূহ রোগ ক্ষয় পাইয়া অগ্নিপ্রদীপ্ত করিয়া বল বীর্য্য প্রদান করেন ও ক্ষীণ ব্যক্তিকে পুষ্টি করে বৃদ্ধকে যুবা প্রায় প্রকাশ করেন এই বঙ্গেশ্বর মোদক ঔষধি ধন্বন্তরি প্রকাশ করিয়াছেন। ৫০০

ধাত্রীমোদক।

ধাত্রীংপথ্যাং কণাংশুণ্ঠীংতুল্যাঞ্চ চূর্ণয়ে
দ্দৃঢ়ং। চতুঃসমাম্বভাজ্জেয়া শর্করাচ পলং
তথা॥ মধুনা মোদকং কুর্য্যাং জীর্ণ জ্বর
হরং পরং। মন্দাগ্নি দীপনং শৈচব সদ্যো
দাহ বিনাশনং॥ প্লীহজ্বরে তথাকাসে
শ্বাসেচ রক্তপিত্তকে। দাপয়েৎ মোদকং
বৈদ্যঃ ধাত্রীনাম মিদং মহৎ॥ ৫০১

সারকৌমুদী।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী ও শুণ্ঠী এই চারি দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা, গুলঞ্চ ৪ তোলা ও চিনি ৮ তোলা এই সকল চূর্ণ একত্রে মধু সহ মোদক পাকাবসানে ১ তোলা পরিমাণে সেবনে জীর্ণ জ্বর নাশ হয়। এবং মন্দাগ্নি প্রদীপন হয়, সদ্য দাহ নাশ করে ও প্লীহ জ্বর, কাস শ্বাস

ও রক্তপিত্ত এই সকল এই ধাত্রীনাম মহৎ ঔষধি সেবনে নাশ হয়। ৫০১

জীরকাদি মোদক।

জীরকং ত্রিফলা মুস্তং গুড়ূচী মভ্রকং তথা। নাগকেশর পত্রঞ্চ ত্বগেলাচ লবঙ্গকং॥ মুস্তপর্প্পটকং ধন্যাং কণাশুণ্ঠীং সচিত্রকং। সর্ব্বং কর্ষ প্রমাণন্তু শর্করা দ্বিগুণং তথা॥ ঘৃতেন মধুনা সিদ্ধং মোদকং পরিকল্পয়েৎ। ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীতোদকানুপানতঃ॥ জীর্ণজ্বরং নিহন্ত্যাশু বিষমজ্বরমেবচ। প্লীহানঞ্চাগ্নি মান্দঞ্চ কামলা পাণ্ডুনাশনং। জীরকাদ্য মোদকোয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥ ৫০২

সারকৌমুদী।

জীরা, ত্রিফলা, মুথা, গুলঞ্চ, অভ্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, গুড়ত্বক, এলাইচ, লবঙ্গ, নাগর মুথা, ক্ষেত্রপর্প্পটী, ধন্যা, পিপ্পলী, শুণ্ঠী ও চিতামূল এবাং প্রত্যেকে ২ তোলা চিনি ৭২ তোলা ঘৃত মধু সিদ্ধ মোদক প্রাতে ১ তোলা পরিমাণ শীতল জলানুপানে সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য,

কামলা ও পাণ্ডু এই সকল রোগ নাশ হয়। এই জীরকাদ্য মোদক নাম ঔষধি মহাদেবের নির্ম্মিত । ৫০২

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃত ।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্ত মুশীরং কটু রোহিণী । কলিঙ্গকাস্তা মলকী শারি বাতি বিষাস্থিরা ॥ দ্রাক্ষা মলকবিল্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা ॥ সিদ্ধমেতৈ ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণ মপোহতি । ক্ষয়ং কাসং শিরঃ শূলং পার্শ্ব শূল মরোচকং ॥ অঙ্গাভি তাপমাগ্নিঞ্চ বিষমং সংনিয়চ্ছতি । পিপ্পল্যাদ্য মিদং সর্পিঃ ক্ষীরেণাপিচ পচ্যতে ॥ ৫০৩

ঘৃত পাক ৪।৫ দিবসেতে করিবে ঘৃত /২ সের মূর্চ্ছিত করিয়া পরে পিপুল, রক্ত চন্দন, মুথা বেণামূল, কটুকী, ইন্দ্রযব, ভূই আমলা, অনন্তমূল, আতইচ, শালপানী দ্রাক্ষা, আমলা, বেলশুঠা, গন্ধভাদুলে ও কণ্টকারী এষাং প্রতি ২ তোলা ৶ আনা সমুদায়ে পরিমাণ ৪ পল জলে বাটীয়া কল্ক করিয়া মূর্চ্ছিত ঘৃতেতে দিয়া পরে উহাতে /৮ সের জল দিয়া মন্দানল জালেতে পাক সিদ্ধ হইলে নাবাইয়া শীতল হইলে ঐ ঘৃত ২ তোলা বা ১ তোলা পরি-

মাণে উষ্ণ দুগ্ধের সহিতে পান করিলে জীর্ণ জ্বর সদ্যই নাশ পায় এবং ক্ষয়রোগ, কাসরোগ, শিরঃশূল পার্শ্বশূল অরুচী শরীরের অত্যন্ত তাপ বিষমাগ্নি ইহারা সমুদয় নাশ পায় ইহার নাম পিপ্পলাদ্য ঘৃত।

এই সকল দ্রব্যের দ্বারা দুগ্ধ পাক করিয়া খাইলে পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল হয় ইহার নাম পিপ্পলাদি ক্ষীর। ৫০৩

ষট্পল ঘৃত।

পঞ্চ কোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সাসমং। সর্পিঃপ্রস্থং সৃতং প্লীহ-বিষমজ্বর গুল্মনুৎ॥ ৫০৪

ঘৃত ১৬ পল, দুগ্ধ ১৬ পল, জল ১২৮ পল ইহাতে পিপুল, পিপুল মূল, চই, চিতা, শুঁঠ ও সৈন্ধব প্রত্যেকে ১ পল লইয়া জলে বাটীয়া মুর্চ্ছিত ঘৃতে দিয়া পাক কেরিবক পাকাসিদ্ধ হইলে উহা শীতল হইলে প্রত্যহ ২ তোলা বা ১ তোলা ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধ দিয়া পান করিলে প্লীহা, বিষমজ্বর ও গুল্ম নাশ হয়। ৫০৪

দশ মূল ঘৃত।

দশ মূল রসৈঃ সর্পিঃ সক্ষীরৈঃ পঞ্চ কোলকৈঃ॥ সক্ষারৈ র্হন্তিং তৎসিদ্ধং জ্বর কাসাগ্নি মান্দ্যতাঃ॥ বাত পিত্ত

কফ ব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাং ॥ ৫০৫

ঘৃত ১৬ পল, দুগ্ধ ১৬ পল, দশমূল ক্বাথ ১৬ পল, পঞ্চ কোল ৪ পল ও যবক্ষার ১ পল দিয়া ঘৃত পাক করিবেক পাক সিদ্ধ হইলে উহা পান করিলে জ্বর, কাশ, অগ্নিমান্দ্য, বাতপিত্ত ও কফজ ব্যাধি সকল প্লীহা ও পাণ্ডু নাশ হয়। ৫০৫

বাসাদ্য ঘৃত।

বাসাং গুড়ূচীং ত্রিফলাং ত্রায়মাণাং যবাসকং। পক্ত্বাতেন কষায়েণ পয়সা দ্বিগুণেনচ ॥ পিপ্পলী মুস্ত মৃদ্বীকা চন্দোৎপল নাগরৈঃ। কল্কী কৃতৈশ্চ বিপচেদ্ঘৃতং জীর্ণ জ্বরাপহং ॥ ৫০৬

ঘৃত ১৬ পল, বাসকছাল, গুলঞ্চ, ত্রিফলা, গন্ধভাদুলে ও দুরালভা ইহাদিগের ক্বাথ ১৬ পল, গোদুগ্ধ ৩২ পল এই সমুদয় মূর্চ্ছিত ঘৃতেতে দিয়া পিপুল, মূথা, দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, কুড় ও শুঁঠ এই সমুদয় কল্ক দ্রব্য ৪ পল দিয়া ঘৃত পাক করিয়া পাক সিদ্ধ হইলে ঐ ঘৃত ২। বা ১ তোলা পরিমাণ ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে পুরাতন জ্বর নাশ হয়। ৫০৬

গুড়ূচী ঘৃত।

গুড়ূচ্যাঃ ক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতঞ্চৈব প্র-
সাধয়েৎ। জীর্ণ জ্বর হরং শ্রেষ্ঠং গুড়-
চী ঘৃত মেবচ॥ ৫০৭

গুলঞ্চের ক্বাথ ১৬ পল, গুলঞ্চের কল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ হয়। ৫০৭

ত্রিফলা ঘৃত।

ত্রিফলা ক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃত মেব প্র-
পাচয়েৎ। জীর্ণ জ্বর হরং হেতৈৎ ত্রি-
ফলা ঘৃত মুত্তমং॥ ৫০৮

ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল, ত্রিফলা কল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ হয়। ৫০৮

বাসা ঘৃত।

বাসক ক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতমেব প্রপা-
চয়েৎ। জীর্ণ জ্বর হরং হেতৎ বাসক
ঘৃত মেবচ॥ ৫০৯

বাসকছালের ক্বাথ ১৬ পল, বাসকছাল কল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ পায়। ৫০৯

দ্রাক্ষা ঘৃত।

দ্রাক্ষায়াঃ ক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতং বৈদ্যঃ প্রপাচয়েৎ॥ জীর্ণ জ্বর হরং সভ্যং দ্রাক্ষাঘৃত মনুত্তমং॥ ৫১০

দ্রাক্ষার ক্বাথ ১৬ পল, দ্রাক্ষাকল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ পায়। ৫১০

বলা ঘৃত।

বলায়াঃ ক্বাথ কল্কাভ্যাং ঘৃতং ভিষ স্বিপাচয়েৎ॥ জীর্ণ জ্বর হরং শ্রেষ্ঠং ঘৃত মেতন্ন সংশয়ঃ॥ ৫১১

বেলেড়ার ক্বাথ ১৬ পল, বেলেড়া কল্ক ৪ পল ও ঘৃত ১৬ পল [illegible] পাক করিয়া পান করিলে জীর্ণ জ্বর নাশ পায় ইহাতে সংশয় নাই। ৫১১

পঞ্চ মূলী ক্ষীর।

পঞ্চ মূলী সৃতং ক্ষীরং জীর্ণজ্বরং হরং পরং॥ ৫১২

পঞ্চমূলের ক্বাথ ১৬ তোলা লইয়া এবং পঞ্চমূল কল্ক ২ তোলা দুগ্ধ ১৬ তোলা মৃদু জ্বালে বহ্নিতে পাক করিয়া ১৬

তোলা থাকিতে নামাইয়া বিষমজ্বরী মানব খাইলে জ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৫১২

ত্রিকণ্ঠকাদি ক্ষীর।

ত্রিকণ্ঠক বলা ব্যাঘ্রী গুড়নাগর সাধি-
তং। বর্চ্চোমূত্র বিবন্ধঘ্নং শোথজ্বর
হরং পয়ঃ॥ ৫১৩

গোক্ষুরী, বেলেড়া, কণ্টকারী, গুড় ও শুঁঠ এই সমুদয় দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, গোদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা শেষ ১৬ তোলা পাক করিয়া পান করিলে বদ্ধ বল, বদ্ধ মূত্র, শোথ ও জ্বর নাশ করে। ৫১৩

বৃশ্চীরাদি ক্ষীর।

বৃশ্চীরা বিল্ব বর্ষাভূ পয় শ্চোদক মেবচ
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্ব জ্বর
পহং॥ ৫১৪

শ্বেত পুনর্ণবা, বেলশুঁঠা রক্ত পুনর্ণবা ইহাদিগের ক্কাথ ১৬ তোলা, ইহাদিগের কল্ক ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা শেষ ১৬ তোলা, এই ক্ষীর পান করিলে সকল প্রকার জ্বর নাশ পায়। ৫১৪

চব্যাদি ঘৃত ।

পঞ্চকোল সসিন্ধূথৈঃ পলিকৈঃ পয়সা-
সমং । সর্পিঃপ্রস্থংসৃতং শীতং বিষমজ্বর
গুল্মনুৎ ॥ ৫১৫

চই, চিতা, পিপ্পলী, পিপ্পলীর মূল, শুণ্ঠী ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেক ৮তোলা দুগ্ধ /২সের, ঘৃত /২সের এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক সিদ্ধ করিয়া এই ঘৃত সেবনে বিষমজ্বর ও গুল্ম রোগাদি আরোগ্য হয় । ৫১৫

চন্দনাদ্য ঘৃত ।

চন্দনং চিত্রকং সিংহী মুস্তকং বৎস্য
নাগরং । কক্কোলং ত্রয়মাণাচ উশির
সারিবাদ্বয়ং ॥ সর্ব্বমর্দ্ধপলশ্চৈব সোম-
বারে সমাহরেৎ । ক্ষীরাঢ়কং সসাযুক্তং
সর্পিষোর্দ্ধতুলাং পচেৎ ॥ চতুর্থকজ্বরে
শ্রেষ্ঠমুন্মাদে বিষমজ্বরে । ত্রাহিকে শ্বাস
কাসেচ সর্ব্বাপস্মার নাশনং ॥ ৫১৬

রক্তচন্দন, চিতা, বাকস, মুথা, কুরচি, শুণ্ঠী, কাকলা, গন্ধভাদুলে, গন্ধবেণা, অনন্তমূল ও শ্যামালতা এই কএক দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ তোলা দুগ্ধ ৮ সের ও ঘৃত ৫০ পল

এই সকল দ্রব্য একত্র সোমবার দিবসে পাক আরম্ভ করিয়া পাকান্তে শীতল হইলে এই ঘৃত সেবনে চাতুর্থক জ্বর উন্মাদ বিষমজ্বর ত্র্যাহিক জ্বর শ্বাস কাস ও বিবিধ প্রকার অপস্মার রোগ আরোগ্য হয়। ৫১৬

তৈলপাকের বিবরণ।

প্রথমে মূর্চ্ছনং তৈলে ক্কাথদেয়ং দ্বিতী-
য়তঃ। কল্ক দ্রব্যং তৃতীয়েচ গন্ধদ্রব্যং
তথাপরে। ক্রমেণ বিধিবৎ পাচ্যং মন্দ
মন্দাগ্নিনা ভিষক্। নির্ম্মলং নির্জ্জলং
তৈলং তথা সিদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৫১৭

তৈল প্রথমে মূর্চ্ছন করিবে দ্বিতীয় দিবসে ক্কাথ্য দ্রব্য জলের সহিত পাক করিয়া তৈলেতে দিবে তৃতীয় দিবসে কল্ক দ্রব্য দিয়া গন্ধদ্রব্য দিবেক। তৈল ক্রমে বিধ্যানুসারে মন্দ২ অগ্নিতে পাক করিয়া নির্জ্জল ও নির্ম্মল হইলে পাক সিদ্ধ হয়। ৫১৭

তৈল মূর্চ্ছন প্রকরণ।

তৈলং কৃত্বা কটাহে দৃঢ়তর বিমলে মন্দ
মন্দানলেন। পাচ্যং নিষ্ফেণ ভাবগত
মিহহিতদা মুর্চ্ছদ্রব্যং প্রদেয়ং॥ ৫১৮

পরিস্কার দৃঢ় কড়া কিম্বা খুলিতে মৃদু অগ্নিতে পাক

করিতে করিতে তৈল নিস্ফেণ হইলে মূর্চ্ছন দ্রব্য সকল দিবেক। ৫১৮

মূর্চ্ছনা দ্রব্য।

মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈর্জ্জলধরনলুকৈঃ সামলৈ সাক্ষপথ্যৈঃ। সূচীপত্রাম্ব্রিনীরৈরুপহিত মথিথৈর্গন্ধ যোগং জহাতি॥ ৫১৯

মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, লোধ, মুথা, লালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার নামনা এই সকল দ্রব্য তৈলের ষোল অংশের এক অংশ লইয়া শিলাতে বাটিয়া তৈল কটাহ নাটীতে নামাইয়া মূর্চ্ছনা দ্রব্য সকল ক্রমে ক্রমে দিবে। ৫১৯

গন্ধদ্রব্য দিবার বিধি।

এলাচন্দন কুমকুমাগুরু স্রুবাকাকোলী নাংসী শঠী। শ্রীবাসস্তেজপত্রং সুরতরু সরনং প্রান্থিকং নাগদন্তী॥ কস্তূরী কৌশিকঞ্চ মৃগমদনথকং শৈলজং দেবপুষ্পং মেথী কর্পূর মেতদেব লিখিতং তৈলস্য গন্ধার্থতঃ॥ ৫২০

এলাইচ, রক্তচন্দন, কুমকুম, অগোর, মুর্ব্বালতা, কাকলা, জটামাংসী শঠী, শ্বেতচন্দন. তেজপত্র, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ,

গেঠেলা, নাগদনা, কস্তূরীবৃক্ষের বীজ, গুগ্গুল, মৃগনাভী, নখী, শৈলজ, লবঙ্গ, মেথি ও কর্পূর তৈলের গন্ধের নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য লিখিত হইয়াছে। ৫২০

পাক তৈলের গুণ।

নাস্তি তৈলবরং কিঞ্চিদ্দোষঘ্নং মারুতাপ
হং। পক্কং সকল্কস ক্কাথং সর্ব্ব রোগ
হরং স্মৃতং। ৫২১

তৈল ভিন্ন বাত রোগ নিবারণের শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। তৈল ক্বাথ আর কল্ক দ্রব্য সংযোগে পাক হইলে বিভিন্ন প্রকার রোগ শান্তি হয়। ৫২১

তৈল পাকের কাল নিরূপণ।

তৈল মূর্চ্ছা মেকরাত্রং ক্বাথপাচ্যং দ্বিবা-
সরং। কাঞ্জিকঞ্চ ত্রিরাত্রঞ্চ পচেৎ
তৈলং ভিষগ্বরঃ। মাংসাদিক্বাথ নি-
র্জ্জাসে পচেৎ রাত্র চতুষ্টয়ং। শতমূলী
রসৈঃ পঞ্চ দধ্যাদি ষষ্ঠ রাত্রকং।
সপ্তরাত্রং পচেৎ ক্ষীরং কল্কৈশ্চ সর্ব্বরীং
পচেৎ। গন্ধদ্রব্যং নবরাত্রং তৈলং ঘৃত
বদাদিশেৎ॥ ৫২২

প্রথম দিবসে তৈল মূর্চ্ছন করিয়া একরাত্র রাখিবে পরে কোন দ্রব্যাদির ক্কাথ দ্বিতীয় দিবসে দিবে তৃতীয় দিবসে কাঞ্জি ঐমত দিবেক, মাংসাদির ক্কাত চতুর্থ দিবসে দিবে শতমূলীর রস পঞ্চম দিবসে, দধি বা দধিমন্থন ষষ্ঠ দিবসে, দুগ্ধ সপ্তম দিবসে, কল্ক দ্রব্যাদি অষ্টম দিবসে গন্ধ দ্রব্যাদি নবম দিবসে দিলে তৈল পাক সিদ্ধ হইবে। ৫২২

পাক তৈল ও ঘৃতের গুণাগুণ কথন।

স্নেহাদ্যং পূর্ণ বীর্য্যন্তু চতুর্মাসং ততঃ-পরং॥ অবীর্য্যন্তুং ঘৃতং সিদ্ধং হীন বীর্য্যন্তু কেবলং। তৈল বিপর্য্যয়ং বিদ্যা পক্কাপক্কে বিশেষতঃ॥ ৫২৩

ঘৃতাদি দ্রব্য চতুর্মাস পর্য্যন্ত উত্তম থাকে বৎসরাবধি মধ্যম থাকে, তার পরে নিস্তেজ হইয়া যায়, কিন্তু তৈল সেরূপ নহে। ইহা বৎসরাবধি নিস্তেজ থাকে পরে যত পুরাতন হয় তত ইহার গুণ বৃদ্ধি হয়। ৫২৩

মহালাক্ষাদি তৈল।

তৈলং প্রস্থদ্বয়ং লাক্ষারস প্রস্থত্রয়ং পচেৎ। আরনালাঢকে নৈব দধিমন্থ চতুর্গুণং। নিশাশতাহ্বা মূর্ব্বাচ রাস্নাচ মধুযষ্টি

কা। প্রিয়ঙ্গু ঘনকুষ্ঠঞ্চচন্দনং দেবদারুকং। মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠঞ্চ বৎসকঞ্চ সমন্বিতং। এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ তৈলকল্কং বিপাচয়েৎ॥ বাসয়েৎ কর্পূরৈনব সর্ব্ব জ্বর বিনাশনং। বাতিকান্ পৈত্তিকান্ চৈব বিষমাখ্যং জ্বরং তথা॥ ধাতুস্থং কর্ম্মদোষস্থং সন্ততং সততাখ্যকং। ভূতো ত্থমভিচারোত্থ নানা দোষোদ্ভবস্তথা। কামদোষোদ্ভবঞ্চৈব তৃতীয়কং চতুর্থকং। ঐকাহিক দ্বাহিকঞ্চ বাতব্যাধি বিনাশনং। নাশয়েৎ মাত্র সন্দেহঃ তৈলং লাক্ষাদি কং মহৎ॥ ৫২৪

পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছিত তিল তৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ ৬ সের, কাঁজি ৬ সের, ও দধিমস্তু ৬ সের কল্কার্থ হরিদ্রা শুলফা, মূর্ব্বা, রাস্না, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, কুড়, রক্ত-চন্দন, দেবদারু, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ ও ইন্দ্রাব এই সকল প্রত্যেকে ৮ তোলা একত্রে পাক সমাপ্ত করিয়া কর্পূরাদি যথোচিত গন্ধ দ্রব্য দিয়া শরীরে অভ্যঙ্গে সর্ব্ব প্রকার জ্বর বাতজ পিত্তজ বিষম ধাতুস্থ কর্ম্মদোষজ সন্তত সতত ভূতজ এবং নানা প্রকার অভিচারজ নানা দোষোদ্ভব কামজ শোকজ ত্র্যাহিক চাতুর্থক ঐকাহিক দ্ব্যাহিক এবং

বাত ব্যাধি ইত্যাদি রোগ এই মহৎ লাক্ষাদি তৈলে বিনাশ হয়, সংশয় নাই। ৫২৪

শীতভূঞ্জিত তৈল।

ত্বৃত্তিক্তা নিশা লাক্ষা গন্ধবীজা তিজাতকং ত্রিকটু ত্রিফলঞ্চৈব কার্ষিকন্ত পৃথক পৃথক্ কটুতৈলোদ্ভবং প্রস্থং ক্বাথার্থ তৈল পাদিকং কোকিলাক্ষ হিলমোচী কেশরাজশ্চ ভৃঙ্গজৈঃ এতেষাঞ্চ রসং দত্ত্বা পাচয়েৎ কুশলোভিষক্ একজং দ্বন্দজঞ্চৈবং ত্রিদোষ বিষম জ্বর দাহশীত জ্বরঞ্চৈব সশোথং পাণ্ডুকামলং প্লীহানাং যকৃত গুল্ম জীর্ণ জ্বর বিনাশনং শীত ভুঞ্জ মিদং স্তৈলং সর্ব্বরোগেসু মোজয়েৎ॥ ৫২৫

মূর্চ্ছার্থে কটু তৈল /৪, কুম্পের রস, কেশুত্তের রস, ও ভীমরাজের রস প্রত্যেক এই সকল রস /১ সের কাল্কার্থ তেউড়ী মূল, চিরতা, হরিদ্রা, লাক্ষা, মেথি, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এলাইচ, তেজপত্র, ও গুড়ত্বক এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা কোকিলাক্ষ, হেলেঞ্চাশাক, কেশুত্তে, ভীমরাজ ইহাদিগের প্রত্যেক রস ১ সের সকল দ্রব্যে

পাক সিদ্ধে এই শীত ভুঞ্জিত নামক তৈল মর্দ্দনে প্রত্যেক তাতে দ্বন্দজ ত্রিদোষজ্ঞ জীর্ণ বিষম দাহ শীত জ্বরাদি এবং শোথ পাণ্ডু কামল প্লীহ যকৃৎ গুল্ম নাশ হয়। ৫২৫

অশ্বগন্ধা তৈল।

জীবন্তী মধুকং রাস্না চন্দনঞ্চ মহাসহা।
কাকমুদ্গা বিকসাচ ত্রিফলা জীরক দ্ব-
য়ং॥ লোধ্র নিশা দ্বয়ং মুস্তং বচা
স্থিরা বিড়ঙ্গকং। এতেষাং কার্ষিকং
ভাগং ক্ষীরং লাক্ষা শতাবরী॥ অশ্ব-
গন্ধাকৃতং ক্বাথং তৈল তুল্যং বিপা-
চয়েৎ। সিদ্ধ শীতে প্রয়োক্তব্যং ত্রি-
দোষে বিষম জ্বরে॥ জীর্ণ জ্বরে মূত্র-
রোগে বাতে শূলে হলীমকে। দ্বন্দজে
সর্ব্বজে চৈব বাতব্যাধি বিনাশনং॥
অশ্বগন্ধা মিদং তৈল সর্ব্ব জ্বর প্রমা-
দনং। ৫২৬

মূর্চ্ছার্থ তিল তৈল, /৪ ক্বাথার্থ লাক্ষার ক্বাথ দুগ্ধ, শীতমূলীর রস অশ্বগন্ধ ক্বাথ প্রত্যেকে তৈল তুল্য কল্কার্থ জীবন্তি, যষ্টিমধু, রাস্না, রক্তচন্দন, মাষানি, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, ত্রিফলা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, লোধ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা,

মুথা, বচ, শালপানি, ও বিড়ঙ্গ এষাং প্রতি ২ তোলা এই তৈল মর্দ্দনে ত্রিদোষ জ্বর বিষমজ্বর জীর্ণজ্বর মুত্ররোগ বাতশূল হলীমক দ্বন্দজ এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ নাশ হয়। ৫২৬

বৃহৎ পিপ্পল্যাদি তৈল।

পিপ্পলী মুস্ত ধন্যাকং রেণুকং ত্রিফ-লা বচা। যমানীচা জমোদাচ চন্দনং পুষ্করাভয়া॥ শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষীচ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকং। ভূনিম্বা রিষ্ট-পত্রাণি মহানিম্বো নিদিগ্ধিকা॥ গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণীচ বৃহতী দন্তী চিত্রকং। বৃ-ক্ষাম্লং রজনী দার্ব্বী পর্প্পটং করি-পিপ্পলী॥ এতেষাং কর্ষিকৈঃ কল্কৈ স্তৈল প্রস্থং বিপাচয়েৎ। দধি কাঞ্জি-ক তক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গ রসৈ স্তথা॥ প্রস্থ প্রস্থং সমাদায় শনৈ র্মৃদ্বাগ্নিনা প-চেৎ। সিদ্ধ মেতৎ প্রয়োক্তব্যং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥ একজং দ্বন্দজঞ্চৈব দোষ ত্রয়ং সমুদ্ভবং। সন্ততং সততং মেদ্যং তৃতীয়ক চতুর্থকং॥ মাসজং পক্ষজং চৈব চিরকালানুবন্ধিনং। স-

মস্তং নাশয়েত্যাশু পিপ্পল্যাদি মিদং মহৎ॥ ৫২৭

মুর্চ্ছার্থ তিল তৈল /৪ ক্কাথার্থ দধিমস্থ কাঁজি ঘোল টাবানেবুর রস এই চারি দ্রব্যের রস প্রত্যেকে /৪ সের কল্কার্থ পিপ্পলী, মুথা, ধন্যা, রেণুক, ত্রিফলা, বচ; যমানী বনযমানী, রক্তচন্দন, কুড়, হরীতকী, শঠী, দ্রাক্ষা, রাথাল সসার মুল, শালপাণি, গোক্ষুরী, চিরতা, নিম্বপত্র, মহানিম্ব কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, চাকুল্যা, বৃহতী, দন্তী, চিতা, তেউড়ী, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, ক্ষেত্রপপ্পটী, ও গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পূর্ব্ববৎ প্রত্যেক দ্বন্দজ ত্রিদোযজাত সন্তত সতত মেদগত তৃতীয়ক চাতূর্থক মাসজ পক্ষজ এবং চিরকালনু বন্ধিনি সমস্থ জ্বর নাশ হয়। ৫২৭

কিরাতাদি তৈল।

মূর্ব্বালাক্ষা হরিদ্রেদ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্র-বারুণী। পুষ্করং হ্রীবেরং রাস্না কপি-বল্লী কটুত্রয়ং॥ পাঠা চেন্দ্র যবশ্বৈব লবণ ত্রয় সংযুতং বাসকার্ক শ্যামাদাক মহাকাল ফলং তথা। দধিমস্থার নালেন কৈরা তেনচ সংপচেৎ॥ প্রস্থ প্রস্থং সমাদায় তৈল প্রস্থে বিপা-চয়েৎ। লিপ্ত ভূক্ত জ্বরশ্চৈব সন্ততং

সততং তথা ॥ ধাতুস্থং অস্থিমজ্জস্থং সর্ব্ব জ্বরং ব্যাপোহতি ॥ কামলাং গ্রহনীঞ্চৈব অতিসারং হলীমকং। প্লীহা পাণ্ডু শ্বয়থুঞ্চ নাশয়েৎ নাত্র সংশয়ঃ। নাস্তি তৈল বরঞ্চৈব জ্বর দর্প কুলান্তকং। ৫২৮

মুর্চ্ছার্থে কটু তৈল /৪ দধিমস্তু /৪ কাঞ্জি ও চিরতার ক্বাথ / কল্কার্থে, মুর্ব্বা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখাল সসার মূল, কুড়, গুড়ত্বক, রাস্না, গজপিপ্পলী, বলা, ত্রিকটু, বিট সৈন্ধব, সচল, লবণ, আকণাদি ইন্দ্রযব বাসক, শ্বেত আকন্দ, শ্যামলতা, দেবদারু ও মাখালফল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা সকলে একত্রে পাক সিদ্ধে কিরাতাদি নাম তৈল মর্দ্দনে লিপ্ত ভুক্ত জ্বর এবং সাংঘাতিক ত্রিদোষজ প্রকৃত বৈকৃত সংকৃত দ্বন্দজ বিষম কামজ ভূতজ ইত্যাদি জ্বর সকল এবং কামলা গ্রহণী অতিসার ও হলিমক রোগ নাশ হয়। ৫২৮

পিপ্পল্যাদি তৈল।

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী। বিড়ঙ্গং সৈন্ধবঞ্চৈব জীরকচাম্ল বেতসং ॥ যবক্ষারং সকুষ্ঠঞ্চ গ্রন্থিপর্ণী শঠী তথা। তালীশং শত-

পুষ্পাচ যষ্ঠী মধুক মেবচ ॥ অমৃতা নাগরঞ্চৈব পৃশ্নিপর্ণী বলাস্তথা। নিম্ব বাসক মূলঞ্চ বর্ষা ভূশ্চ ত্রিকণ্টকং ॥ রাস্না চারগ্বধশ্চৈব দেবদারু ঘনাবচা। এতেষাং কর্ষিকং ভাগং তৈল প্রস্থে বিপাচয়েৎ ॥ মাতুলুঙ্গ রসেনৈব তক্র নির্গুণ্ডীকা রসং। তৈল তুল্যং প্রদাতব্যং পাচয়েন্মতিমান্ ভিষক্ ॥ একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব দোষ ত্রয় সমুদ্ভবং। সন্ততং সততাখ্যঞ্চ তৃতীয়ক চতুর্থকং। মাসজং পক্ষজঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনং ॥ এতাংশ্চ নাশয়েদ্রোগান পিপ্পল্যাদি মিদং মহৎ। তৈল মেতৎ প্রশংসন্তি জীর্ণেচ বিষমজ্বরে ॥ ৫২৯

মুর্চ্ছার্থ কটু তৈল /৪, ক্বাথার্থ টাবানেবুর রস /৪, ঘোল /৪, নির্গুণ্ডী পত্র রস /৪, এবং কল্কার্থ পিপলী, পিপলীর মূল, চিতা, গজপিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, জীরা, অম্লবেতস, যবক্ষার, কুড়, গেঠেলা, তালিশপত্র, শুলফা, শঠী, শুণ্ঠী,

জৈষ্ঠমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, বেলেড়া, নিম্ব, বাকসমূল, শ্বেত-পুনর্ণবা, গোক্ষুরী, রাস্না, শোদাল, দেবদারু ও বচ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা পাক সমাপ্তে এই পিপ্পল্যাদি তৈল মর্দ্দনে বাত পিত্ত, শ্লেস্ম দ্বন্দজ, ত্রিদোষ সন্তত, সতত তৃতীয়ক চতুর্থক মাসজ পক্ষজ বহুদিনাক্রান্ত জীর্ণ বিষমাদি বিবিধ প্রকার জ্বর আরোগ্য হয । ৫২৯

যবাদ্য তৈল ।

যব চূর্ণার্দ্ধ কুড়বং মঞ্জিষ্টার্দ্ধ পলেষুচ । সাধিতং ষড়্ গুণারনালে তৈল প্রস্থে ভিষগ্বরঃ । জ্বরং দাহং মহাঘোরং মর্দ্দনাচ্চ বিনাশনং ॥ ৫৩০

মূর্চ্ছান তৈল /৪, কাঁজি ।।৪ সের, কল্কার্থ যবচূর্ণ ৪ পল, ও মঞ্জিষ্ঠা ৪ তোলা পাক সিদ্ধ হইলে এই তৈল মর্দ্দনে মহা ঘোর জ্বর ও দাহ নাশ হয় । ৫৩০

লাক্ষাদি তৈল ।

লাক্ষা হরিদ্রা মঞ্জিষ্টা কল্কৈ স্তৈলং বিপাচয়েৎ । ষড়গুণারনালেন দাহ শীত জ্বরাপহং ॥৫৩১

মুর্চ্ছান তৈল /৪, পুরাতন কাঁজি ।।৪ সের ও কল্কার্থ লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে এক পল

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে দাহ শীত জ্বরাদি আরোগ্য হয়। ৫৩১

মহৎ লাক্ষাদি তৈল।

লাক্ষা রসাঢকে প্রস্থং তৈলস্য বিপচে-
দ্ভিষক্‌। মস্ত্বাঢক সমাযুক্ত কল্কদ্রব্যং
প্রদাপয়েৎ॥ শতপুষ্পা হরিদ্রাচ মূ-
র্ব্বা কুষ্ঠঞ্চ রেনুকং। কটুকং মধুকং
রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারুকং। বৃহতী চ-
ন্দনং মুস্তং প্রত্যেকাক্ষ সমাংশকৈঃ।
দ্রব্বৈরেভিস্তু সংসিদ্ধং অভ্যাঙ্গান্মারু-
তাপহং। বিষমাখ্য জ্বরং হন্তি কাস
শ্বাস মরোচকং। ত্রিক পৃষ্ট কটি
গাত্র কম্তংশ্চ স্ফোটকং তথা।
পাপালক্ষ্মী প্রশমনং সর্ব্বগ্রহ বিনাশ-
নং॥ অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সম্যক্‌ তৈলং
লাক্ষাদিকং মহৎ॥ ৫৩২

মূর্চ্ছার্থ তিলতৈল /২ সের, ক্বাথার্থ্য লাক্ষা /৮সের ও জল ৩২ বত্রিশ সের পাকাবশেষ /৮ সের, দধিমস্তু /৮ সের এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পাক হইলে /৮ সের ক্বাথ তৈলে থাকিতে কল্ক দ্রব্য দিবে যথা শুল্ফা, হরিদ্রা, মূর্ব্বা, কুড়,

রেনুক, কটকী, যষ্ঠিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা, দেবদারু, ব্যা-কুড়, রক্তচন্দন ও মুথা এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা পা-কান্তে তৈল সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দন করিলে বায়ুরোগ বিবিধ প্রকার বিষম জ্বর কাস শ্বাস অরুচি ত্রিক পৃষ্ঠ কটিগত রোগ কণ্ডু ও স্ফোটকাদি আরোগ্য হয় পাপালক্ষ্মী ও গ্রহ বৈগুন্য পীড়াদির উপশমের নিমিত্ত অশ্বিনিকুমার এই মহৎ লাক্ষাদি তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন। ৫৩২

দূর্ব্বাদ্য তৈল।

দূর্ব্বা চব্যং ফলং মাষং কুলত্থং বংশ পত্রিকা। জল স্থলোদ্ভবৌ কর্ণ মোরটৌ খর মঞ্জরী। দণ্ডোৎ পলস্য মূলানি ক্কা-থ্যমষ্ট গুণাম্ভসি। তৎসর্ব্বং শোধিতে তৈলে তৈল তুল্যং বিপাচয়েৎ॥ তত্তৈলং প্রতিমার্দ্দেন নস্যেনৈব জ্বরং জয়েৎ। ৫৩৩

দূর্ব্বাচই ফল, মাষকলাই, কুলত্থকলাই, বঁশলোচন, জল-স্থলকজাত কর্ণমোট, অপামার্গ ও দণ্ডোৎপল এই কয় দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধসের লইয়া জল ।৬ সের শেষ ক্কাথ /৪ সের থাকিতে কটু তৈল /৪ সের সহিত পাক ক-রিয়া সিদ্ধ হইলে মর্দ্দন দ্বারা এবং নস্য দ্বারা জ্বর নাশ হয়। ৫৩৩

ক্ষীর অঙ্গারক তৈল।

পিপ্পলী পিপ্পলী মূলং চব্যং চিত্র মহৌষধং। তালীশং বিকসা দারু কার্ষিকং সম ভাগিকং ॥ ক্ষীরারনালৈঃ পচেৎ পশ্চাৎ জম্বীরস্য রসেনচ। প্রত্যেকং তৈল সংতুল্যং ক্ষীরং দেয়ং দ্বিগুণকং ॥ পাচয়েৎ কুশলো বৈদ্যঃ কর্পূরেণৈব বাসিতং। বাতিকং পৈত্তিকং চৈব দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকং ॥ সন্তত সততশ্চৈব জীর্ণ বিষম সংজ্ঞকং। কামলা পাণ্ডু রোগঞ্চ প্লীহানং যকৃত তথা ॥ সর্ব্ব জ্বরং নিহন্ত্যাশু তৈল মঙ্গারকং মহৎ। ৫৩৪

পিপ্পলী, পিপ্পলী মূল, চই, চিতা, শুণ্ঠী, তালীশ পত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও দেবদারু এই সকল কল্ক দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা। মূর্চ্ছন তিলতৈল /৪, দুগ্ধ /৮, কাঞ্জিক /৪ ও গোঁড়া লেবুর রস /৪ ক্রমে পাক হইলে যথা সম্ভব গন্ধ দ্রব্য দিবেক এই ক্ষীর অঙ্গারক নামক তৈল কর্পূর দ্বারা সুগন্ধি করিবে বাতিক, পৈত্তিক, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক, সন্তত, সতত, জীর্ণ ও বিষমজ্বর সকল বিনাশ হয়, কামলা, পাণ্ডু, যকৃৎ, বিনাশ হয়। ৫৩৪

বৃহৎ ষটকটু তৈল।

সুক্তারনালা দধিমস্তুতক্রং। ফলাম্বু-
ভাগেন সমং হিতৈলং॥ কৃষ্ণাদি-
কল্কৈ মৃদুবহ্নি সিদ্ধং। অভ্যাঞ্জনে
বাত কফজ্বরাণাং॥ নিবারণং তদ্বি-
ষমজ্বরাণাং। ষটকটু তৈল বরং
মহাচ্চ॥ ৫৩৫

কটু তৈল /৪ সের, সুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দধি /৪ সের, দধির মাৎ /৪ সের, ত্রিফলা ক্বাথ /৪ সের, কল্কার্থ পিপ্পলাদি পাচন কল্ক মিলিত /১ সের মৃদ্ব-গ্নিতে সিদ্ধ করিয়া এই তৈল মর্দ্দনে বাত কফ জ্বর বিষমজ্বর নিবারণ হয়। ৫৩৫

অঙ্গারক তৈল।

অভ্যাঙ্গাচ্চ প্রদেহাচ্চ সন্ধিস্থে বিষম-
জ্বরে শীতোষ্ণঞ্চ কৃতং দদ্যাৎ সর্ব্ব
জীর্ণ জ্বরে ভিষক্॥ মূর্ব্বা লাক্ষা হরি-
দ্রেদ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্র বারুণী। বৃহ-
তী সৈন্ধবং রাস্না কুষ্ঠং মাংসী শতা-
বরী আরনালাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্য বি-

পচেদ্ভিষক্ ॥ তৈলং অঙ্গারকং নাম
সর্ব্বজ্বর বিনাশনং ॥ ৫৩৬

এই তেল সর্ব্বাঙ্গে বিশেষ সন্ধিস্থানে মর্দ্দনে জীর্ণ জ্বর সকল নাশ হয়। মর্দ্দন করনের সময় ঈষদুষ্ণ করিয়া বৈদ্য ব্যবহার করিতে দিবেক।

প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মুর্চ্ছন করা কটু বা তিল তেল /২ সের ক্কাথার্থ পুরাতন কাঁজি /৮ সের কল্কার্থ লাক্ষা, মূর্গা, হরিদ্র, দাক হরিদ্রা, মঞ্জিষ্টা, রাখালসশার মূল ব্যাকুড় সৈন্ধব, রাস্না, কুড়, জটামাংসী ও শতমূলী প্রত্যেক মিলিত অর্দ্ধ সের, পাক সিদ্ধ এই তেল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনাশ হয়। ৫৩৬

শুদ্ধস্যো ভয়তো যস্যজ্বরঃ শান্তিং ন-
গচ্ছতি। অশেষ দোষরূক্ষস্য তস্য তং
সর্পিষা জয়েৎ ॥ ৫৩৭

অশেষ দোষে রুক্ষ ব্যক্তি জ্বরিত হইলে তাহাকে বিরেচন দ্বরা সংশোধনে করিবে যদ্যপি তদ্দ্বারা জ্বর শান্তি না হয় তখন তাহাকে ঘৃত ভোজন করাইলে জ্বর শান্ত হইবে। ৫৩৭

ক্লশক্ষৈবাল্প দোষঞ্চ শমনীয়ৈরুপাচরেৎ।
উপবাসৈস্ত্বন্তু জ্বরে সন্তর্পনোত্থিতে ॥
ক্লিন্নাং যবাগুংমন্দাগ্নিতৃষার্ত্তংপায়য়েন্নরং।

তৃট্ছর্দ্দিদাহঘর্ম্মার্ত্তং মদ্যপং লাজতর্পণং॥
সক্ষৌদ্রমদ্ভসা পশ্চাৎ জীর্ণে সমাংসরসোদ
নং॥ ৫৩৮

দুর্ব্বল, অল্প দোষ জ্বরিত ব্যক্তিকে পাচন পান করাইলে রোগী জ্বর মুক্ত হইবে।

গুরুতরাহার শীতল দ্রব দ্রব্য পানাদি হেতুক জ্বর জায়মান হইলে জ্বরিত বলবান মানবকে উপষাস করাইবে তাহাতে যদ্যপি মানব তৃষ্ণাতুর ও ক্ষুধা রহিত হয় তবে তাহাকে যথাগূ অর্থাৎ জল দ্বারা পাঠিত যবের তরল ক্বাথ পান করাইলে রোগী জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

মদ্যপায়ী ব্যক্তি যদ্যপি জ্বরিত হয় এবং তৃষ্ণা বমন দাহ ঘর্ম্মেতে পীড়িত হয় তাহাকে লাজের তরল ক্বাথ মধু জলের সহিত পান করাইয়া জীর্ণ হইলে মাংস যূষের সহিত অন্ন পথ্য প্রদান করিবে তাহাতেই সেই ব্যক্তি জ্বর মুক্ত হইবে। ৫৩৮

উপবাস শ্রমকৃতে ক্ষীণে বাতাধিকে
জ্বরে। দীপ্তাগ্নিং ভোজয়েৎ প্রাজ্ঞঃ
মৎস্যমাংস রসোদনং॥. মুদ্গাযষোদন-
শ্চাপি হিতং কফ সমুত্থিতে। সএব
সিতয়াযুক্তঃ হিতঃ পিত্ত সমুত্থিতে॥
দাড়িমাম্ল লমুদ্গানাং যূষষ্মানিল পৈ-

ত্তিকে ॥ হ্রস্বমূলক যূষণ ভোজয়েৎ কফবাতিকে ॥ পটোল নিম্ব যূষশ্চ হিতঃপিত্তকফাত্মকে। ৫৩৯

উপবাস বা শ্রম জন্য জ্বর হইলে অথবা ধাতু ক্ষয় জন্য জ্বর হইলে এবং বায়ু প্রবল জ্বর হইলে যদ্যপি জ্বরিত ব্যক্তি, দীপ্তাগ্নি হয় তাহাকে মাংস রসের সহিত অন্ন-পথ্য দিবে। জ্বর, কফ জন্য হইলে তথায় মুদ্গা যুষের সহিত অন্ন পথ্য দিবে। পিত্ত জন্য জ্বর হইলে, তথায় চিনির সহিত মুদ্গা যুষ পথ্য দিবে। বাত পিত্তজ জ্বর হইলে তথায় দাড়িম আমলকী মুদ্গের যুষ পথ্য দিবে। কফ বাতিক জ্বরেতে হ্রস্ব মূলক যুষ পথ্য দিবে। পিত্ত কফ জন্য জ্বরেতে পটোল ও নিম্বের যুষ পথ্য দিবেক। ৫৩৯

দীর্ঘপত্রক কর্ণাখ্যনেত্রং খদির সংবৃতং।
তাম্বূলৈস্তাদ্দিনেভুক্তং প্রাতর্বিষমজ্বরনুৎ॥
রসোন কল্কংতিল তৈলমিশ্রং যোশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ। বিমুচ্যতে সোপ্য চিরাৎ জ্বরেণ বাতামযৈশ্চাপি সুঘোর রূপৈঃ ॥ ৫৪০

প্রভাত সময়ে সোদালের মূল, রসোনের মূল, খদির তাম্বূলের সহিত ভক্ষণ করিলে বিষম জ্বর নাশ পায়। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে রসোনের কল্ক, তিল তৈলে মিসাইয়া

প্রত্যহ ভক্ষণ করে, সেই বিষম জ্বরী, জ্বর, এবং সুকঠিন বায়ু জন্য পীড়া হইতে শীঘ্রই মুক্ত হয়। ৫৪০

প্রাতঃ প্রাতঃ সসর্পিবা রসোনমু পযো-
জয়েৎ। পিপ্পলী বর্দ্ধমান স্বাপিবেৎ
ক্ষীররসাশনঃ॥ ষট্পলন্বা পিবেৎসর্পিঃ
পথ্যাম্বা মধুনালিহেৎ পয়স্তৈলং ঘৃতঞ্চৈব
বিদারীক্ষুরসো মধুঃ। সংমূর্চ্ছ্য পায়
য়েদেতদ্বিষম জ্বর নাশনং॥ ৫৪১

যে ব্যক্তি, প্রভাত সময়ে প্রত্যহই ঘৃত সহিত, রসোন ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, পিপুলকে প্রত্যহ এক এক বাড়াইয়া ভক্ষণ করে, এবং দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করে, সেই ব্যক্তি বিষয় জ্বর হইতে মুক্ত হয়। যেই ব্যক্তি, ষটপল্ ঘৃত, রাত্রি যোগে শয়ন কালে ক্রমে ক্রমে প্রত্যহ ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, শয়ন কালে প্রত্যহই মধু দিয়া হরীতকী ভক্ষণ করে, সেই ব্যক্তি, বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি, দুগ্ধেতে তিল তৈলেতে বা ঘৃতেতে ভূমিকুস্মাণ্ড, ইক্ষুর রস, ও যষ্টিমধু দিয়া পাক করিয়া খায় সেই ব্যক্তি বিষমজ্বর হইতে মুক্ত হয়। দুগ্ধেতে তিন দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ। করিবে তৈলেতে তিন দ্রব্য সিদ্ধ করিয়া তৈলের সহিত

ভক্ষণ, করিবে ঘৃতেতে সিদ্ধ করিয়া ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। ৫৪১

কপোত পক্ষিণঃ পক্ষম, নেত্র দ্বয় মথাপিবা। ধারয়েচ্চ রবে বারে হস্তে বা মস্তকে থবা॥ কম্পজ্বর বিনাশঃ স্যান্নাত্র কার্য্যাবিচারণা। ৫৪২

গৌরীকাঞ্চলিকা।

ঘুঘুপক্ষির পর অথবা নয়নদ্বয় রবিবারেতে সংগ্রহ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তেতে, স্ত্রী জাতি বাম হস্তেতে এবং মস্তকে ধারণ করে তাহার কম্পজ্বর বিনাশ হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫৪২

বিল্ব পত্র সমূহাংশ্চ মরিচ সহ সংযুতান্। নির্ম্মলে প্রস্তরে ক্ষিপ্ত্বা মর্দ্দয়েন্নির্ম্মলৈ জলৈঃ। যদা কর্দ্দমতাং প্রাপ্তং দ্রব্যংতৎ গৃহ্যযত্নতঃ॥ রৌদ্রে সংশোষ্য মতিমান্ বটীকাং চণ সন্নিভাং। কৃত্বাচ দাপয়েৎ শীঘ্রং জ্বরাগমন পূর্ব্বতঃ ঘৃতেন ধেনুজাতেন পিবেচ্চ স্থিরমানসঃ। অবশ্যং জ্বরমুক্তঃ স্যান্নরঃ শুদ্ধ কলেবরঃ॥ ৫৪৩

তেলাকুচার পাতা কতকগুলি আনিয়া শুঁড়া ফেলা-

ইয়া দিয়া জলে ধৌত করিবেক পরে যত গুলি পাতা লইবে তাহার ওজনে কালমরিচ লইয়া উত্তম শিলাতে জল দিয়া পেষা করিবে যখন কাদার ন্যায় হইবে তখন রৌদ্রেতে শুখাইয়া বটী ছোলার মত করিবে পরে বমন বিরেচন দ্বারা শুদ্ধ দেহ ব্যক্তি, জ্বর আসিবার পূর্ব্বেতে গব্য ঘৃত সহিত স্থির মন হইয়া পান করিলে কম্প জ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৫৪৩

তোলকদ্বয় সম্মানাং ব্রহ্মদর্ভাং সুসং-
স্কৃতাং। আনীয় পাতয়েদ্রাত্রৌ জল
পূর্ণেচ পাত্রকে॥ ততঃপ্রাতঃ সমুদ্ধৃত্য
জলপূরিত পাত্রকে। সংশোষ্য সূর্য্য
কিরণৈঃ সংখোদ্য পাত্র সংস্থিতান্॥
তণ্ডুলাংশ্চ সমুৎপাদ্য পাদমরিচসংযুতান্
কৃত্বাচ পেষয়েৎ খল্লে সমালোড্যচ
পানিনা। মৃদ্বগ্নিনাপচেৎতচ্চ স্বাঙ্গ-
শীতং সমুদ্ধরেৎ॥ প্রভাতে ভক্ষয়ে-
চ্চৈনং জ্বরাগমন পূর্ব্বতঃ॥ অবশ্যং জ্বর
মুক্তঃস্যাৎ সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ॥ ৫৪৪

তোলকদ্বয় পরিমিত যবানী পরিস্কার করিয়া পরে রজনীযোগে জলপূর্ণ পাত্রেতে ভিজাইবেক পর দিবস প্রাতে ঐ যবানী সকল রৌদ্রেতে শুখাইয়া কোন পাত্রেতে রাখিয়া চাউল বাহির করিবেক পরে ঐ চাউলের সিকি

অংশ মরিচ সহিত মিলাইয়া শিলাতে পিষিবেক পরে জলেতে গুলিয়া মন্দানলেতে পাক করিয়া শীতল হইলে উহাকে প্রাতে ভোজন করিবে কিম্বা জ্বর আসিবার পূর্ব্বে খাইবে ইহাতে জ্বর হইতে মুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫৪৪

ভূনিম্বং গুড়ূচীংশুণ্ঠীং পর্প্পটং পিপ্পলীং তথা। সমস্তং স্বাতুল্যংস্যাৎ খোদয়েচ্চশিলাতলে॥ বিধুকলান্বিতং বারি দত্ত্বাবহ্নৌচপাচয়েৎ। যদাপাদাবশেষন্তু চন্যাস্তচ্চাবতারয়েৎ॥ স্বাঙ্গশীতং সমাজ্ঞায় পিবেচ্চ জ্বরশান্তয়ে। বিষম জ্বর নাশায় হিতার্থং কেন মুনিনা নির্ম্মিতং লোক সংত্রাসাৎ জ্বরসাগমনে পুরা॥ ৫৪৫

চিরতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, ক্ষেৎপাপড়া ও পিপুল সমস্ত মিলিত তোলকদ্বয় পরিমাণে লইয়া পরে ঐসকল দ্রব্য পরিস্কার করিয়া শিলাতে কুটীবেক অনন্তর ষোড়শ গুণ জল দিয়া মৃদু জ্বালেতে বহ্নিতে পাক করিয়া শীতল হইলে পান করিবেক কোন ঋষি জ্বরাগমের পূর্ব্বেতে লোকের ত্রাস হয় তজ্জন্য এই পাচন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ৫৫০

অর্দ্ধসরাবমানন্তু কৃষ্ণছাগী সমূদভবং। দুগ্ধংপীত্বাজ্বরীদেহী মুচ্যতেজ্বরসঙ্কটাৎচা-

তুর্থকাদ সাধ্যাচ্চ সত্যং সত্যং নসং-
শয়ঃ ॥ ৫৪৬

কৃষ্ণছাগী জাত দুগ্ধ অর্দ্ধসের পরিমাণে লইয়া চাতুর্থক জ্বর আগমনের পুর্ব্বে খাইলে ঐ জ্বর হইতে মুক্ত হয় ইহা সত্য। ৫৪৭

মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বাতৎসপ্তখণ্ডকং।
আদ্রর্কৈঃ সহভক্ষেত মহাজ্বর বিনা-
শনং ॥ ৫৪৭

কেশুত্তের মূল সাতখণ্ড করিয়া আদার সহিত ভক্ষণ করিলে মহাজ্বর বিনাশ হয়। ৫৪৭

নাগরং গুড়ূচীচৈব ধান্যকং রক্তচন্দনং।
উশীরঞ্চৈব পঞ্চৈতৎক্বাথয়েৎ ভিষজা-
ম্বরঃ ॥ চতুর্ভাগাবশেষঃ সংক্বাথঃ সম-
সুশীতলঃ ॥ কম্পং শিরোরুজং তীব্রং
জ্বরংহন্তি মরুদ্ভবং ॥ ৫৪৮

শুঁঠ, গুলঞ্চের ডাঁটা, ধনে, রক্তচন্দন কাষ্ঠ, বেণাঘা-সের মূল এই পাঁচ দ্রব্য সমস্ত মিলিত দুই তোলা পরিমিত লইয়া শিলাতে কুটীয়া এক [illegible] মধ্যে দিবেক পরে উহাতে অর্দ্ধসের পরিমিত নির্ম্মল জল দিয়া পরে চুলাতে অগ্নি জ্বালন পূর্ব্বক উহাতে হাঁড়ি বসাইয়া মৃদু জ্বাল দিয়া পাক করিবেক যখন দেখিবে যে জল ৵০

অর্দ্ধপোয়া রহিল তখন চুলা হইতে নাবাইয়া শীতল করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে রোগী ঐ ক্বাথ মধুর সহিত খাইলে কম্প, মস্তকের বেদনা, বায়ুজনিত তীব্র জ্বর বিনাশ হয়। ৫৪৮

অপামার্গ শিখাংকট্যাং সপ্ত লোহিত তন্তুভিঃ। বদ্ধাতূর্ণং রবের্বারে জ্বরংহন্তি তৃতীয়কং॥ ৫৪৯

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আদা বাসক বৃক্ষের মূলের রস ও মধু এই কয় দ্রব্য সমভাগে ২ তোলা প্রমাণে লইয়া সমুদায়ে ৬ তোলা মিলাইয়া তিন দিবস পান করিলে ঐকাহিক জ্বর নাশ হয় রবিবারে প্রাতে স্নান করিয়া শুচি পূর্ব্বক অপামার্গের নিকট গমন পূর্ব্বক আপাঙের সিথা লইবেক ঐ সিথা আনিয়া সাতগাছী রক্তবর্ণ সুতাতে বন্ধ পূর্ব্বক রোগীর কোটীদেশে ধারণ করাইলে সর্ব্ব প্রকার জ্বর নষ্ঠ হয়। ৫৪৯

করেবদ্ধন্তু নির্গুণ্ডী মূলং জ্বরহরং তথা। হস্তেবদ্ধং পলাশস্য অপামার্গস্য বা প্রিয়ে॥ শূল সর্ব্বজ্বরহরং ভূতপ্রেতাদি সম্ভবং॥ সমভাগং ত্র্যূষণঞ্চ আর্দ্রকং বাসকং মধু। ঐহাহিকং জ্বরংহন্তি ভক্ষণাচ্চ দিনত্রয়ং॥ ৫৫০

রবিবারেতে নিসিন্দা বৃক্ষের মূল উঠাইয়া পুরুষ দক্ষিণ হস্তে ও স্ত্রীজাতি বামহস্তে বাধিলে জ্বর নষ্ট হয়।

হে দেবি রবিবারেতে পলাশ বৃক্ষের মূল উঠাইয়া পুরুষ শুচিপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তেতে ধারণ করিবে এবং স্ত্রীজাতি বামহস্তে ধারণ করিবে ইহাতে সকল প্রকার ভূত প্রেতাদিজাত জ্বর নষ্ট হয়।

এবং অপামার্গ বৃক্ষের মূল রবিবারে প্রাতে শূচিপূর্ব্বক উঠাইয়া পুরুষ দক্ষিণ হস্তে স্ত্রীজাতি বামহস্তে ধারণ করিলে ভূত প্রেত পিশাচ যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্বাদি কৃত সর্ব্ব প্রকার জ্বর নষ্ট হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। ৫৫০

গুগ্গুলুল্লুক পুচ্ছাভ্যাং ধূপিতোমানুষো
যদি। চাতুর্থকজ্বরংহন্তি কৃষ্ণবস্ত্রাব
গুণ্ঠিতঃ॥ ৫৫১

জ্বরিত রোগী কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রেতে চতুর্দ্দিগে আবৃত হইয়া গুগ্গুল পেঁচার পুচ্ছ ইহার দ্বারা ধূম গ্রহণ করিলে চাতুর্থক জ্বর বিনাশ হয়। ৫৫১

জম্বুফলং হরিদ্রাচ সপ্তকমেবচঞ্চুক।
সর্ব্বজ্বরাণাং ধূপোয়ং হর্ত্তাবাত্র্যক্ষ-
কস্যচ॥ ৫৫২

জামরুল, হরিদ্রা, সর্পের খোলস ৭টা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অগ্নিতে প্রদান করিলে ধূম উত্থিত হইবে

ঐ ধূপ রোগী নিজ শরীরে গ্রহণ করিলে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়। এবং রুদ্রাক্ষের ফল কতকগুলি লইয়া অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে রোগী ঐ ধূম বস্ত্রাবৃত হইয়া গ্রহণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয়। ৫৫২

রবিবারেসমুৎপাট্য অপামার্গস্য মূলকং ।
সপ্তসূত্রে করেবদ্ধা নিত্যজ্বর হরস্তথা ॥৫৫৩

রবিবারেতে আপাঙ বৃক্ষের মূল উঠাইয়া শূচি পূর্ব্বক পুরুষ দক্ষিণ করেতে এবং স্ত্রীজাতি বাম করেতে সাতগাছী সুতার দ্বারা বাঁধিলে প্রাত্যহিক জ্বর নাশ হয়। ৫৫৩

অথ নিমন্ত্রয়েদ্দেবি শুষ্ক লাঙ্গল মৃত্তি-
কাং ॥ তিলকং তৎ প্রভাতেচ শয্যা-
য়াং কারয়েন্নরঃ ॥ ঐকাহিকং জ্বরং
তীব্রং নাশয়েদ্রবিবাসরে ॥ ৫৫৪

হে দেবি! রবিবারেতে লাঙ্গলের শুষ্ক মৃত্তিকাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরে প্রভাতে শয্যায় বসিয়া ঐ মৃত্তিকার তিলক করিলে ঐকাহিক তীব্র জ্বর নাশ হয়। ৫৫৪

সহ দেবা ধৃতং কর্ণে লাঙ্গলী মূলকং
গলে বৃহতী মূলকন্বাপি মূলং বাট্যাল
কোদ্ভবং ॥ বদ্ধং শিরসি সূত্রেণ নানা
জ্বর বিনাশনং ॥৫৫৫

রবিবারেতে সহদেবার মূল কর্ণে ধারণ করিবে বিষ লাঙ্গলের মূল গলদেশে ধারণ করিবে, বৃহতীর মূল, গল দেশে ধারণ করিবে ও শ্বেত বেলেড়ার মূল সূতা দিয়া বাঁধিয়া মস্তকে ধারণ করিবে, ইহাতে নানা প্রকার জ্বর নাশ হয়। ৫৫৫

যদা সরস্বতীতীরে অপুত্রা তাপসী মৃতা॥ তস্যৈ তিলোদকং দদ্যান্মুঞ্চত্বৈ কাহিকো জ্বরঃ। ৫৫৬

সরস্বতী নদীর তীরেতে পুত্র রহিতা তাপস কন্যা মৃতা হইয়াছেন তাঁহাকে তিল যুক্ত দ্বারা তর্পণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নাশ হয়। ৫৫৬

ওঁ বাণ যুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্ক সম প্রভে॥ জাতোসৌ সুমহাবীর্য্যো মুঞ্চত্বেকাহিকো জ্বরঃ॥ লিখেদশ্বত্থ পত্রেণ বাহৌমন্ত্রং প্রধারয়েৎ॥ ঐহাহিকং জ্বরং হন্তি পুরুষো দক্ষিণে ক্রমাৎ॥ ৫৫৭

দ্বাদশ সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী মহা ঘোরতর বাণ রাজের যুদ্ধেতে জাত এই মহাবীর্য্য সম্পন্ন ঐকাহিক জ্বর পলায়ন করুন কথিত মন্ত্রটী অশ্বত্থ পত্রেতে লিখিয়া পু-

রুষ জাতি দক্ষিণ হস্তেতে ও স্ত্রীজাতি বাম হস্তেতে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর নষ্ট হয় । ৫৫৭

সমুদ্রস্যোত্তরেতীরে দ্বিবিধো নাম বানরঃ ।
জ্বরমেকাহিকংহন্তি লিখিতেচ গৃহো-
দরে ॥ ৫৫৮

গৌরী কাঞ্চলীকা তন্ত্রে লিখিয়াছেন যে সমুদ্রের উত্তর তীরেতে দ্বিবিধ নামে বানর আছেন তিনি ঐকাহিক জ্বরকে নষ্ট করেন এই কথাটী গৃহের মধ্যেতে লিখিয়া রাখি-বেক । ৫৫৮

প্রভাত সময়ে দেবিমণ্ড গোমূত্রকন্তথা ।
প্রপিবে দর্দ্ধভাগেন সন্নিপাত জ্বরাপহং ॥
দেবকাষ্ঠঞ্চ ধন্যাকং নাগরং বৃহতীদ্বয়ং ।
দদ্যাৎ পাচনকং পূর্ব্বং সন্নিপাত
জ্বরাপহং ॥ শেফালিকাত্বচং পুষ্পমশ্বি
ন্যাং বটিকাকৃতং । অজারোম্না মণিবন্ধে
বদ্ধন্তু সন্নিপাতনুৎ ॥ ৫৫৯

হে দেবি প্রভাত সময়েতে লাজেরমণ্ড অর্দ্ধ পোয়া ও গোমূত্র এক ছটাক এই উভয় মিলাইয়া পান করিলে সন্নি-পাত জ্বর নষ্ট হয় ।

দেবদারু বৃক্ষের ছাল, ধনে, শুঁঠ, কণ্টকারী ও ব্যাকুড়, এই সমুদয় মিলিত ২ তোলা পরিমাণ লইয়া অর্দ্ধ সের

জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ঠাণ্ডা হইলে ইহা পান করিলে সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয় এই পাচন অগ্রেতে পান করাইয়া পরে মণ্ড ভক্ষণ করাইবে এই প্রণালীতেই সন্নিপাতিক জ্বর অনায়াসে নষ্ট হয় ইহা সত্যই যেহেতু শিব বাক্য কখনই মিথ্যা নহে।

শেফালিকা বৃক্ষের ছাল, এবং শেফালিকা বৃক্ষের প্রস্ফুটিতপুষ্পসমূহ এই দ্রব্যদ্বয় সমান পরিমাণে লইয়া বটী করিবেক ঐ বটীকা ছাগলের লোম সমূহ দ্বারা বদ্ধ করিয়া মণিবন্ধেতে ধারণ করিলে সন্নিপাত নষ্ট করে। ৫৫৭

গৌরীকাঞ্চলিকা তন্ত্র।

সুশ্রুত।

মদ্য নিত্যস্য নহিতা যবাগুস্তমুপাচরেৎ। যূষৈরম্লৈ রনম্লৈর্ব্বা জাঙ্গলৈর্ব্বা রসৈর্হিতৈঃ মদ্যং পুরাণং মন্দাগ্নে র্যবান্নোপহিতং হিতং। সব্যোষং বিতরে ত্তক্রং কফারোচকপীড়িতে ক্লশোল্প দোষোদীনশ্চ নরো জীর্ণজ্বরার্দ্দিতঃ॥ বিবদ্ধঃ সৃষ্টদোষশ্চ রুক্ষঃ পিত্তালিলজ্বরী। পিপাসার্ত্তঃ সদাহোবাপয়সা স সুখী ভবেৎ॥ তদেবতু পয়ঃপীতং তরুণে

হন্তিমানবং । সর্ব্বজ্বরেষু সপ্তাহং মাত্রাবদ্ভোজনংহিতং ॥ বেগাপায়েন্যথা তদ্ধি জ্বরবেগাভিবর্দ্ধনং । জ্বরিতোহিত মশ্নীযাৎ যদ্যস্যচরুচির্ভবেৎ ॥ অন্নকালে হ্যভুঞ্জালো ক্ষীয়তেম্রিয়তেথবা । গুর্ব্ব্য ভিষ্যন্দ্যকালেচ জ্বরী নাদ্যাৎ কথঞ্চন ॥ নতু তস্যাহিতং ভূক্ত মাযুষেচাসুখায়চা । সততং বিষমং চাপিক্ষীণস্য সুচিরোত্থিতং ॥ জ্বরংসংভোজনৈঃ পথ্যৈর্লঘুভিঃ সমুপাচরেৎ ॥ মুদ্গান্মসূরাংশ্চণকান্ কুলত্থান্ সমকুষ্ঠকান্ । আহারকালে যূষার্থংজ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ লাবান্ কপিঞ্জলানেণান্পৃষতান্ শরভান্ শশান্ । কালপুচ্ছান্ কুরঙ্গাংশ্চ তথৈবমৃগমাত্রিকান্ ॥ মাংসার্থে মাংস সাত্ম্যানাং জ্বরিতানাং প্রদাপয়্যেৎ ॥ সারস ক্রৌঞ্চ শিখিনঃ কুক্কুটাংস্তিত্তিরীংস্তথা । গুরুত্বান্নপ্রশংসন্তি জ্বরে কেচিৎ কিচৎসকাঃ ॥ জ্বরিতানাং প্রকোপন্ত যদাযাতি সমীরণঃ । তদৈতেপিহিশস্যন্তে মাত্রাকালো

পপাদিতাঃ ॥ পরিষেকাবগাহাংশ্চ স্নেহান্ সংশোধনানিচ । স্নানাভ্যঙ্গ দিবা স্বপ্নশীতব্যায়াম যোষিতঃ ॥ ন ভজে তজ্জ্বরোৎসৃষ্টোযাবন্নোবলবান্ ভবেৎ ॥ ৫৬০

মদ্যপায়ি ব্যক্তিদিগের যবাগূহিত জনক নহে। অম্ল যূষ বা অন্য যূষ কিম্বা হিতজনক জাঙ্গল জন্তুর মাংস যূষদ্বারা তাহাকে পথ্য দিবে। জীর্ণ জ্বরিত ব্যক্তির, মন্দাগ্নি হইলে উহাকে পুরাণ মদ্য পানার্থে প্রদান করিবে এবং হিতজনক যবান্ন দ্বারা নির্ম্মিত দ্রব্য সকল ভক্ষণার্থ প্রদান করিবে এই ক্রিয়াদ্বারা মন্দানল প্রজ্বলিত হইবে জীর্ণ জ্বরিত ব্যক্তি কফ দ্বারা অরুচি, পীড়িত হইলে উহাকে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সহিত মিলিত তক্র পান করিতে দিবে তদ্দ্বারা উহার অরুচি শান্তি পাইবে।

বায়ু পিত্ত জন্য জীর্ণ জ্বরী, কৃশ, অল্পদোষ, দুর্ব্বল বদ্ধমল, বদ্ধমূত্র, দাহবান, পিপাসু হইলে উহাকে পানার্থে দুগ্ধ প্রদান করিবে তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তি সুখী হইবে।

দুগ্ধ নবজ্বরে পান করিলে পীতদুগ্ধব্যক্তিকে নষ্ট করেন। সকল জ্বরেতেই সপ্তাহ পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ আহার করিবে। জ্বরের বেগ থাকিতে যদ্যপি অতিশয় আহার করে তাহাতে জ্বরেরই বেগ বৃদ্ধি হয় অতএব জ্বরিত ব্যক্তি আপনার হিতজনক পথ্য দ্রব্য যাহাতে আপনার রুচি

হইবে তাহাই ভোজন করিবে। ক্ষুধার সময় ভোজন না করিলে জ্বরিত ব্যক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কিম্বা কালগ্রাসে পতিত হয়। জ্বরিত ব্যক্তি, ভোজন কালেতে গুরুপাক ও ভেদক দ্রব্য কোনমতেই ভোজন করিবে না। অহিত ভোজনটী তাহার আয়ুর বা সুখের নিমিত্ত হয় না। ক্ষীণ ব্যক্তির সতত বিষম বা বহুকাল জনিত জ্বরকে লঘু ভোজন দ্বারা সেবন করিবে। জ্বরিত ব্যক্তির স্বজন, ভোজন সময়ে জ্বরিত ব্যক্তিকে মূদ্গা, মসূর, চণক, বন্য মুদ্গা ইহাদিগের যূষ পথ্য দিবে। ছাতারে পক্ষী, তিতরপক্ষী, এণ নামক মৃগ জাতি, পৃষত নামক মৃগজাতি, শরভ নামক মৃগেন্দ্র জাতি, শশক নামক মৃগেন্দ্র মৃগজাতি, কালপুচ্ছ নামক মৃগজাতি, কুরঙ্গ নামক মৃগজাতি এবং যাবদীয় মৃগজাতি ইহাদিগের মাংসের যূষ মাংসাশি জ্বরিত ব্যক্তিকে পথ্য দিবে। সারস পক্ষী জাতি, ক্রৌঞ্চ নামক বকজাতি, ময়ুর জাতি, কুক্কুট * জাতি ও বসন্ত গৌরীপক্ষি জাতি এই সকল পক্ষির মাংসের গুরুত্ত্ব আছে তজ্জন্য কোন কোন চিকিৎসকেরা ইহাদিগের মাংস জ্বরিত ব্যক্তির আহার বিষয়ে ব্যবস্থা করেন না যখন জ্বরিত ব্যক্তিদিগের বায়ু প্রকোপ হয় তৎকালে উহাদিগে মাংস মাত্রানুসারে সময় বিশেষে ব্যবস্থা করেন। জ্বরিত ব্যক্তি, জ্বর মুক্ত হইয়া যাবৎকাল পর্য্যন্ত বলবান্‌ না হয় তাবৎকাল পর্য্যন্ত স্নান, অবগাহন তৈল মর্দ্দন, বমন, বিরে-

---

* ইংরাজি চিকিৎসকেরা ইহারে চিকন ব্রথ কহে শাস্ত্রমতে বন্য কুক্কুট খাইতে নিষেধ নাই।

চন, স্বেদ, বস্তিকর্ম্ম, তৈলমর্দ্দনান্তর স্নান, দিবা নিদ্রা, শীতল দ্রব্য ব্যবহার, ব্যায়ামকরণ ও স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি করিবে না। ৫৬০

ত্যক্তস্যাপি জ্বরেণাশু দুর্ব্বলস্যাহিতৈর্জ্বরঃ। প্রত্যাপন্নোদহেদ্দেহং শুষ্কং বৃক্ষমিবানলঃ॥ তস্মাৎকার্য্যঃ পরীহারো জ্বরমুক্তেন জন্তুনা যাবন্ন প্রকৃতিস্থঃ স্যাদ্দোষতঃ প্রাণতস্তথা জ্বরে প্রমোহোভবতি স্বল্পৈরপ্যবচেষ্টিতৈঃনিঃষণ্ণংভোজয়েত্তস্মান্মূত্রোচ্চারৌচকারয়েৎ॥ অরোচকে গাত্রসাদে বৈবর্ণেঙ্গমলাদিষু॥ শান্তজ্বরোপি শোধ্যঃ স্যাদনুবন্ধভয়ান্নরঃ। নজাতু তর্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সহসা জ্বরকর্ষিতং॥ তেনসন্দূষিতো হ্যস্য পুনরেব ভবেজ্জ্বরঃ। চিকিৎসেচ্চ জ্বরান্ সর্ব্বান্নিমিত্তানাং বিপর্যয়ৈঃ॥ শ্রমক্ষয়াভিজাতোত্থেমূলব্যাধিমুপাচরেৎ। স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং স্তণ্যাবতরণেচয়ঃ তত্রসংশমনং কুর্য্যাদ্যথাদোষং বিধানবিৎ॥ ৫৬১

জ্বর মুক্ত, দুর্ব্বল ব্যক্তির অহিতাচার দ্বারা জ্বর,

পুনর্ব্বার আসিয়া দেহকে দগ্ধ করে যেমন অনল শুষ্ক বৃক্ষকে দগ্ধ করে। তাবৎকাল জ্বর মুক্ত ব্যক্তি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিবে না যে পর্য্যন্ত প্রাণী স্বাভাবিক বায়ু পিত্ত কফ রক্তাদি ধাতু ও বল হইতে স্বচ্ছন্দাবস্থা প্রাপ্ত না হয়েন যেহেতু জ্বরযুক্ত ব্যক্তির অল্প চেষ্টা করিলেও বিলক্ষণ মোহ রোগ উপস্থিত হয়। জ্বরযুক্ত ব্যক্তি নিদ্রিত হইলে দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তাহাকে জাগরিত করিয়া ভোজন করাইবে এবং মলমূত্র ত্যাগ করাইবে। দুষ্ট মলাদি জন্য জ্বরমুক্ত ব্যক্তির যদ্যপি অরুচি হয় এবং গাত্রের অবসন্নতা, বৈবর্ণতা হয় তখন তাহাকে কিঞ্চিৎ ঔষধ দ্বারা শুদ্ধ দেহ করিবে কারণ কিঞ্চিৎ দুষ্ট মলাদি থাকিলে পরে জ্বরাগমনের আশঙ্কা হয় তজ্জন্যই মানব জ্বর মুক্ত হইলেও তাহাকে ঔষধ দ্বারা শুদ্ধ করিবে। জ্বরাকৃষ্ট ব্যক্তিকে কখনই শৈত্য দ্রব্য দ্বারা তৃপ্ত করিবে না যেহেতু সেই তর্পণ দ্বারা জ্বরমুক্ত ব্যক্তি, দূষিত হওয়াতে তাহার পুনর্ব্বার জ্বরাগমন হয়। বৈদ্য জ্বরের কারণ নাশক দ্রব্য দ্বারা সকল জ্বরের চিকিৎসা করিবে। শ্রম জন্য ক্ষয় জন্য অভিঘাত জন্য কোন ব্যাধি হইলে মূল ব্যাধিরই চিকিৎসা করিবে কারণ উহার চিকিৎসা করিলেই তাহাদিগের উপশম হয়। নষ্ট সন্ততি স্ত্রীলোকদিগের স্তন্যের অবতরণ সময়েতে সংশমন করিবে। ৫৬১

পিপ্পলী শর্করা ক্ষৌদ্রং ঘৃতংক্ষীরং
যথা বলং। খজেন মথিতং পেয়ং

বিষমজ্বর নাশনং॥ পয়সা বৃষদংশস্য শকৃদ্বেগাগমে পিবেৎ। বৃষস্য দধিমণ্ডেন স্বরয়া বা সসৈন্ধবং॥ ৫৬২

পিপুল, চিনি, মধু, ঘৃত, সমুদায় লৌহ হাতাতে বিলক্ষণরূপে মিশ্রিত করিয়া যথাবল ভক্ষণ করিলে বিষম জ্বর নাশ পায়।

জ্বরের বেগ আসিলে যে ব্যক্তি বিড়ালের বিষ্ঠা চূর্ণ দুগ্ধের সহিত পান করে সে জ্বর হইতে মুক্ত হয় গোম দধিমণ্ডের সহিত কিম্বা স্বরের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব দিয়া খাইলে বিষম জ্বর নাশ পায়। ৫৬২

নীলনীমজগন্ধাঞ্চ ত্রিবৃতাং কটুরোহিণীং। পিবেচ্চ জ্বরা গমনে স্নেহস্বেদোপপাদিতঃ॥ সুরাং সমণ্ডাং পানার্থে ভক্ষ্যার্থে চরণায়ুধান্। তিত্তিরীংশ্চ ময়ূরাংশ্চ প্রযুঞ্জ্যাদ্বিষমজ্বরে॥ ৫৬৩

বিষম জ্বরাক্রান্ত মানব, ঘৃত দ্বারা স্বেদিত হইয়া নীলস্থঁদী, বনযবানী, তেউড়ী ও কটুকী, এই চারি দ্রব্য অর্দ্ধ তোলাক পরিমাণে প্রত্যেকে গ্রহণ করিয়া পরে অর্দ্ধ সের জলেতে মৃদু জ্বলিত কৃশানু দ্বারা পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া শীতল হইলে কথিত দ্রব্যের ক্বাথ জ্বরাগমনের পূর্ব্বেতে পান করিবে, তাহাতে ঐ রোগী

বিষম জ্বর হইতে মুক্ত হয়। ঐ রোগীকে যবাদি মণ্ডের সহিত সুরা পান করাইবে, এবং কুঁকুড়া, তিতর ও ময়ূর ইহাদিগের মাংস যুষ ভোজন করিতে দিবে। ৫৬৩

সৈন্ধবং পিপ্পলীনাঞ্চ তণ্ডুলাঃ সমনঃশিলাঃ। নেত্রাঞ্জনং তৈলপিষ্টং বিষম জ্বর নাশনং॥ ব্যাঘ্রী বলাহিঙ্গু সমা নস্যং তদ্বৎ সসৈন্ধবা। কৃষ্ণাম্বর দৃঢ়াবদ্ধো গুগ্‌গুললূকপুচ্ছজঃ॥ ধূপশ্চাতুর্থকং হন্তি তমঃ সূর্য্যইবোদিতঃ। শিরীষপুষ্পস্বরসোরজনী দ্বয় সংযুতঃ॥ নস্যং চাতুর্থকং হন্তিরসোবাগস্তি পত্রজঃ॥ ৫৬৪

সৈন্ধব লবণ, পিপুলের চাউল ও মন ছাল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তৈলেতে পিষিয়া নয়নেতে অঞ্জন দিলে বিষম জ্বর নাশ হয়। কণ্টকারী, বেলেড়া, হিঙ ও সৈন্ধব লবণ সমভাগে লইয়া পিষিয়া নস্য করিলে বিষম জ্বর নাশ হয়। গুগ্‌গুল, পেঁচার পুচ্ছ, কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রেতে বাঁধিয়া অগ্নিতে ধূপ দিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়, সূর্য্যোদয় হইলে যাদৃশ অন্ধকার নাশ হয়॥

শিরীষ বৃক্ষের পুষ্প সমূহের রস, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা এই তিন দ্রব্য মিলিত করিয়া নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়। এবং বকফুল বৃক্ষের পাতার রস নস্য করিলে চাতুর্থক জ্বর নাশ হয়। ৫৬৪

অষ্টাঙ্গ ধুপ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচাকুষ্ঠং হরীতকী।
সর্ষপাঃসয়বাঃসর্পি ধূপনং জ্বরনাশনং॥
পুরধ্যামবচাসর্জ্জবিল্বার্কাগুরু দারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বর হরোধূপঃ কার্য্যোয়মপরা-
জিতঃ॥ বৈড়ালংবাশকৃদ্ধ্যোজ্যং বেপ
মানস্য ধূপনং॥ অপমার্গজটাকট্যাং
লোহিতৈঃ সপ্ততন্তুভিঃ। বদ্ধাবারে
রবেস্তূর্ণং জ্বরংহন্তি তৃতীয়কং॥ কাক
জঙ্ঘাবলাশ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ।
পৃশ্নিপর্ণ্যপ্যপামার্গস্তথাভৃঙ্গরজোষ্টমঃ॥
এষামন্যতমংমূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্যযত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমেকাহিকং জ-
য়েৎ॥ মূলংজয়ন্ত্যাঃ শিরসাবদ্ধং সর্ব্ব
জ্বরাপহং॥ ৫৬৫

কণ্টকারী, নিম্বপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, শরিষা, যব, ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ধূপ দিলে জ্বর নাশ হয়।

গুগ্‌গুল, গন্ধতৃণ, বচ, শালকাষ্ঠ ও বিল্বকাষ্ঠ এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপদিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর নাশ

হয়। জ্বরেতে কম্প হইলে তথায় বিড়ালের বিষ্ঠার ধূপ দিলে কম্প নিবারণ হয়।

রবিবারেতে আপাঙের মূল উঠাইয়া রক্তবর্ণ সূত্রেতে বদ্ধ করিয়া কটিতে বাঁধিলে তৃতীয়ক রজ্ব নাশ হয়। কুঁচ বৃক্ষ, বেলেড়া, বিষতাড়ক, বামনহাটী, লাজুকলতা, চাকুল্যা, আপাঙ ও ভীমরাজ ইহাদিগের মধ্যে যাহার মূল পূষ্যা নক্ষত্রে তুলিয়া রক্তসূত্রেতে বদ্ধ করিয়া কটীতে রাখিলে ঐ কাহিক জ্বর নাশ হয়। ৫ ৬৫

শ্রীপর্ণী চন্দনোশীর পরুষক মধূকজঃ। শর্ব্বরা মধুরোহন্তি কষায়ঃ পৈত্তিকং জ্বরং॥ পীতং পিত্ত জ্বরং হন্তি সারিবাদ্যং সশর্করং। সযষ্টামধুকং হন্যাত্তথৈবোৎপলপূর্ব্বকং॥ শৃতশীতক ষায়ন্বা সোৎপলং শর্করাযুতং। গুড়ূচী পদ্ম রোধ্রাণাং সারিবোৎপলয়োস্তথা॥ শর্করামধুরক্কাথঃ শীতঃ পিত্তজ্বরাপহং॥ দ্রাক্ষারগ্বধয়োশ্চাপি কাশ্মর্য্যশ্চাথ বাপুনঃ। স্বাপূতিক্ত কষাণাং কযায়ৈঃ শর্করাযুতৈঃ॥ সুশীতৈঃ শময়েত্তৃষ্ণাং প্রবৃদ্ধাং দাহমেবচ॥ শীতং মধুযুতং তোয়মাকণ্ঠা-

দ্ধাপিপাসিতং। বাময়েৎ পায়য়িত্বা তুতেন তৃষ্ণাপ্রশাম্যতি॥ ক্ষীরৈঃ ক্ষীরিকষাবৈশ্চ সুশীতৈশ্চন্দনযুতৈঃ। অন্তর্দাহে বিধাতব্য মেতৈশ্চান্যৈশ্চ শীতলৈঃ॥ নিদধ্যাদপ্সু চালোড্য নিশাপর্য্যুষিতংততঃ। ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং পিবতো জ্বরদাহৌ প্রশাম্যতঃ॥ পদ্মকং মধুকং দ্রাক্ষা পুণ্ডরীক মথোৎ পলং॥ যবান্ ভৃষ্টানুশীরাণি সমঙ্গাং কাশ্মরী ফলং॥ জিহ্বাতালুগলক্লোমশোষে মূর্দ্ধিচ দাপয়েৎ॥ কেশরং মাতুলুঙ্গস্য মধুসৈন্ধব সংযুতং॥ শর্করাদাড়িভ্যাম্বা দ্রাক্ষা খর্জ্জূরয়োস্তথা॥ বৈরস্যে ধারয়েৎ কল্কং গণ্ডূযস্বা যথা হিতং॥ ৫৬৬

গামার ফল, রক্ত চন্দন, বেণা মূল ও মউল ফুল এই চারি দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলেতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা চিনি মিলাইয়া প্রত্যেক ৩ ঘণ্টার পরে এক ছটাক পরিমাণে চারি বার পান করিলে পৈত্তিক জ্বর বিনাশ হয়।

অনন্ত মূল, যষ্টীমধু, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, পদ্ম পুষ্প, গামারি ফল, মউল ফুল ও বেণা মূল এই সকল দ্রব্য সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধসের জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নাবাইয়া উহাতে চিনি মিলাইয়া এক ছটাক্ পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তরে চারিবার পান করিলে পৈত্তিক জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

যষ্টী মধু ও সুঁদি পুষ্প এই দুই দ্রব্য ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে মৃদু জ্বালেতে সিদ্ধ করিয়া যখন অর্দ্ধাবশেষ হইবে তাহা নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টার অন্তর চারিবার পান করিলে পৈত্তিক জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

সুঁদী পুষ্প ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধসের জলেতে মৃদুজ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নাবাইয়া উহাতে চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবার পান করিলে পিত্ত জন্য জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

কিসমিস ও সোঁদাল ফল এই দ্রব্য ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টান্তর চারিবারেতে পান করিলে অতিশয় তৃষ্ণা ও দাহ বিনাশ হয়। গামর ফল ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নাবাইয়া চিনি মিলাইয়া এক ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টান্তর চারিবারে পান করিলে অতিশয় তৃষ্ণা ও দাহ শান্তি হয়।

শীতল জল মধু দিয়া মিলাইয়া পিপাসিত ব্যক্তিকে

আকণ্ঠ পর্য্যন্ত পান করাইয়া বমন করাইলে তৃষ্ণা শান্তি হয়। শীতল জল চন্দনের সহিত মিলাইয়া পান করাইলে অন্তর্দাহ শান্তি হয় বট বৃক্ষের ত্বক্ যজ্ঞডুম্বরের ছাল অশ্বত্থ বৃক্ষের ছাল মউল বৃক্ষের ছাল সমস্ত মিলিত ২ তোলা লইয়া অৰ্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া ১ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে দাহ শান্তি হয়।

কথিত ক্বাথ রাত্রিতে পর্য্যুষিত করিবে পরে পরদিবস প্রাতে মধু দিয়া উক্ত বিধি পূর্ব্বক পান করিলে দাহ শান্তি হয়।

শ্বেত পদ্ম, যষ্টিমধূ, কিসমিস, রক্তপদ্ম, মুঁদী, ভাঁজা, যব, বেণামূল, বরাহক্রান্তা, ও গামার ফল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শিলাতে বিলক্ষনরূপে পেষণ করিবে পরে উহা লইয়া মস্তকোপরি লেপ দিলে জিহ্বাশোষ, তালুশোষ ও গলশোষ শান্তি হয়।

টাবানেবুর কেশর, মধু ও সৈন্ধব এবং লবণের সহিত যুক্ত করিয়া মুখে ধারণ করিলে মুখের বৈরস্য অর্থাৎ জিহ্বার স্বাদ গ্রহণে অসমর্থতা দূর হয়।

অথবা চিনি দাড়িম্বের সহিত কিম্বা কিসমিস ও খেজুর বাটীয়া মুখে ধারণ করিলে মুখের বিরসতা শান্তি হয় কিম্বা কথিত দ্রব্য সকল মুখে গণ্ডুষ করিলে মুখের বিরসতা শান্তি হয়। ৫৬৬

সপ্তচ্ছদং গুড়ূচীঞ্চ নিম্বোভূর্জ্জকমে-

বচ। ক্বাথয়িত্বা।পিবেৎ ক্বাথং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥ কটু ত্রিকং নাগপুষ্পং হরিদ্রা কটু রোহিণী কৌটজঞ্চ ফলং হন্যাৎ সেব্যমানং কফজ্বরং। হরিদ্রাং চিত্রকং নিম্বমূশীরাতিবিষে বচাং॥ কুষ্ঠমিন্দ্রযবং মূর্ব্বাং পটোলং চাপি সাধিতং। পিবেন্মরিচসংযুক্তং সক্ষৌদ্রং কফজে জ্বরে॥ সারিবাতিবিষা কুষ্ঠ পুরাখ্যৈঃ সদূরালভৈঃ মুস্তেনচকৃতঃ ক্বাথঃ পীতোহন্যাৎ কফজ্বরং মুস্তং বৃক্ষকবীজানি ত্রিফলা কটুরোহিণী পরূষকাণিচক্বাথঃ কফজ্বর বিনাশনঃ॥ ৫৬৭

ছাতিমের ছাল, গুলঞ্চ, নিম্বছাল ও ভূর্জ বৃক্ষের ছাল, এই সমুদায় মিলিত ২ তোলা লইয়া শিলাতে ঈষৎ কুটীয়া অর্দ্ধ সের জল পূর্ণ স্থালীতে দিয়া চুলাতে অগ্নি জ্বালিয়া মৃদু২ জ্বালে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে এককাঁচ্চা পরিমাণে ২ ঘণ্টা অন্তরে আটবার পান করিলে কফকৃত জ্বর শান্তি হয়।

শুঁট, পিপুল, মরিচ, নাগেশ্বরপুষ্প, হরিদ্রা, কটুকী, ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে গ্র-

হণ করিয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা এক কাচ্চা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ জন্য জ্বর শান্তি হয় হরিদ্রা, এরণ্ড মূল, নিম্ব ছাল, বেণার মূল, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, মূর্ব্বালতা ও পটোল ফল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে লইয়া উহা ঈষৎ কুটীয়া অর্দ্ধ সের জলেতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা মরিচ চূর্ণ ও মধুর সহিত মিলাইয়া পরে এক কাঁচ্চা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ কৃত জ্বরের শান্তি হয় অনন্তমূল, আতইচ, কুড়, গুগগুল, দূরালভা ও মূথা এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহা এক কাচ্চা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পান করিলে কফ জন্য জ্বর প্রস্থান করেন।

মুথা, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, কটুকী ও পরুষফল এই সকল দ্রব্য মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ সের জলেতে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহার এক কাঁচ্চা পরিমাণে ২ ঘণ্টান্তর আটবার পানকরিলে কফজন্য জ্বর একেবারে পলায়ন করেন। ৫৬৭

রাজ বৃক্ষাদি বর্গস্য কষায়ং মধুসংযুতং। কফবাত জ্বরং হন্যাৎ শীঘ্রং কালেব চারিতং॥ নাগরং ধান্যকং

ভাগীমভয়াং সুরদারুচ ॥ বচাং পর্প্প-
কঃ মুস্তং ভূতিকমথ কট্‌ফলং ॥ নিঃ-
ক্কাথ্য কফবাতোত্থে ক্ষৌদ্রহিঙ্গুসম-
ন্বিতং ॥ পাতব্যং শ্বাস কাসঘ্নং শ্লে-
ষ্মোৎসেকে গলগ্রহে ॥ হিক্কাসুকণ্ঠ-
শ্বয়থৌ শূলে হৃদয়পার্শ্বজে ॥ ৫৬৮

সোঁদালফল, ময়নাফল, শ্যাকুল, কুরচি, খদির, পা-রুল, মূর্ব্বালতা, ইন্দ্রযব, ছাতিম, নিম, পীতবর্ণ ঝাঁটী পুষ্পবৃক্ষ, নীলবর্ণ ঝাঁটী পুষ্পবৃক্ষ, গুলঞ্চ, এরণ্ড মূল, শা-র্ঙ্গষ্ট বৃক্ষ, করঞ্জ, ডাল করঞ্জ, পটোল, চিরাতা ও কাল জীরা এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যাহা প্রাপ্য হয় তাহা সমস্ত মিলিত ২ তোলা জল অৰ্দ্ধসের, স্থালীতে পাক করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া মধু সহিত মিলাইয়া রাখিবেক, পরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অ-ন্তর চারিবারে পান করিলে কফ বায়ু জন্য জ্বর নষ্ট হয়।

শুঁট, ধনে, বামুনহাটী, হরীতকী, দেবদারু, বচ, ক্ষেত্র-পাপড়া, মুথা, চিরাতা ও কট ফল এই সমস্ত দ্রব্যাদি মি-লিত ২ তোলা লইয়া ঈষৎ কুটিয়া অৰ্দ্ধ সের জলে মৃদু-জ্বালে পাক করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহাতে হিঙ ও মধু মিলাইবেক পরে উক্ত ক্কাথ জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করি-লে, শ্বাস, কাস, নাসা মুখ দ্বারা জল নিঃসরণ, গলার বেদনা

হিক্কা, কণ্ঠশোথ, হৃদয়ে বেদনা, পার্শ্ব বেদনা ও কফ বাত জ্বর নাশ হয়। ৫৬৮

এলা পটোল ত্রিফলা যষ্ট্যাহ্বানাং বৃষ-স্যচ। ক্বাথোমধুযুতঃ পীতো হন্তি পিত্ত কফ জ্বরং॥ ৫৬৯

এলাইচ, পটোল, ত্রিফলা, যষ্ঠীমধু ও বাকস এই সকল সমস্ত মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধ সের জলেতে পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া মধুর সহিত মিলাইবেক পরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারি বারে পান করিলে পিত্ত কফ জন্য জ্বর নাশ হয়। ৫৬৯

কটুকা বিজয়া দ্রাক্ষা মুস্ত পর্প্প টকৈঃ শৃতঃ। কষায়ো নাশয়েৎ পীতঃ শ্লেষ্ম পিত্ত কভবং জ্বরং। ভার্গীবচা পর্প্প ক ধান্য হিঙ্গু ভয়াঘনৈঃ॥ কাশ্মর্যনাগরৈঃ ক্বাথঃ সক্ষৌদ্রঃ শ্লেষ্মপি ত্তজে। সশর্করামক্ষমাত্রাং কটুকা মুষ্ণ বারিণ। পীত্বা জ্বরং জয়েজ্জন্তঃ কফপিত্ত সমুদ্ভবং। ৫৭০

কট্‌কী, সিদ্ধি, কিস্‌মিস্‌, মুথা ও ক্ষেৎপাপড়া, এই সমস্ত মিলিত ২ তোলা জল অর্দ্ধ সের স্থালীতে দিয়া পাক করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া জ্বর আসিবার পূর্ব্বে

অৰ্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করিলে শ্লেষ্ম পিত্ত জ্বর নাশ হয়।

বামুনহাটী, বচ, ক্ষেৎপাপড়া, ধনে, হিঙ, হরীতকী, মুথা, গামার ফল ও শুঁঠ এই সমস্ত মিলিত ২ তোলা লইয়া অৰ্দ্ধ সের জল স্থালীতে দিয়া মৃদু জ্বাল বহ্নিতে পাক করিয়া অৰ্দ্ধ পোয়া থাকিতে নাবাইয়া উহাতে মধূ মিসাইবেক পরে জ্বর আসিবার পূৰ্ব্বেতে রোগি অৰ্দ্ধ ছটাক উহার ক্বাথ ৩ ঘণ্টা অন্তর চারিবারে পান করিলে শ্লেস্মা পিত্তজ্বর হইতে মুক্ত হয়।

জল /১ সের স্থালীতে দিয়া চুলাতে বসাইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া সিদ্ধ করিবেক যখন ঐ জল অৰ্দ্ধ শের হইবে তখন উহাতে কটুকী ২ তোলা ঈষৎ ছেঁচিয়া ফেলাইয়া দিয়া সরা দিয়া হাঁড়ি মুখ বন্ধ করিবেক পরে শীতল হইলে উহাতে চিনি মিসাইবেক। অনন্তর রোগীর জ্বর আসিবার পূৰ্ব্বে এক ছটাক পরিমাণে উক্ত ক্বাথ আটবারে পান করিলে কফ পিত্ত জন্য জ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৫৭০

কিরাততিক্তমমৃতং দ্রাক্ষামামলকং শঠী। নিঃক্বাথ্য বাতপিত্তোত্থেতং ক্বাথং সগুড়ং পিবেৎ॥ রাস্না বৃষোত্থে স্ত্রিফলা রাজ বৃক্ষ ফলৈঃ সহ। কষায়ঃ সাধিতঃ পীতোবাত পিত্তজ্বরং জয়েৎ॥ ৫৭১

অবধৌত তন্ত্র।

চিরাতা, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্‌, আমলা ও শুঁঠী, এই কয়টী দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া মিলিত ২ তোলা পরিমাণে তৌল দণ্ড দ্বারা পরিমিত করিয়া শিলাতলে ঈষৎ পেষণ করিবেক পরে অর্দ্ধ সের পরিমিত জল হাঁড়িতে রাখিয়া চুলাতে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া মৃদু মৃদু জ্বালেতে পাক করিবে যখন দেখিবেক অর্দ্ধ পোয়া পরিমাণ ক্বাথ, বিদ্যমান আছে তখন চুলা হইতে হাঁড়ি নাবাইয়া পুরাতন গুড়ের সহিত মিলিত করিবে পরে ঈষদুষ্ণ থাকিতে পাত্রান্তরে রাখিবেক পরে রোগী ঐ ক্বাথ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে ৩ ঘণ্টা অন্তরে আট বারেতে পান করিলে জ্বর হইতে মুক্ত হয়।

রাস্না, বাকসের মূল, হরীতকী, বহেড়া, আমলা, সোদাঁল বৃক্ষের ফলের শাঁস এই কয়েকটী দ্রব্য মিলিত ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শিলাতলে ঈষৎ পেষণ করিয়া হাঁড়িতে অর্দ্ধসের জলেতে অর্পিত করিবেক, পরে চুলাতে বৈশ্বানরকে আহ্বান পূর্ব্বক মন্দ মন্দ জ্বালেতে পাক করিবেক যখন ক্বাথ নিরীক্ষণ করিলে অর্দ্ধ পোয়া অবশিষ্ট আছে, তৎ সময়েতে চুলা হইতে হাঁড়িকে অবতারণ করিয়া শুক্ল বস্ত্র খণ্ড দ্বারা ছাঁকিয়া পাত্রান্তরে অবশিষ্ট ক্বাথ রাখিবেক এবং উচ্ছিষ্ট ক্বাথ দ্রব্য গুলি ফেলাইয়া দিবে ক্বাথটী শীতল হইলে রোগী অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ ক্বাথ গ্রহণ করিয়া ৩ ঘণ্টা অন্তরে আট বারেতে পান করিবে। তদ্দ্বারা রোগী জ্বর ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবে॥ ৫৭১

জ্বর ব্রহ্মাস্ত্র।

বিপনীঞ্চ সমাগম্য শুভ্র বর্ণং সুশোভ
নং। আনীয় সম্বলং দেবি তোলক
দ্বয় সম্মিতং ॥ স্বচ্ছ গোমূত্র মানীয় শ-
রাবে স্থাপয়েদ্বুধঃ। সম্বলং তত্রসং-
ক্ষিপ্য দিবসত্রয়মেবচ ॥ তত উদ্ধৃ-
ত্য দেবেশি কুকশিম্বারসেযুচ। স্থা-
পয়েদ্দিনমেকন্তু ততঃ স্বচ্ছ জলেনচ ॥
সংশোধ্য স্থাপয়েদ্দেবি নির্ম্মলে কাঁচ
পাত্রকে ॥ একশর্ষপগানং তৎ জ্বরা-
গমনপূর্ব্বতঃ। কেশীমধ্যগতং কৃত্বা
ভক্ষেচ্চ স্থিরমানসঃ ॥ অথবা শর্করা
দ্রাবৈঃ পীত্বা রোগী সুখী ভবেৎ ॥
এবং দিনত্রয়ং ভুক্ত্ব মুচ্যতে জ্বর
সঙ্কটাৎ জীর্ণ জ্বরে তথা বাতে ক-
ম্পজ্বরে বিশেষতঃ নিশ্চিতং জ্বর মুক্তঃ
স্যাৎ সত্যং সত্যং নশংশয়ঃ। ৫৭২

বাজারেতে গমন করিয়া শ্বেত বর্ণ সুন্দর ছবি সেঁকো ২ তোলা পরিমাণে আনিয়া নূতন সরাতে নির্ম্মল গো-মূত্র রাখিয়া উহাতে আনীত শেঁকো ২ তোলা ৩ দিবস

রাখিবেক পরে তিন দিবস পরে তথা হইতে উঠাইয়া কুকসিমা রসেতে এক দিবস ডুবাইয়া রাখিবেক পর দিবস তথা হইতে তুলিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা সেঁকোকে ধৌত করিয়া সুখাইয়া পরে উহার এক শরিষা পরিমাণে লইয়া ফেণী বাতাসা অথবা চিনির পানার সহিত রোগীকে ৩ দিবস খাওয়াইবেক পরে ইহাতে রোগী সামান্য জ্বর, জীর্ণ জ্বর, বাত, কম্প জর, হইতে মুক্ত হয় ইহাতে সংশয় নাই। ৫৭২

থর পুনর্ণবাং রক্তাং গৃহীত্বা রবিবাসরে তস্যা মূলঞ্চ সংছিদ্য মাষমেকঞ্চ সুন্দ-রি সার্দ্ধদ্বয় মরিচৈস্তু যুক্তং কৃত্বা ততঃ পরং ভুক্ত্বা পীত্বা সচ্ছ বারি মুচ্যতে জ্বর সঙ্কটাৎ কম্প জ্বরে বিশেষেণ পা-তব্যং দিবস ত্রয়ং এবং কৃত্বা মহেশানি জ্বরস্য মূল নাশনং। ৫৭৩

রবিবার দিবসেতে রক্ত বর্ণ গাধা পুনর্ণবার মূল আ-নিয়া তাহার মূল ছেদন করিয়া এক মাষা পরিমাণে লইয়া তাহাতে আড়াইটী মরিচ যোগ করিয়া ভক্ষণ করিয়া শীতল জল পান করিবে এই প্রকার তিন দিবস করিলে জীর্ণ জ্বর সামান্য জ্বর কম্পজ্বর হইতে মুক্ত হয়। ৫৭৩

জ্বর সমাপ্তঃ।

জ্বরের প্রতিমূর্ত্তি।



শুদ্ধাশুদ্ধি পত্র।

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১	দ্য	দ্যো
	৪	কৈঃ	কং
	১৩	র্দ্ধং	র্দ্ধ্যং
	১৩	বা	বাং
	১৬	ভুক্ত	ভক্ত
	২১	ভাবনা দিবেক পরে রাইশরিষা হইবেক	
৩	৭	সে ভা	সৈর্ভাব্যং
	৮	সদ্য	সদ্যো
	১৯	শাসতে	শসাতে
৪	১৯	পচার	পচারং
৫	২	য়েৎমাত্র	য়েন্মাত্র
	৩	সদ্য	সদ্যো
	৩	বিমুক্তয়েৎ	বিমুক্তয়ে
	১২	তালঃ	তালং
	১৩	কেভাবয়ে	কৈর্ভাবয়ে
	১৪	রতি	রতিং
	১৬	সদ্য	সদ্যো
	১৯	ন্দূশির	সিন্দূর
৬	৮	বারী	বারি
	১৬	হরিদ্রা ১	পরে দারু হরিদ্রা ১
	১৬	রস ১	রস
৭	১	কৃত্য	মর্দ্দ্য
	২	গুবাবটী	চবাবটী
	৫	দধ্যন্ন	দধ্যন্নং
	৬	তব্যা	তব্য
	১৫	সদ্য	সদ্যো
৮	৭	সাঙ্গং	সাঙ্গ
	৯	সনয়ে	শময়ে
	১০	সোত্তমং	সোত্তমঃ
৯	২	কস্মিন	কস্মিন্
	৪	চাতুর্থ	চতুর্থ
	১৯	বটিকাং	বটিকা
১০	১১	জ্জ্বরঃ	জ্জ্বরং
১১	১	শিচদাভ্র	শিচন্দ্রাভ্র
১২	৩	চরম	চরমং
	৬	টঙ্গনং	টঙ্গণং
	৬	ত্রিদিনং	০
	৭	মুষঙ্ক	মূষাঙ্ক
	৮	লাকারং	লাকারাং
	৮	তন্মধ্যং	তন্মধ্যে
	৯	ক্কাদ্র	ক্কার্দ্র
	১১	ভস্মং	ভস্ম
	১৬	গুগুলং	গুগ্‌গুলুং
	১৫	কাষায়েন	কষায়েণ
১৩	৩	প্রহরেৎ	প্রহতে

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১৩	টাঙ্কঞ্চ	টাঙ্কেশ্চ		১১	বস্ত্রেণে	বস্ত্রেং
	১৭	ক্ষণে মুঞ্চ	মুঞ্চতি		১১	পাচ্য	পাচ্যং
		তি	ক্ষণে		১২	ধুস্তূরা	ধস্তূরৌ
১৫	১৭	বৈক্রান্তং	বৈক্রান্ত		১৩	পুষ্পি	পুষ্পা
	১৭	তীগ্নং	তীক্ষ্ণং		১৪	মণ্ডুকী	মণ্ডূকী
	১৮	ষড়িভঃ	ষড়্ভিঃ		১৫	করবি	করবা
	২০	য়েন	য়েণ		১৫	কগ্নি	পাকলঃ
	২১	ভৃঙ্গি	ভৃঙ্গ		১৫	পাঠানাঠা	পাঠা
	২১	তিল	স্তিল		১৬	মর্দ্দ্য	মর্দ্দ্যং
	২২	মাছি	মাচী		১৭	ক্ষিত্বা	ক্ষিপ্ত্বা
	২২	মহারষ্ট্রি	মহারাষ্ট্রী		১৮	বরাহ	বারাহ
	২২	কাকলী	কাকোলী		১৯	তএ	তত্র
১৬	১	কটুতুম্বি	কটুতুম্বী		২০	সত	রস
	৮	দত্ত্বা	দত্ত্বা	২১	১	রস	রসঃ
	৮	সর্ব্বাচ	সর্ব্বং		৬	অশ্বগন্ধা	রাইসরিষা
	১৩	র্পয়েৎ	পয়েৎ		২১	শিলাঃ	শিলা
১৭	১	কলি	কোলি	২২	১	দ্রষ্টনং	দ্রাবনং
	১৪	লবণৈঃ	র্লবণৈঃ		৮	রসে	রসঃ
	১৫	ততঃ	তত		৯	বনির্ণাম	বনোনাম
১৮	১৩	মুর্দ্ধ	মূর্দ্ধং		১২	লৌহ ২	পরে অভ্র
	১৩	র্যামঃ	র্যামং		২১	ও মনছাল	হইবে।
	১৪	সান্দ্রং	স্বাঙ্গং			টঙ্গনঞ্চ	টঙ্গণঞ্চ
	১৮	গুর্হ্য	গুহ্য	২৩	৩	ভবনাচয়	ভাবনায়চ
	১৮	গোপ্য	গোপ্য		৬	মূলাং	মূল
১৯	১	শম্ভূ	শম্ভু		৭	মৎস্যমে	মৎসমে
	২	ভূবি	ভুবি		৯	কনা	কণা
	২০	সম্ভূ	শম্ভু	২৩	১২	ঘোরৈ	ঘোরে
২০	৮	বাজিকা	রাজিকা		১৪	ভূক্ত	ভক্ত
	৮	মূষা	মূষাং		১৬	জমেৎ	জয়েৎ
	৯	রুপা	রুদ্ধা		১৭	রয়েং	রয়েৎ

পৃঃ	পংঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পংঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪	৫	ভ্রমরমালী	পরে ভীমরাজরসে চিতার রসে	৩৯	১৬	ত্রিমদং	ত্রিমদং
					১৯	মণ্ড	মণ্ডূ
	১২	দ্রেদ্য	দ্রব্য	৪০	১৯	ত্রায়মানা	ত্রায়মাণা
	১৬	দ্রেতং	দ্রুতং	৪১	৮	পর্নী	পর্ণী
	১৯	ককথঞ্চ	কঞ্চ		১৭	অন্তবহি	অন্তর্বহি
	২১	পালিতা	শিগ্রু		২০	গঞ্চ	গুঞ্চ
২৫	১২		মূলরসের পর ভীম রাজরসে ও আদার রসে হইবে।	৪৩	৫	মশ্বং	মশ্ব
					৬	মুষলীশ্বেব	মুষলীচৈব
					১২	রস্থিতং	সরস্থিতং
	১৩		উহাতের পর জায়ফল হইবে।	৪৪	৯	ভাঞ্জনং	ভাঞ্জনং
				৪৬	৫	সপ্ত	০
	১৮	বংস্যলা	বৎসনা		৫	শুবাং	০
২৬	১০	বর্দ্ধতে	বদ্ধনং		৬	মরোচকঞ্চ	মরোচঞ্চ
২৭	৬	দারঞ্চ	দারস্য				
	১২	শলী	শ্লী		৬	চির	চিরসম্ভবাং
২৯	৪	দ্বিগুনং	দ্বিগুণং		৬	জ্বয়	জয়
	১৪	কষাঃ	কষা		৬	রসনামা	রসোনামা
৩১	৮	দ্বিগুনং	দ্বিগুণং	৪৭	৮	কনা	কণা
	১৭	বলং	বল	৪৮	৫	কেনচ	কেন
	২০	নচত	নাতঃ		১০	সুক্তা	মুক্তা
	২১	পান্তরং	পাতরং	৫২	১১	শৌভাঞ্জ	শোভাঞ্জ
৩২	১	স্থৈর	স্থুরৈ	৬১	১৮	গক্ষু	গোক্ষু
	১৯	ভাগঞ্চ	ভাগঞ্চৈব	৬২	১২	কমুথ	কমুখ
৩৩	১	খপ	খর্প	৬৩	৪	।	০
	১২	সংরূপ	স্বরূপ		৭	জানুপানে	জনুপানৈ
	১৪	ক্ষনেন	ক্ষণেন	৬৩	৩	পত্ত্বা	পক্ত্বা
৩৬	৬	দ্বন্দ	দ্বন্দ্ব	৬৫	৭	বলাঞ্চ	বালঞ্চ
	৬	সংকীর্ণ	সংকীর্ণক		১২	টঙ্গনং	টঙ্গণং
	২০	টঙ্গনং	টঙ্গণং		১৩	তাধ্য	তস্যা
৩৮	১৮	তাম্রু	তাম্র	৬৫	১৯	দৃগ্ধ	দুগ্ধ

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	২০	কৃত্ত্বা	কৃত্বা	৯০	১৩	তুল্যাঞ্চ	স্তুল্যাঞ্চ
৬৬	১	টঙ্গনং	টঙ্গণং		১৫	দাতব্য	দাতব্যং
	১	টঙ্গনা	টঙ্গণা	৯১	১০	মাত্ত্রেণ	মাত্রেণ
	১৩	সাক্ষয়	সক্ষয়		১১	পরার্দ্দ	পরার্দ্ধ
৬৮	১৬	ফং	কং	৯২	৯	মৃতক্তাম্র	মৃততাম্র
৭০	১৩	দংষ্টো	দষ্টো		১১	তধা	তথা
	১৮	পন্যা	পর্ণ্যা	৯৪	৯	গোপ্য	গোপ্যঃ
৭৩	৩	হরীতকী	তেঁতুলের	৯৫	৪	ফেনকঃ	ফেণকঃ
		ক্কাথে	রসে		১৭	কষ্ণা	কৃষ্ণা
	১০	ময়ূর	ময়ুর	৯৬	৩	বুষৈঃ	বুধৈঃ
৭৪	১৯	মানতঃ	মাণতঃ		৯	প্রদয়ে	প্রদরে
৭৬	৫	শ্রিতে	শ্রিতাং	৯৭	২০	।, হেমং	০ হেমং।
৭৭	১৪	দেখা	দেখো	৯৮	১	॥০	০
৭৮	২	কারিনা	কারিনাং		১৭	জম্বীরস	জম্বীরজ
	৪	কম্পো	কম্পে	১০২	৫	তাচমূ	তচ্চমু
৭৯	৭	বাদিকং	বৈর্ভাব্যং	১০৩	৩	মেদে	মেদো
	১৪	বিষলা	লজ্জা		৩	জ্বরং	জ্বরং
		ঙ্গুলী	বতী		১৬	রসং	রস
	১৯	রসৈঃ	দ্রবৈঃ	১০৪	৫	সপ্তবা	সপ্তৈব
৮০	১৪	ভূঞ্জিত	ভুঞ্জিত		১৬	বিজয়াঃ	বিজয়া
৮১	১১	দার্দ্ধাঞ্চ	দর্দ্ধাঞ্চ	১০৫	৫	ষ্ণৈবং	ষ্ণৈব
	১৪	ক্রম্বাং	ত্র্যুষণং		৭	বটিকাং	বটিকা
	১৮	গুল্‌মা	গুল্‌ম	১০৬	১৪	শ্লেস্মং	শ্লেষ্ম
৮৩	১	যবনাগত	যবনানতঃ		২০	হানানং	হানং
৮৪	১০	কটুয়ঞ্চ	কটুত্রয়ঞ্চ	১০৮	৭	পাঠাণা	পাঠা
	১৭	ত্যং	ত্য		৭	ক	কণা
৮৫	২০	পূটে	পুটে	১০৯	১২	জ্বরন	জ্বরং
৮৭	২	স্নিঃসৃত	স্নিঃসৃতং		১৬	ষষ্ণৈব	ষজষ্ণৈব
	৬	শুস্ক	শুস্কা	১১১	২	বর্দ্ধনং	বর্দ্ধনঃ
৮৮	৬	দ্বৈদ্য	দ্বৈদ্যঃ		১২	মাণাঞ্চ	মাণঞ্চ

পৃঃ	পংঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃঃ	পংঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১৩	গুঞ্জাষ্ট	গুঞ্জাষড়	১৩৪	৮	স্তথা	স্তথা
	১৩	প্রতে	প্রত্যে		১১	য়েৎমাত্র	য়েন্মাত্র
	১৬	সোভাঞ্জ	শোভাঞ্জ	১৩৫	৭	কিলাক্ষ	কিলাক্ষো
১১২	২২	তৃচচবৃচ্ছ	তৃবৃক্ষ		১০	জকৈশ্চং	জশ্চৈব
১১৩	৯	কোদিচ্য	কোদীচ্য		১২	হানাং	হানং
	১০	দাহো	দাহ		১২	যকুত	যকৃতং
	১৭	ক্রষণং	ক্রষণং		১৩	মিদং	মিদ
১১৩	১৭	বিঙ্গু	হিঙ্গু		১৪	গেস্থ	গেষু
১১৫	৫	গুঞ্জেকাং	গুঞ্জেকা		১৪	মোজ	যোজ
	৫	বটীকাং	বটিকা	১৩৬	১৬	দনং	থনং
	৫	কার্য্যাম	কার্য্যতা	১৩৭	৫	প্পর্লী	প্পলী
১১৭	১৮	পূটে	পুটে		১৮	ত্রয়ং	ত্রয়
১২০	১০	মূভাষি	সুভাষি	১৩৮	১৭	দাক	দারু
১২১	১০	শৈচব	চৈব		২১	ভূক্ত	ভুক্ত
১২৩	১০	মাগ্নিঞ্চ	মগ্নিঞ্চ	১৩৯	১	স্থংঅস্থি	স্থমস্থি
	১০	বিযমং	বিষমং		১৯	জীরক	জীরকং
	১২	প্যাচতে	পচ্যাতে	১৪২	৭	রেনূকং	রেণূকং
১২৪	১৯	হস্তিং	হস্তি		১০	দ্রর্ব্বে	দ্রব্যৈ
১২৬	৯	হেতৈৎ	হ্যেতৎ		১৩	কস্তং	কস্তৃংশ্চ
১২৭	৮	স্বি	গ্নি	১৪৪	১১	পাণ্ডূ	পাণ্ডু
১২৮	১৩	জ্বর	জ্বরা		১২	ত	তং
১২৯	১১	ত্রয়মা	ত্রায়মা	১৪৫	৪	মৃদু	মৃর্দু
	১১	উশির	উশীর	১৪৬	৭	মূর্গা	মূর্ব্বা
	১৩	সাযুক্তং	মাযুক্তং	"	১৩	দোয	দোষ
১৩১	৫	ত্রাস্তি	ত্রাস্ত্রি	"	২০	বার্বসৈল	বাসৈর্বল
	১২	কুন্‌কুমা	কুঙ্কুমা	১৪৭	২	স	ং
	১৩	রসনং	সরলং	"	"	সোদ	সৌদ
	১৪	প্রস্থিকং	গ্রন্থিকং	"	৯	পাঠিত	পাচিত
১৩৩	১০	বীর্য্যন্তঃ	বীর্য্যন্তে	"	১৮	রসো	রসৌ
	১১	বিদ্যা	বিদ্যাং	"	"	মুদ্গায	মুদ্গাযূ

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪৮	১	যেূষণ	যূষে।
"	১৭	চিরাং	চিরাৎ
১৫২	৯	চূণ্য।	চূল্য।
	১৬	করিয়ার পরে পাদাবশেষ থাকিতে নাবাইয়া হইবে।	
১৫৪	১	চল।	চূল।
"	১৩	সিখ।	শিখ।
"	১৪	পূৰ্ব্বষ্ণ	পূর্ব্বক
১৫৫	১৭	চঞ্চুক	চঞ্চুকং
"	২১	কত্র	একত্র
১৫৬	৫	সমৎ	গমুৎ
"	৬	স্বৈত্রে	স্বৈত্রঃ
১৫৭	৩	স্বেত	শ্বেত
"	১৩	স্নহ।	স্নমহা
"	১০	মণ্ড	মণ্ডং

পৃঃ	পং	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৯	১৫	হিতৈঃ	হিতৈঃ
"		র্যবান্নো	র্যথান্নো
১৬০	৫	ভুঞ্জালো	ভুঞ্জামো
"	৭	ভূক্ত	ভুক্ত
"		ষেটা	ষেচ
১৬৩	১৫	চিক্কি	চিক্কি
১৬৫	১২	স্বেদো	স্বেদে।
	১৮	তোলাক	তোলক
১৬৬	৭	স্বর	স্বর
	৮	গুলল্	গুল্
১৬৭	১	ধুপ	ধূপ
	৬	কুদ্ব্যা	কুদদ্যা
১৬৮	১৪	যায়ন্ব।	যায়ন্ব।
	৪	রস্ব	জ্বর
	১৭	পহং	পহঃ
	১৮	স্বাপূ	স্বাদু

জ্বরের প্রতিমূর্ত্তি।

